कृष्णभक्तिरसामृतम्

श्रीताराकुमारकविरत्न-विरचितम् ।

द्वितीयं संस्करणम् ।

কৃষ্ণভক্তিরসামৃত

শ্রীতারাকুমারকবিরত্ন-বিরচিত

বঙ্গানুবাদ সহিত।

"কি ভয় রে জীব ! তোর কৃতান্তে কি ভয় ?
কৃষ্ণভক্তি-সুধা পিয়া হও মৃত্যুঞ্জয়" ।—(৬২ পৃষ্ঠা)।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA:
PRINTED AND PUBLISHED BY
B. K. CHAKRAVARTI & BROTHERS,
JAYANTI PRESS, 25, PATALDANGA STREET.

১৩০৬ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাক মাসুল ⁄১০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"—নিতান্ত মূর্খও বিনা প্রয়োজনে কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব আমার এ গ্রন্থ-রচনার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তর এইমাত্র দিতে পারি,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

হৃদয় হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি; ভাল মন্দ সেই হৃদয়েশ্বরী দেবতাই জানেন।

এই গ্রন্থে ভগবানের যে সকল নাম আছে, তাহা সকল সম্প্রদায়ের সমান পথ্য। যোগদর্শী মহর্ষিগণ বিশ্বজনীন ভাবে এই সকল নামের সৃষ্টি করিয়া, এই সকল নামকে মানবমাত্রেরই সেবনীয় করিয়াছেন। এই সকল নামের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলকেই একবাক্যে বলিতে হইবে,—

"ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ
র্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ"। (মোহমুদ্গর)

তুমি আমি সর্ব্ব ঘটে একই ঈশ্বর,
তবে কেন বৃথা দ্বন্দ্ব কর পরস্পর।

অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, 'কৃষ্ণ' নাম শুধু এক সম্প্রদায়ের জন্য, সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় নহে। কিন্তু ঐ অমৃতময় নামের প্রকৃত অর্থ অবগত হইলে বোধ হয় উহা গ্রহণ করিতে কাহারও দ্বিধা হইতে পারে না। স্বয়ং বেদব্যাস 'কৃষ্ণ' নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
বিষ্ণুস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ কৃষ্ণো ভবতি শাশ্বতঃ" ॥ (মহাভারত)

'কৃষি' শব্দে সত্তা, 'ণ' শব্দে পরমানন্দ ; 'কৃষি' ও 'ণ'—এই উভয়ের সংযোগে 'কৃষ্ণ' নামের উৎপত্তি। অর্থাৎ ভগবান্ অনাদি অনন্তকাল বিদ্যমান এবং চিদানন্দময় বলিয়া 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত (১)। এইরূপ সকল নামের বিশ্বজনীন অর্থ ও বিশ্বজনীন ভাব।

এই গ্রন্থের শেষে ভগবানের নামাবলী-ব্যাখ্যা দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ঐ প্রবন্ধটী সুদীর্ঘ হওয়ায় বাহুল্যভয়ে প্রদত্ত হইল না। ফলে, যাঁহার যে নামে ডাকিতে প্রাণ চায়, তিনি সেই নামেই তাঁহাকে ডাকুন, তিনি মূলে ঠিক্ থাকিলেই হইল।

"যেনৈব নাম্না নন্বু যত্র তত্র
ভক্ত্যা তমুদ্দিশ্য বলিং প্রযচ্ছ।
স তৎপদং যাস্যতি বিশ্বমূর্ত্তেঃ
ব্যাপ্তং যতো বিশ্বমিদং পদেন" ॥

---

(১) 'কৃষ্ণ' নামের আর দুই একটী ব্যুৎপত্তি যথা,—"ভক্তানাং পাপাদিদোষান্ কৃষতি নির্বারয়তি ইতি কৃষ্ণঃ"—যিনি ভক্তগণের সমস্ত পাপ তাপ নিবারণ করেন তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলে। "তেষাং দুর্লভানপি পুরুষার্থান্ আকর্ষতি প্রাপয়তি ইতি কৃষ্ণঃ"—যিনি ভক্তগণকে দুর্লভ পুরুষার্থ প্রদান করেন, তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলে। "কর্ষতি আত্মনি সর্ব্বলোকান্ ইতি কৃষ্ণঃ"—যিনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ আত্মমধ্যে আকর্ষণ করেন, তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলে "কর্ষতি অরীন্ ইতি কৃষ্ণঃ"—যিনি দুষ্টের দর্প হরণ করেন, তাঁহার নাম 'কৃষ্ণ'। ইত্যাদি।

যে নামে যেখানে ইচ্ছা হইবে তোমার,
ভাই রে ! তাঁহারে তুমি দাও উপহার ;
ভক্তিভাবে যথা ইচ্ছা যে নামেই দিবে
তবু উপহার তাঁর পদেই পড়িবে ;
বিশ্বরূপ বিশ্বাধার বিভু নারায়ণ
পদতলে জুড়িয়া আছেন ত্রিভুবন।

(কৃষ্ণভক্তিরসামৃত, ৫৭ পৃষ্ঠা

কলিকাতা।
নং ২৫, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
৯ই চৈত্র। ১২৯৮ সাল।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা

দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটী নূতন শ্লোক সন্নিবেশিত হইল। "মাতৃপদাঞ্জলি" নামক শ্লোকাবলী মৎকৃত "তারা-মা" পুস্তকে প্রদত্ত হওয়ায় এ পুস্তকে তাহা পরিত্যক্ত হইল এবং "চৌরাষ্টকম্" নামক একটী নূতন প্রবন্ধ ইহাতে সংযোজিত হইল।

কলিকাতা।
নং ২৫, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
১লা মাঘ। ১৩০৬ সাল।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

सूचीपत्रम् ।

मङ्गलाचरणम् ।

अपूर्व्वमर्त्याकृतिराविरासीत्
यः पापिनामुद्धरणाय लोके ।
आनन्दसिन्धुं भवजीवबन्धुं
नमामि गौरं स्वयमीश्वरं तम् ॥

পাপিগণের উদ্ধারের জন্য যিনি অপূর্ব্ব মানবরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজীব-বন্ধু পরমানন্দসিন্ধু গৌররূপী ঈশ্বরকে নমস্কার।

अस्नातभक्तिं शवशोचनीयं
यो जीवलोकं पतितं समन्तात् ।
अजीवयद्भक्तिसुधाप्रदानैः
तं जीवजीवं प्रणतोऽस्मि गौरम् ॥

এই জীবলোক কৃষ্ণভক্তিরসে বঞ্চিত হইয়া শবের ন্যায় শোচনীয় হইয়াছিল, যিনি চতুর্দ্দিকে ভক্তি-সুধা বর্ষণ করিয়া, পতিত মৃত জীব-লোককে জীবিত করিয়াছেন, সেই জীব-জীবন গৌরাঙ্গের চরণে নমস্কার।

प्रेमावतारं करुणावतारं
पूर्णावतारं मधुरावतारम् ।
श्रेष्ठावतारं सारावतारं
नमामि गौराङ्ग-महावतारम् ॥

যিনি প্রেমের অবতার, করুণার অবতার, পূর্ণ অবতার, মধুর অবতার, সর্ব্বোত্তম অবতার, সারাৎসার অবতার, সেই মহান্ অবতার গৌরাঙ্গের চরণে নমস্কার।

কিমপি কিমপি শান্তং পাবনং মোহনঞ্চ
মধুরমধুরমুদ্যৎকোটিচন্দ্রপ্রকাশম্ ।
অমৃতমমৃতবর্ষং দগ্ধ-জীব-দ্রুমস্য
স্ফুরতু হৃদি মদীয়ে দিব্য-চৈতন্যরূপম্ ॥

শান্ত—পাবন—সম্মোহন—মধুর মধুর—এককালে কোটি কোটি চন্দ্রোদয়—দগ্ধ জীবন-বৃক্ষে অমৃতবর্ষণ—কি এক অপূর্ব্ব! অনির্ব্বচনীয়!—অমৃতময়—দিব্য—চৈতন্য-রূপ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক।

হা মন্দভাগ্যস্য হি মে দুরাশা
চৈতন্য! সাক্ষাৎ তব দাস্যলাভঃ।
দীনং দয়ালো! কৃপয়া কুরু ত্বং
মাং দাসদাসং তব সেবকানাম্ ॥

হায়! আমি অতি হতভাগ্য, হে চৈতন্য! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার দাস্য লাভ করা আমার পক্ষে দুরাশা। হে দয়াল ঠাকুর! তুমি দয়া করিয়া এই দীনহীনকে তোমার সেবকগণের দাসানুদাস কর।

মহাপ্রভো! যে তব সন্তি ভক্তাঃ
তান্ বৈষ্ণবান্ ভূপতিতো নমামি।
পুনন্তু তে মাং পদরেণুদানৈঃ
পাপাধমং ভক্তিবিবেকহীনম্ ॥

হে মহাপ্রভো! যাঁহারা তোমার ভক্ত, সেই বৈষ্ণবগণকে আমি ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করি; তাঁহারা এই ভক্তিহীন জ্ঞানহীন মহাপাপীকে পদধূলি দান করিয়া পবিত্র করুন।

গ্রন্থকার।

ওঁ

॥ নমঃ কৃষ্ণায় ॥

কৃষ্ণভক্তিরসামৃতম্।

আবাহনম্।

এহ্যেহি কৃষ্ণ সকৃদেব ভবাতিথিস্ত্বং
হে ভক্তবৎসল গৃহাণ নিমন্ত্রণং মে।
প্রেমাশ্রুপাদ্যপরিধৌতপদাম্বুজে তে
আত্মানমেব কুসুমাঞ্জলিমুৎসৃজামি ॥ ১ ॥

ভকত-বৎসল হরি! লহ নিমন্ত্রণ,
বারেক আতিথ্য মোর কর হে গ্রহণ;
ধোয়াব চরণ তব প্রেমাশ্রুধারায়,
আত্মাকেই পুষ্পাঞ্জলি দিব তব পায়। ১।

এহ্যেহি কৃষ্ণ সকৃদেব ভবাতিথির্মে
পাদাম্বুজে তব নিবেদনমেতদেব।
প্রাণেশ হে হৃদয়কোমলপদ্মতল্পে
ত্বাং শায়য়ামি সুচিরং ন বিসর্জ্জয়ামি ॥ ২ ॥

এই নিবেদন হরি! তোমার চরণে,
বারেক অতিথি হও আমার ভবনে;
হৃদয়-কমল-রূপ কোমল শয্যায়
এস এস প্রাণনাথ! শোয়াব তোমায়;

চিরকাল শয়ন কর্হ আসি তায়,
হরি হে! তোমায় কভু না দিব বিদায়। ২।

विश्वजीवनविमोहनच्छविः कोऽसि देव यदुदेषि मे पुरः ।
त्वां पिबामि हृदयेन निर्भरं तिष्ठ तिष्ठ सविधे क्षणं मम ॥ ३ ॥

মরি মরি কিবা রূপ ভুবনমোহন!
কে দেব! সম্মুখে আসি দিলে দরশন?
ক্ষণেক সম্মুখে মোর কর অবস্থান,
প্রাণ ভরি ও মাধুরী করি আমি পান। ৩।

छायारूपमिवात्मानं दर्शयन्नेव लीयसे ।
पूर्णं दर्शय पूर्णात्मन् पूर्णो मेऽस्तु मनोरथः ॥ ४ ॥

ছায়া ছায়া হেন যেন চকিতের প্রায়
দরশন দিয়া হরি! লুকালে কোথায়?
পূর্ণরূপে পূর্ণব্রহ্ম! হও হে উদয়,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে দয়াময়!। ৪।

मयार्प्यते त्वच्चरणेऽयमात्मा प्रतीच्छ हे स्वस्य धनं स्वयं त्वम् ।
किञ्चिन्निजस्वं नहि विद्यते मे यद्दीयते त्वच्चरणे मुकुन्द ॥ ५ ॥

এ আত্মা তোমার পদে করিনু অর্পণ,
তোমারি এ ধন তুমি কর হে গ্রহণ;
কৃষ্ণ হে! তোমারি ধন দিনু তব পায়,
কি আছে আমার আমি দিব হে তোমায়?। ৫।

हृदासनमधिष्ठाय प्रसीद मम पूजया ।
त्वयि प्रीते हृषीकेश लोकः संप्रीयतेऽखिलः ॥ ६ ॥

হৃদয়-আসনে মোর করি অধিষ্ঠান,
ভক্তের পূজায় প্রীত হও ভগবান্!
তুমি যদি হও প্রীত ওহে হৃষীকেশ!
ঘুচে যায় সমুদায় সংসারের ক্লেশ। ৬।

अथ वैष्णवलक्षणम् ।

शिवे शक्तिं शिवं शक्तौ वीक्ष्य यो रमते सदा ।
शिवशक्तिमये कृष्णे विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ १ ॥

শিব-মধ্যে শক্তি যেই করে দরশন,
শক্তি-মধ্যে শিব যেই হেরে অনুক্ষণ;
শিবশক্তিময় কৃষ্ণে যে করে রমণ—
সদাই পরমানন্দে, বৈষ্ণব সে জন। ১.

आत्ममध्ये जगत् सर्व्वमिदं स्थावरजङ्गमम् ।
आत्ममध्ये च गोविन्दं यः पश्यति स वैष्णवः ॥ २ ॥

স্থাবর জঙ্গম এই নিখিল ভুবন
যে জন আত্মার মধ্যে করে দরশন;
যে জন আত্মার মধ্যে হেরে নারায়ণ,
প্রকৃত বিষ্ণুর ভক্ত জানিবে সে জন। ২।

आत्मा नारायणो ब्रह्म चात्मैव सकलं जगत् ।
अहं स सोऽहमित्येव यो जानाति स वैष्णवः ॥ ३ ॥

আত্মা নারায়ণ ব্রহ্ম, আত্মাই ভুবন,
'আমি তিনি' 'তিনি আমি' জানে যেই জন;

এই আত্মজ্ঞানে যেই সদাই তন্ময়,
প্রকৃত বৈষ্ণব তারে জানিবে নিশ্চয় । ৩ ।

तिर्य्यगूर्द्ध्वमधस्ताच्च सर्व्वं विष्णुमयं जगत् ।
तन्मयेनैव भावेन यः पश्यति स वैष्णवः ॥ ४ ॥

যে জন তন্ময়ভাবে হইয়া মগন,
তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ অধোভাগে নিখিল ভুবন—
একমাত্র বিষ্ণুময় করে দরশন,
একান্ত বিষ্ণুর ভক্ত জানিবে সে জন । ৪ ।

मलाधारं वपुर्यस्य हरिस्मरणमात्रतः ।
सुधापूरायते सद्यो विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ५ ॥

এ দেহ নরককুণ্ড মলের আধার
হরিনামে সুধাপূর্ণ সদ্য হয় যার ;
হরিনামে যার প্রাণে সুধাস্রোত বয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব সেই জানিবে নিশ্চয় । ৫ ।

मकरन्देऽरविन्दस्य निलीनश्चैव षट्पदः ।
भगवत्प्रेम्णि लीनो यो विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ६ ॥

কমল-মধুর রসে যথা মধুকর—
নড়েনা চড়েনা লাগি থাকে গাঢ়তর ;
তেমনি কৃষ্ণের প্রেমে লীন যেই হয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব সেই জানিবে নিশ্চয় । ৬ ।

यस्यात्मा मोहनिर्मुक्तो विधूमश्चैव पावकः ।
प्रदीप्यते दिव्यभासा विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ७ ॥

কাটাইয়া ঘোরতর মোহ-অন্ধকার,
ধূমশূন্য হুতাশন সম আত্মা যার—
দিব্য তেজে প্রদীপ্ত হইয়া সদা রয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব তারে জানিবে নিশ্চয় । ৭ ।

मतिरूर्द्ध्वमुखी यस्य नैवाधो याति कर्हिचित् ।
शिखा हुताशनस्येव विष्णुभक्तः स उच्यते ॥ ८ ॥

প্রজ্বলিত পাবকের শিখার মতন,
মতি যার ঊর্দ্ধদিকে থাকে অনুক্ষণ ;
অধোদিকে কভু তাহা না করে গমন,
প্রকৃত বিষ্ণুর ভক্ত জানিবে সে জন । ৮ ।

लीलायते चन्द्रिकेव प्रोच्छलत्सिन्धुवीचिषु ।
वैष्णवी यस्य वै भक्तिर्मानसे सहि वैष्णवः ॥ ९ ॥

উচ্ছলিত সাগরের তরঙ্গে যেমন
মিশিয়া মিশিয়া খেলে চন্দ্রের কিরণ ;
তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হৃদয়ে যাহার—
খেলিছে, বৈষ্ণব নাম সার্থক তাহার । ৯ ।

निर्द्वन्द्वो निर्म्ममो भूत्वा निष्कामेणान्तरात्मना ।
ध्येयमित्येव तं कृष्णं यो ध्यायेत् सहि वैष्णवः ॥ १० ॥

সুখে দুঃখে সদা যার সমজ্ঞান হয়,
সংসারে মমতা মাত্র নাহি যার রয় ;
ধ্যেয় বলি সেই কৃষ্ণে করে যেই ধ্যান—
নিষ্কাম হৃদয়ে, সেই বৈষ্ণব প্রধান । ১০ ।

সর্ব্বভূতময়ং বিষ্ণুং পশ্যন্ যোঽব্যভিচারিণীম্ ।
ভক্তিং সর্ব্বেষু ভূতেষু কুরুতে সহি বৈষ্ণবঃ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বভূতে নারায়ণে হেরি একাকার,
সর্ব্বভূতে ভক্তি যার রহে নির্ব্বিকার ;
এরূপে সর্ব্বত্র যার বিষ্ণুভক্তি রয়,
প্রকৃত বৈষ্ণব তারে জানিবে নিশ্চয় । ১১ ।

শ্রুত্বা হরিধ্বনিং যস্য দ্রবন্তি গিরয়োঽপি চ ।
বিদীর্য্যত্যপি দম্ভোলির্বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১২ ॥

যার মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া,
তখনি গলিয়া যায় পাষাণের হিয়া ;
বজ্রও বিদীর্ণ হয় যার হরিনামে,
বিষ্ণুভক্ত সেই জন এই ধরাধামে । ১২ ।

যস্য বৈ দর্শনাৎ স্পর্শাৎ সংজল্পাচ্চ সহাসনাৎ ।
ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বপাপানি বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

যে সাধুর দরশন কিম্বা পরশন,
যার সনে সহবাস কিম্বা আলাপন ;
অশেষ কলুষরাশি করয়ে হরণ,
সে জন জানিবে ভবে বৈষ্ণবরতন । ১৩ ।

সর্পে হারে মণৌ লোষ্টে বিষ্ঠায়াং চন্দনে তথা ।
বৈষ্ণবং তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বত্র সমদর্শনম্ ॥ ১৪ ॥

বিষধরে আর হারে যার সমজ্ঞান,
যার কাছে মণি লোষ্ট্র উভয় সমান ;

বিষ্ঠায় চন্দনে যার নাহি ভেদজ্ঞান,
সেই জন এ ভুবনে বৈষ্ণব প্রধান। ১৪।

एकस्छिनत्ति वास्याऽङ्गं चान्यो लिम्पति चन्दनैः ।
द्वयोरेव समप्रीतिर्यः स वैष्णव उच्यते ॥ १५ ॥

এক অঙ্গ একে করে কুঠারে ছেদন,
অন্য অঙ্গে অন্যে করে চন্দন লেপন;
সমকালে উভয়েই তুল্য প্রেম যার,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জগতে তাহার (১)। ১৫।

आत्मा योगरथारूढो भित्त्वा संसारकुज्झटीम् ।
तेजस्वी रमते लोके यस्याऽसौ वैष्णवः स्मृतः ॥ १६ ।

যোগ-রথে আরোহণ করি আত্মা যার,
ভেদ করিয়াছে ঘোর সংসার-আঁধার;
তেজোময় বিষ্ণুধামে করিছে বিহার,
প্রকৃত বৈষ্ণব নাম উপযুক্ত তার। ১৬।

हृदयेऽनाहते चक्रे कृष्णमोङ्काररूपिणम् ।
अव्यक्तं ध्यानयोगेन यः पश्यति स वैष्णवः ॥ १७ ॥

(১) অর্থাৎ—যাঁহার এক বাহুতে এক ব্যক্তি কুঠার হানিতেছে, এবং অপর বাহুতে আর এক ব্যক্তি চন্দন মাখাইতেছে, এস্থলে যিনি সেই ছেদনকারীর অকল্যাণ এবং সেই চন্দনলেপনকারীর কল্যাণ কামনা না করিয়া যুগপৎ সেই ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়কেই সমান প্রেমে দর্শন করেন, সেই নির্বিকার সাধুই প্রকৃত বৈষ্ণব।

হৃদয়ের অনাহত চক্রের মাঝারে,
অব্যক্ত ওঙ্কাররূপী সেই নিরাকারে—
ধ্যানযোগে নিত্য যেই করে দরশন,
সার্থক বৈষ্ণব নাম ধরে সেই জন (১)। ১৭।

কৃষ্ণপ্রেমামৃতেনাত্মা যস্য প্রেমাম্বুবারিভিঃ।
যস্যাভিষিচ্যতে নিত্যং বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে॥ ১৮

কৃষ্ণপ্রেম-সুধাময় রসে নিরন্তর
অভিষিক্ত হইতেছে যাহার অন্তর;
তিতিছে যাহার দেহ প্রেমাশ্রুধারায়,
সেই ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানিবে ধরায়। ১৮।

কৃষ্ণানন্দেন পূর্ণাত্মা কৃষ্ণানন্দেন পূর্ণধীঃ।
কৃষ্ণানন্দময়ং সর্ব্বং যঃ পশ্যতি স বৈষ্ণবঃ॥ ১৯

(১) 'হৃদয়ের অনাহত চক্রের মাঝারে',—যোগশাস্ত্রকারেরা শরীরের অভ্যন্তরে যে ছয় প্রকার চক্র (ষট্‌চক্র) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে চতুর্থ চক্রের নাম 'অনাহত চক্র'। ইহার দ্বাদশটী দল অর্থাৎ পত্র, এবং ইহার প্রভা অরুণোদয়ের ন্যায়। এই চক্রের মধ্যে অযুত সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় ওঙ্কারশব্দরূপী ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করেন। আঘাত অর্থাৎ তাড়ন ব্যতিরেকেই এই ওঙ্কার শব্দ অব্যক্তভাবে স্বতই উদ্ভূত হয়, এজন্য ইহাকে 'অনাহত শব্দ' বলে, এবং এই অনাহতশব্দের আধার বলিয়া হৃদয়স্থিত এই নিগূঢ় স্থানকেও 'অনাহত চক্র' বলে। পরমানন্দনিকেতন শিবময় ওঙ্কাররূপী পরমাত্মা হৃদয়ের এই নিভৃত গুহামধ্যে নিত্যই নিহিত আছেন। তিনি সকলের হৃদয়শায়ী হইলেও সমাধি ভিন্ন তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না। মুমুক্ষু যোগীরা মহাযোগে নিমগ্ন হইয়া সেই অব্যক্ত ওঙ্কার-ব্রহ্ম হৃদয়মধ্যে দর্শন করেন, এবং মানসে তদীয় পূজা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণানন্দে যার আত্মা নিত্য উছলিত,
কৃষ্ণানন্দে যার মন নিত্য পুলকিত ;
কৃষ্ণানন্দময় বিশ্ব হেরে যেই জন,
এ জগতে সেই সাধু বৈষ্ণব-রতন। ১৯।

যস্তৃণীকৃতসংসারো গিরিরাজ ইবাচলঃ।
পরমে পুরুষার্থেঽসৌ বৈষ্ণবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২০॥

এ সংসার তৃণতুল্য করিয়া গণন,
অটল অচল গিরিরাজের মতন—
যে জন কৈবল্য-পথে করে অবস্থান,
সে মহাপুরুষ ভবে বৈষ্ণব-প্রধান। ২০।

অনন্তাৎ জায়তে বিশ্বমনন্তে চ প্রলীয়তে।
ইতি বিশ্বরহস্যং যো বুধ্যতে স হি বৈষ্ণবঃ॥ ২১॥

অনন্ত হইতে বিশ্ব হইছে উদয়,
আবার অনন্তমাঝে পাইছে বিলয় ;
এ বিশ্ব-রহস্য যেই বুঝিবারে পারে,
প্রকৃত বৈষ্ণব বলি' জানিবে তাহারে। ২১।

বিলীনং ভৌতিকং বিশ্বং যস্য বিষ্ণুসমাধিনা।
কর্ম্ম কর্ম্মফলং চৈব স বৈষ্ণববরঃ স্মৃতঃ॥ ২২॥

বিষ্ণুপদে সমাহিত যাহার হৃদয়,
এ ভৌতিক বিশ্ব যার চক্ষে পায় লয় ;
কর্ম্ম কর্ম্মফল যার কিছু নাহি রয়,
পরম বৈষ্ণব সেই জানিবে নিশ্চয়। ২২।

রোগশোকপরীতাপাস্ছায়ামপি বিলঙ্ঘিতুম্।
প্রভবন্তি ন যস্যাসৌ বিষ্ণুভক্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২২ ॥

রোগ শোক পরিতাপ আদি এ সংসারে,
ছায়াও যাহার নাহি লঙ্ঘিবারে পারে ;
সর্ব্বদুঃখ-মুক্ত সেই সাধু মহাশয়,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি জানিবে নিশ্চয়। ২৩।

বিশ্বেশ্বরং বিশ্ববীজং বিশ্বরূপং জনার্দ্দনম্।
সাধয়ন্ সিদ্ধকামো যঃ স সাধুর্বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ।

বিশ্বরূপ বিশ্ববীজ বিশ্বের ঈশ্বর—
নারায়ণ সাধনা যে করে নিরন্তর ;
সাধনা করিয়া যার সিদ্ধ হয় কাম,
সার্থক তাহারি ভবে বৈষ্ণব এ নাম। ২৪।

মোহং দম্ভোলিদুর্ভেদ্যং নির্ভিদ্য রমতে সদা।
যস্যাত্মা সচ্চিদানন্দে বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

কঠোর বজ্রেও যাহা ভেদিতে না পারে,
অভেদ্য সে মোহ যেই ভেদিয়া সংসারে—
নিত্যচিদানন্দে সদা করিছে বিহার,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জগতে তাহার। ২৫।

প্রলয়স্যাপি হুঙ্কারৈর্মহাচলবিচালকৈঃ।
বিক্ষোভং নৈতি যস্যাত্মা বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৬

মহামহীধরগণে করি' উন্মূলন,
হুহুঙ্কারে আসে যদি প্রলয় ভীষণ ;

তথাপি যাহার আত্মা ক্ষুব্ধ নাহি হয়,
প্রকৃত বিষ্ণুর ভক্ত সেই মহাশয়। ২৬

রসয়ত্যনিশং যস্য রসনানলসা মুদা।
হরিনামামৃতরসং বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৭ ॥

ভুঞ্জিতে সানন্দে হরি-নামামৃত-রস,
যাহার রসনা কভু না হয় অলস;
দিবানিশি হরিনাম যে করেছে সার,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জানিবে তাহার। ২৭।

কৃষ্ণপ্রেমাম্বুসংসিক্তং যস্য নিত্যং ত্বগিন্দ্রিয়ম্।
সত্ত্বোদ্রেকাৎ কণ্টকিতং বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

সদাই নিমগ্ন যেই কৃষ্ণ-ভাবনায়,
সর্ব্বাঙ্গ তিতিছে যার প্রেমাশ্রুধারায়;
যে জন সাত্ত্বিক ভাবে নিত্য পুলকিত,
বৈষ্ণবরতন সেই জানিবে নিশ্চিত (১)। ২৮।

বীক্ষতে যোগদৃষ্ট্যা যো নিত্যবুদ্ধমধোক্ষজম্।
যন্মতির্যাতি নান্যত্র বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ২৯ ॥

অতীন্দ্রিয় নিত্যবুদ্ধ সেই নারায়ণ,
যোগনেত্রে অনুক্ষণ হেরে যেই জন;

---

(১) 'সাত্ত্বিকভাবে'—মন যখন রজ ও তমোগুণের বিকার হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় স্বপ্রকাশ নারায়ণে বিশুদ্ধভক্তিভাবে তন্ময় হয়, মনের সেই অবস্থাকে সাত্ত্বিকভাব বলে; ভগবানে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবই সাত্ত্বিকভাব।

তাঁহা বিনা অন্য দিকে নাহি যার মতি,
যথার্থ তাহারি ভবে শ্রীকৃষ্ণে ভকতি (১)। ২৯।

বিশ্বান্তরস্থসর্ব্বমূল্যো যো ধ্যায়তি নিরন্তরম্।
পূর্ণং নারায়ণং ব্রহ্ম বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে॥ ৩০॥

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বিশ্বমূলাধার,
সেইমাত্র ধ্যান যার সেইমাত্র সার ;
তাঁহা বিনা অন্য কিছু নাহি যার জ্ঞান,
সেই ত প্রকৃত সাধু বৈষ্ণব প্রধান। ৩০।

কৃষ্ণসেবী কৃষ্ণযাজী কৃষ্ণধীঃ কৃষ্ণপূজকঃ।
কৃষ্ণবিৎ কৃষ্ণভক্তশ্চ কৃষ্ণাত্মা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ॥ ৩১॥

কৃষ্ণই যাহার যজ্ঞ, কৃষ্ণই ভজন,
কৃষ্ণই যাহার বুদ্ধি, কৃষ্ণই পূজন,
কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ আত্মা, কৃষ্ণ যার প্রাণ,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি সেই ভাগ্যবান্। ৩১।

অহিতেঽপি হিতো নিত্যং প্রিয়বাক্ পরুষেঽপি যঃ।
বিষাত্মন্যমৃতাত্মা চ বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে॥ ৩২॥

অহিতকারীর হিত যে করে সাধন,
নিষ্ঠুরভাষীরে কহে সুমিষ্ট বচন ;

(১) 'অতীন্দ্রিয় নিত্যবুদ্ধ'—যিনি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অতীত, অর্থাৎ যাঁহাকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, ভক্তিদ্বারাই দেখা যায়, সেই ভগবানকে 'অতীন্দ্রিয়' বলে। 'নিত্যবুদ্ধ'—যিনি সদাই জাগ্রৎ, অর্থাৎ অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল ব্যাপিয়া চৈতন্যরূপে অবস্থিত।

বিষের বদলে সুধা যে করে প্রদান,
কে আছে বিষ্ণুর ভক্ত তাহার সমান ? । ৩২ ।

প্রদীপ্যতে দিব্যভাসা সুমেরোর্হেমশৃঙ্গবৎ ।
সদৈব হৃদয়ং যস্য বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

সুমেরুর স্বর্ণময় শিখরের প্রায়,
আত্মা যার দিব্য তেজে নিত্য শোভা পায় ;
যে জন অনন্ত ঊর্দ্ধে করিছে বিহার,
সার্থক বৈষ্ণব নাম জানিবে তাহার । ৩৩ ।

শান্তিপুণ্যাম্বুসংসিক্তে ভক্তিচন্দনচর্চ্চিতে ।
বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠাং হৃৎপীঠে যঃ করোতি স বৈষ্ণবঃ ॥ ৩৪

শান্তি-গঙ্গা-জলে আত্মা করিয়া ক্ষালন,
ভকতি-চন্দন তাহে করিয়া লেপন,
সেই পীঠে নারায়ণে যে করে স্থাপন,
এ ভুবনে সেই জন বৈষ্ণবরতন । ৩৪ ।

যস্য জাগর্ত্তি হৃদয়ে সর্ব্বভীতিহরো হরিঃ ।
সদৈবাশ্বাসপূর্ণাত্মা বিষ্ণুভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বভয়হারী সেই শ্রীমধুসূদন
থাকেন জাগ্রৎ যার হৃদে অনুক্ষণ ;
সদাই আশ্বাসপূর্ণ যাহার অন্তর,
বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ সেই সাধুবর । ৩৫ ।

বিশ্বদাস্যব্রতধরো নিষ্কামশ্চ সদা স্বয়ম্ ।
আনন্দভাবে রমতে যঃ স বৈষ্ণব উচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বের দাসত্ব-ব্রত যেই জন লয়, (১)
কর্ম্মফলে অণুমাত্র কামনা না রয় ;
আত্মারাম নাহি শোক নাহি দুঃখজ্ঞান,
বৈষ্ণবের শিরোমণি সেই ভাগ্যবান্ । ৩৬ ।

अम्लानतापः संसारज्वालामध्यगतोऽपि यः ।
चिदानन्दसुधामग्नः सदासौ वैष्णवः स्मृतः ॥ २७

সংসার-অনলকুণ্ডে রয়েছে সদাই,
তথাপি সন্তাপ যার অণুমাত্র নাই ;
চির-শান্তি করে ভোগ চিদানন্দ পিয়া,
তাকেই জানিবে ভবে বৈষ্ণব বলিয়া । ৩৭ ।

मुकुन्दपादाम्बुजसात्कृतात्मा
दग्धीकृतो वा शकलीकृतो वा ।
नोपैति मृत्युं हरिरित्यभीक्ष्णं
वदत्यहो वैष्णव ते प्रभावः ॥ २८ ॥

যে জন সঁপেছে আত্মা হরি-পদতলে,
খণ্ড খণ্ড কর তারে পোড়াও অনলে ;
কিছুতেই নাহি মরে বলে হরি হরি,
কি মহিমা বৈষ্ণবের আহা মরি মরি ! । ৩৮ ।

चिंतागतस्यापि हिं वैष्णवस्य
कण्ठो न कुण्ठो हरिनामगाने ।

(১) 'বিশ্বের দাসত্ব-ব্রত'—সমস্ত জগৎকে বিষ্ণুময় ভাবিয়া পরম ভক্তিভাবে জীবমাত্রেরই সেবায় আত্মসমর্পণ করা।

भस्मावशेषेऽपि मदीयदेहे
नान्यः पदार्थो हरिनामभिन्नः ॥ ३९ ॥

বৈষ্ণবের শবদেহ দিলেও চিতায়,
তথাপি তাহার কণ্ঠ হরিনাম গায় ;
যদ্যপি তাহার দেহ পুড়ে হয় ছাই,
তবু তাহে হরিনাম ভিন্ন কিছু নাই । ৩৯ ।

গোবিন্দভক্তস্য নিশাচরস্য
রামাস্ত্রবিচ্ছিন্নশিরোধরস্য ।
ছিন্নোঽপি মূর্ধা বিলুঠন্ ধরণ্যাং
স রাম রামেত্যসকৃদ্বভাষে ॥ ৪০ ॥

লঙ্কায় রাক্ষস ছিল বৈষ্ণব-রতন,
রাম যবে মুণ্ড তার করিলা ছেদন,
কাটা মুণ্ড সদ্য তার ভূমিতে পড়িয়া,
'রাম-রাম' বলিতে লাগিল গড়াইয়া (১) । ৪০ ।

---

(১) "স্বর্গ হৈতে দেব করে সুমঙ্গল ধ্বনি,
যোড় হাতে রঘুনাথে কহিছে তরণি,—
তোমার চরণ হেরে পরিহরি প্রাণ,
পরলোকে প্রভু ! শ্রীচরণে দিও স্থান ।
… … …
দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে,
তরণীর কাটামুণ্ড 'রাম-রাম' বলে" ।
পুনশ্চ,—"সমুকুট মুণ্ড পড়ে সহিত কুণ্ডলে,
অতিকায়-মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে ;
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড 'রাম-রাম' বলে,
প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে" । (কৃত্তিবাস-রামায়ণ ।) ।

তত্রৈব রমতে হরিঃ।

বিষ্ণুভক্তির্যথা সাক্ষাজ্জীবনিস্তারকারিণী।
গৃহিণী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ১॥

সর্ব্বজীবনিস্তারিণী গৃহিণী যথায়,
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যনিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ। ১।

পুণ্যব্রতো গৃহী যত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২॥

যে গৃহে গৃহস্থ সদা পুণ্যকর্ম্মে রত,
পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ব্রত;
'যে ভবনে পিতৃমাতৃ-ভক্ত সুসন্তান,
তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান। ২।

আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ३॥

সতীত্ব, আতিথ্য, দয়া, ভক্তি গুরুজনে,
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা যে ভবনে;
সে গৃহ ধর্ম্মের ক্ষেত্র শান্তির আধার,
শ্রীহরি তথায় নিত্য করেন বিহার। ৩।

অরিষড়্‌বর্গদমনং দীনোপগতরক্ষণম্।
সর্ব্বভূতাভয়ং যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ৪॥

যে ভবনে ছয় রিপু নিত্য বশে রয়,
অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয় ;
যথা আসি' সর্ব্বজীবে লভয়ে অভয়,
বিহরেন নিত্য তথা হরি দয়াময় । ৪ ।

पिता माता गुरुः पत्नी स्वानयो बान्धवास्तथा ।
यत्रैते नित्यसन्तुष्टास्तत्रैव रमते हरिः ॥ ५ ॥

পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, পুলকিত মনে
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে ;
জ্ঞাতি বন্ধুগণে যথা সদানন্দে রয়,
বিহরেন হরি তথা সদানন্দময় । ৫ ।

मोदन्ते शिशवो यत्र मोदन्ते च गृहेऽङ्गनाः ।
तिर्य्यञ्चोऽपि प्रमोदन्ते तत्रैव रमते हरिः ॥ ६ ॥

যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল্লবদন,
প্রফুল্লবদন যথা কুলনারীগণ ;
যে ভবনে পশু পক্ষী প্রফুল্লবদন,
শ্রীহরি সদাই তথা করেন রমণ । ৬ ।

यत्रान्नं गृहिणा दत्तं भुञ्जते सर्व्वजन्तवः ।
प्रीत्या यत्र गृहे नित्यं तत्रैव रमते हरिः ॥ ७ ॥

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য ভক্তিপূর্ণ মনে
অন্নদান মহাদান করে জীবগণে ;
সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার । ৭ ।

अहो तृप्तोऽस्मि जीवानामिति नित्यं प्रवर्त्तते ।
यत्रानन्दरवो गेहे तत्रैव रमते हरिः ॥ ८ ॥

'আহা ! হইলাম তৃপ্ত'—এ আনন্দ-রবে
যে গৃহ করয়ে পূর্ণ জীবগণ সবে ;
জীবের শান্তির স্থান ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা শ্রীমধুসূদন । ৮ ।

अद्वैतभक्तिसूत्रेण बद्धा यत्र गृहे जनाः ।
सर्व्वेऽभिन्नमनःप्राणास्तत्रैव रमते हरिः ॥ ९ ॥

পতি, পত্নী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে
অদ্বৈত-ভকতি-সূত্রে বদ্ধ যে ভবনে ;
সবার একই মন, একই পরাণ,
শ্রীহরি করেন তথা নিত্য অধিষ্ঠান । ৯ ।

यत्र निर्लिप्तभावेन संसारे वर्त्तते गृही ।
धर्म्मं चरति निष्कामं तत्रैव रमते हरिः ॥ १० ॥

নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে গৃহস্থ যথায়,
সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মে জীবন কাটায় ;
ধরাধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ । ১০ ।

गृही यत्राखिलक्लेशान् लीलया सहते स्वयम् ।
हरत्याश्रितसन्तापं तत्रैव रमते हरिः ॥ ११ ॥

অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে
আপনি করিয়া সহ্য অম্লানবদনে,

প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার। ১১।

परिश्रमी मिताचारो यत्र धर्म्मेण जीविका।
देवातिथिगुरुश्रद्धा तत्रैव रमते हरिः॥ १२॥

পরিশ্রম, মিতাচার, ধর্ম্মপথে আয়,
দেবতা-অতিথি-গুরু-অর্চ্চনা যথায়;
পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ-ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ। ১২।

प्रयत्नलालिता यत्र धेनवो नित्यदुग्धदाः।
सुपुष्पफलदा वृक्षास्तत्रैव रमते हरिः॥ १३॥

যতনে লালিত হয় যথা ধেনুগণ,
সুধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ;
দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ,
সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ। ১৩।

सुसंस्कृते सुसंमृष्टे यद्गृहे सर्व्वतः शुची।
विशुद्धान्यन्नपानानि तत्रैव रमते हरिः॥ १४॥

পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন,
পবিত্র পানীয় শয্যা অশন বসন;
অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই,
বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদাই। ১৪।

सर्व्वं यत्रान्नपानादि गृही विष्णुनिवेदितम्।
परिवारैर्वृतो भुङ्क्ते तत्रैव रमते हरिः॥ १५॥

অন্ন পান সমস্তই গৃহী যে ভবনে
ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে ;
পশ্চাৎ সকলে মিলি করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার । ১৫ ।

क्षुद्रे महति तुल्यैव ममता यत्र गेहिनः ।
नैवात्मीयपरज्ञानं तत्रैव रमते हरिः ॥ १६ ॥

গৃহী যথা বড় ছোট না করি বিচার
সকলেরে সমভাবে ভাবে আপনার ;
আপনার পর জ্ঞান যে ভবনে নাই,
শ্রীহরি বিহার তথা করেন সদাই । ১৬ ।

शाकान्नं धर्म्मतो लब्धं भोजयन् स्वजनातिथीन् ।
शेषं यत्र गृही भुङ्क्ते तत्रैव रमते हरिः ॥ १७ ॥

ধর্ম্মপথে শাক অন্ন করি আয়োজন,
ভোজন করায় অগ্রে অতিথি স্বজন ;
যে গৃহে শেষান্ন গৃহী করয়ে ভোজন,
বিরাজেন সেই গৃহে দেব নারায়ণ । ১৭ ।

धेनुर्धान्यं पुष्करिणी यत्रावन्ध्याश्च पादपाः ।
आतिथ्यं दम्पतीप्रेम तत्रैव रमते हरिः ॥ १८ ॥

ধান্য যথা সুসঞ্চিত, বৃক্ষ ফলবান্,
স্বচ্ছ জলাশয়, ধেনু দুগ্ধ করে দান ;
যে গৃহে দম্পতীপ্রেম, অতিথি-সৎকার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার । ১৮ ।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তজগদন্নপ্রদঃ সদা।
প্রবর্ত্ততে যত্র যজ্ঞস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ১৯॥

ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু পর্য্যন্ত সবার
তৃপ্তির উদ্দেশে গৃহে নিত্য যজ্ঞ যার;
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি ভবনে তাহার
সদাই পরমানন্দে করেন বিহার। ১৯।

বসুন্ধরেব গেহিণী যত্র সর্ব্বসহা গৃহে।
সুখে দুঃখে নির্ব্বিকারা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২০॥

সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার গৃহিণী যথায়
সকলি সহিয়া থাকে ধরণীর প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই আশ্রমের সার,
গোলোকবিহারী তথা করেন বিহার। ২০।

গেহিণা স্মর্য্যতে যত্র সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ।
সমাহিতেন শুচিনা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২১॥

যে গৃহস্থ কায়মনোবাক্যে শুচি হয়,
হরিপদে সমাহিত যাহার হৃদয়;
সর্ব্বকার্য্যে করে যেই শ্রীহরি স্মরণ,
তারি গৃহে বিরাজেন প্রভু নারায়ণ। ২১।

পুণ্যে তপোবনে বাপি চণ্ডালভবনেঽথবা।
যত্রৈবাহ্বয়তে ভক্ত্যা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২২॥

পূজনীয় মহর্ষির পুণ্য তপোবনে,
অথবা ঘৃণিত অতি চণ্ডাল-ভবনে;

যে যেখানে ভক্তিভাবে করে আবাহন,
বিরাজেন সেইখানে বৈকুণ্ঠরমণ। ২২।

क्षुधार्त्तोऽन्नं तृषार्त्तोऽम्बु शोकार्त्तो यत्र सान्त्वनाम्।
भीतोऽभयं च लभते तत्रैव रमते हरिः॥ २३॥

ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত যথা লভে অন্ন পান,
শোকার্ত্তের হয় যথা শোকের নির্ব্বাণ;
যে গৃহে ভয়ার্ত্ত জীব লভয়ে অভয়,
নিত্য বিরাজেন তথা হরি দয়াময়। ২৩।

गिरो नैव करोत्युच्चैः कुर्व्वन्नुच्चैरपि क्रियाः।
गृही यत्र सदा नम्रस्तत्रैव रमते हरिः॥ २४॥

যে গৃহে গৃহস্থ কাজ করে উচু উচু,
তথাপি সবার কাছে মাথা করে নিচু;
নাহি জানে অভিমান, সদা নম্র অতি,
বিরাজেন সেই গৃহে কমলার পতি। ২৪।

आत्मतीर्थम्। (১)

आत्मैव परमं तीर्थं मुक्तिक्षेत्रं सनातनम्।
चितम्पहारिणी यत्र भक्तिगङ्गा विराजते॥ १॥

---

(১) আত্মতীর্থের বিষয় মহাভারতে সবিস্তর বর্ণিত আছে। নিম্নে একটীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইল। শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি যথা;—

"आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीलतटा दयोर्म्मिः।
तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र! न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा"॥

আত্মাই মুক্তির ক্ষেত্র তীর্থ সনাতন,
কিবা আর আছে তীর্থ এ তীর্থ যেমন ;
ত্রিতাপহারিণী যথা পতিতপাবনী,
ভক্তিরূপে বিরাজিতা গঙ্গা নারায়ণী (১)। ১।

তীর্থে তীর্থে পরিভ্রম্য মূঢ়াস্তাম্যন্তি মুক্তয়ে।
আত্মৈব পরমং তীর্থং যত্র মুক্তিময়ো হরিঃ॥ ২॥

নানা তীর্থে মুক্তি-আশে করিয়া ভ্রমণ,
বৃথাই অশেষ ক্লেশ সহে মূঢ়গণ ;
আত্মাই পরম তীর্থ জানিবে নিশ্চিত,
মুক্তিরূপে নারায়ণ যথা বিরাজিত। ২।

পরিভ্রমসি কিং দূরং তুচ্ছকাচজিঘৃক্ষয়া।
মনঃ কিং নাভিজানীষে গৃহে চিন্তামণিং নব॥ ৩॥

আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট,
সত্যই সলিল তার, শীল তার তট ;
নিখিল জীবের প্রতি করুণা অপার
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বার বার ;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডু-তনয় !
অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয়।

(১) "ঈশ্বরাদ্রিসমুদ্ভূতা যেশ্বরাম্বুধিগামিনী।
প্রেমদ্রবময়ী ধারা সৈব গঙ্গা সনাতনী"॥

যে দ্রবময়ী অনন্ত-প্রেমধারা, ঈশ্বররূপ মহাগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া ঈশ্বররূপ মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সনাতনী গঙ্গা। (সদ্ভাব, ২৭ শ্লোক)।

কাচের আশায় দূরে ভ্রম কেন মন !
জান না কি গৃহে তব চিন্তামণি ধন ? (১) । ৩ ।

न देवो विद्यते मन्त्रे न तन्त्रे न व्रतेऽपि वा ।
न तीर्थे प्रतिमायां वा भावगम्यो हि केशवः ॥ ४

মন্ত্রে তন্ত্রে জপে তপে ব্রতে প্রতিমায়,
কিম্বা তীর্থে কভু কেহ নাহি পায় তাঁয় ;
ভকতবৎসল হরি, ভকত-জীবন,
কেবল ভকতি দিলে মিলে সেই ধন । ৪ ।

अखण्डमण्डलाकारं पूर्णं ज्योतिर्मयं विभुम् ।
एकमेवाद्वितीयं तमात्मन्येव विलोकय ॥ ५ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার পূর্ণ সনাতন,
জ্যোতির্ম্ময় অদ্বিতীয় যিনি নারায়ণ ;
ত্রিভুবনে অন্য কোথা না পাইবে তাঁয়,
ভক্তিযোগে হের তাঁরে আপন আত্মায় । ৫ ।

अजापुरुषयोर्यत्र गङ्गासागरयोरिव ।
अद्वैतः सङ्गमो ह्येकः स ज्ञानास्तीर्थसत्तमः ॥ ६ ॥

প্রকৃতি-পুরুষে গঙ্গা-সাগরের প্রায়
একাধারে একাকারে মিলিত যথায়

---

(১) ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মন ! তুমি কাঙালি কিসে ?
তোর ঘরের মাঝে অমূল্য ধন চিনিলিনা তা সর্ব্বনেশে" ।

একমাত্র সেই হরি সর্ব্বতীর্থসার,
সে তীর্থে ডুবিলে মুক্তি সগুই তাহার। ৬।

আত্মা কাশী মহাতীর্থং মুক্তিক্ষেত্রং সনাতনম্ ।
নিত্যং সন্নিহিতো যত্র রাজরাজেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ৭॥

ভক্তের আত্মাই কাশী তীর্থ সনাতন,
কি আছে মুক্তির ক্ষেত্র এ তীর্থ যেমন?
নিত্য বিরাজেন যথা জগতের গুরু—
রাজরাজেশ্বর সেই শিব-কল্পতরু। ৭।

তদেব ভক্তহৃদয়ং গয়াতীর্থং বিমুক্তিদম্ ।
গদাধরপদাম্ভোজং সততং যত্র তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥

গয়াতীর্থ মোক্ষধাম ভক্তেরি হৃদয়,
গদাধর-পাদপদ্ম নিত্য যথা রয়। ৮।

শ্রীক্ষেত্রং পরমং তীর্থং ভক্তস্য হৃদয়ং হি তৎ ।
মুক্তিদাতা স্বয়ং যত্র জগন্নাথো বিরাজতে ॥ ৯ ॥

শ্রীক্ষেত্র পরম তীর্থ ভকতেরি চিত,
মুক্তিদাতা জগন্নাথ যথা বিরাজিত। ৯।

নিত্যানন্দময়ো যস্য হৃদয়ে রমতে হরিঃ ।
সর্ব্বতীর্থোত্তমং তদ্ধি তর্ব্বতীর্থোত্তমং হি তৎ ॥ ১০ ॥

যে হৃদয়ে নিত্যানন্দ হরির বিহার,
সর্ব্বতীর্থসার সেই সর্ব্বতীর্থসার। ১০।

त्रैलोक्यं भ्रम रे जीव तृष्णाशान्त्यै निरन्तरम् ।
आत्मतीर्थं विना तृष्णा न ते क्वापि शमिष्यति ॥ ११ ॥

রে জীব ! ত্রৈলোক্য তুমি করহ ভ্রমণ,
কোথাও তৃষ্ণার তব না হবে শমন ;
আত্মকুণ্ডে ভক্তিজলে না করিলে স্নান,
এ ঘোর পিপাসা কোথা হইবে নির্ব্বাণ ? । ১১ ।

रे मूढ़ ! मज्ज शततीर्थजलेष्वजस्रं
धौतं ततः खलु भवेद्रज एव बाह्यम् ।
नैवात्मतीर्थपरिषेवणमन्तरेण
मालिन्यमान्तरमपैति न निर्वृतिः स्यात् ॥ १२ ॥

রে মূঢ় ! সহস্র তীর্থে হও নিমগন,
বাহিরের ধূলা তাহে হইবে ক্ষালন ;
আত্মতীর্থে নাহি যদি কর যোগ-স্নান,
যাবে না মনের রজ, পাবে না নির্ব্বাণ (১) । ১২ ।

तृषाशान्त्यै भ्रान्तो भ्रमसि किमु घोरे भवमरौ
न जानीषे जीव स्वहृद्गतमेवामृतनिधिम् ।
सुषुम्णानिश्रेण्या सुखमधिगतो ब्रह्मविवरम्
सुधाधारे चक्रे रसय परमानन्दमनिशम् ॥ १३ ॥

---

(১) 'যোগ-স্নান'—যেমন অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগের সময় গঙ্গাস্নান করাকে 'যোগ-স্নান' বলে, তেমনি পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়াকে 'যোগ-স্নান' বলে। 'মনের রজ'—চিত্তমধ্যে কামক্রোধাদি রজোগুণের বিকার অর্থাৎ দূষিত ভাবসকল। 'রজ'-শব্দে ধূলি বুঝায় এবং রজোগুণকেও বুঝায়।

ঘোর ভব-মরু-মাঝে ভ্রান্ত হ'য়ে হায় !
রে জীব ! ভ্রমিছ কেন শান্তির আশায় ?
জান না কি সুধানিধি গৃহেরি ভিতরে ?
যত চাও তত সুধা দেয় অকাতরে ;
সুষুম্না-সোপান দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া,
সুধার আধার চক্রে পড় ঝাঁপ দিয়া ;
পশি তথা চিদানন্দ-সুধা কর পান,
অশেষ পিপাসা তব হইবে নির্ব্বাণ (১)। ১৩।

(১) ঈশ্বর মানবদেহকে যেমন আধিভৌতিক ভাবে তেমনি আধ্যাত্মিক ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; এজন্য মানবদেহ যেমন আধিভৌতিক প্রক্রিয়ার উপযোগী, তেমনি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার উপযোগী। শাস্ত্রকারেরা বলেন,—

"एवंविधे तु देहेऽस्मिन् मलमूत्रचयसंकुले ।
प्रसाधयन्ति धीमन्तो भुक्तिं मुक्तिमुपायतः ॥ (रत्नाकरे)।

অর্থাৎ—এই নাড়ীচক্রাদি-ঘটিত মলমূত্রাদি-সমাকীর্ণ ভৌতিক দেহের মধ্যে ভগবান্ এমন এক শক্তি দিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা বিজ্ঞলোকেরা ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সাধনা করিতে পারেন। আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া সাধনের জন্য যোগ-শাস্ত্রকারেরা দেহতত্ত্বকে ছয় ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এই ছয়টী বিভাগকে 'ষট্‌চক্র' বলে। পায়ু ও উপস্থের মধ্যস্থলে চতুর্দ্দল পদ্মাকার চক্রের নাম 'আধার-চক্র'। কুণ্ডলিনী নামক ব্রহ্মশক্তির আধার বলিয়াই উহার নাম আধার-চক্র। মৃণালসূত্রের ন্যায় কোমল ও সূক্ষ্ম, শিরঃস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রের মধ্যে সহস্রদল পদ্মাকার চক্রের নাম 'সহস্রপত্র-চক্র'; এই চক্র সুধার আধার ; এ স্থান হইতে অমৃতবাহিনী নাড়ী দিয়া অবিরত অমৃত-রসধারা প্রবাহিত হইয়া দেহকে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে ; ঐ অমৃত-বাহিনী নাড়ীর নাম সুষুম্না। সুষুম্না নাড়ী আধারচক্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেমন বাজিকর রজ্জু ধরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া নৃত্যগীতাদি ক্রীড়া দেখায় এবং আবার সেই রজ্জু ধরিয়া নিম্নে নামিয়া পড়ে, তেমনি

ভক্তিমাহাত্ম্যম্‌। (১)

ভস্মীকরোতি পাপানি বহুজন্মার্জ্জিতান্যপি।
তূলরাশিমিবাগ্নিশ্চাশু ভক্তিস্তস্মিন্‌ পরাৎপরে॥ ১॥

জীবাত্মাও প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সুষুম্নারূপ রজ্জু বহিয়া ঊর্দ্ধস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠিয়া সেই সুধার আধার সহস্রপত্র-চক্রে নিমগ্ন হয়। তথায় নিমগ্ন হইবামাত্র জীবাত্মা পরমানন্দ ভোগ করত বিবিধ সাত্বিক বিলাস প্রকাশ করে; অনন্তর সুষুম্নারূপ রজ্জু বহিয়া আবার নামিয়া পড়ে।

"গুদলিঙ্গান্তরে চক্রমাধারাখ্যং চতুর্দ্দলম্‌।
অস্তি কুণ্ডলিনী ব্রহ্মশক্তিরাধারপঙ্কজে।
আব্রহ্মরন্ধ্রসংযুতা গীতৈরমৃতপ্রদা॥
যস্তু সহস্রপত্রং তু ব্রহ্মরন্ধ্রে সুধাধরম্‌।
তৎ সুধাসারধারাভিরভিবর্দ্ধয়তে তনুম্‌॥
জীবঃ প্রাণসমারূঢ়ো রজ্জ্বা কৌলাটিকো যথা।
সুষুম্নয়া ব্রহ্মরন্ধ্রমারোহত্যবরোহতি॥
ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতো জীবঃ সুধয়া সংপ্লুতো যদা।
তুষ্টো গীতাদিকার্য্যাণি সম্যকর্ষাণি সাধয়েৎ"॥

অপিচ,—

"ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা।
তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্ণা চ সমাহিতা।
পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং যাতা শিখাভ্যাং শিরসা পুনঃ।
ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী॥
তস্যা মধ্যগতা নাড়ী চিত্রাখ্যা যোগিবল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রং বিদুস্তত্র পদ্মসূত্রনিভং পরম্‌"॥ ইত্যাদি। (যোগশাস্ত্রে)।

(১) ভক্তিলক্ষণ যথা,—

"স্থায়ী ভাবো ভগবতি যশ্চিদানন্দরূপিণি।
স্বতঃ প্রকাশতে চিত্তে সা ভক্তিরিতি কথ্যতে॥
যথৈবোদয়তো ভানোঃ স্নিগ্ধবালাতপচ্ছটা।
ব্রহ্মণ্যুদবুধ্যমানস্য ভক্তির্জীবাত্মনস্তথা॥

প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা মুহূর্ত্তে যেমতি
তূলারাশি ভস্মসাৎ করে দ্রুতগতি ;
তেমতি ভকতি সেই পরম ঈশ্বরে
বহু জনমের পাপ ভস্মসাৎ করে । ১ ।

ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বপাপানি চীয়ন্তে পুণ্যরাশয়ঃ ।
সম্পদ্যন্তে সর্ব্বকামা হরিভক্ত্যুদয়ে নৃণাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণে ভকতি হৃদে হইলে উদয়,
অশেষ কলুষরাশি সদ্য পায় ক্ষয় ;
অবিরত পুণ্যরাশি উছলিত হয়,
পূর্ণ হয় সর্ব্ব কাম, তৃষ্ণা নাহি রয় । ২ ।

যথৈবাগ্নেঃ সমাযোগাৎ সর্ব্বমগ্নিময়ং ভবেৎ ।
ব্রহ্মভক্তেস্তথা যোগাদ্ ব্রহ্মভূয়ং প্রপদ্যতে ॥ ৩ ॥

ভক্তিরুদ্বোধয়ত্যেকা বৃত্তীঃ সর্ব্বা হি সাত্ত্বিকীঃ ।
যথৈব নলিনীঃ সুপ্তাঃ প্রভাতরবিপ্রভা ॥
মজ্জত্যাত্মা ভক্তিহীনো মহামোহময়ে ভবে ।
অন্ধকূপে নিরালম্বশ্ছিন্নরজ্জুর্যথা ঘটঃ ॥

চিদানন্দময় মঙ্গলময় ভগবানের প্রতি যে স্থায়ী ভাব (অর্থাৎ অচল ও ঐকান্তিক অনুরাগ) স্বতই হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তাহাই ভক্তিনামে অভিহিত। উদয়োন্মুখ সূর্য্যের স্নিগ্ধ অরুণিমা যেরূপ মধুর, পরম ব্রহ্মে নবপ্রবুদ্ধ জীবাত্মার ভক্তিও সেইরূপ মধুর। যেমন প্রাতঃসূর্য্যের প্রভা নিদ্রিত নলিনীবৃন্দকে জাগরিত করে, তেমনি একমাত্র ভক্তিই হৃদয়ের সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবকে জাগরিত করে। রজ্জু ছিন্ন হইলে ঘট যেমন তমসাচ্ছন্ন কূপমধ্যে নিমগ্ন হয়, ভক্তিশূন্য হইলে আত্মাও তেমনি মহামোহময় সংসারমধ্যে নিমগ্ন হয়।" (সদ্ভাব, ৫ম পৃষ্ঠা)।

জ্বলন্ত অগ্নির সনে যেই দ্রব্য রয়,
সে যেমন অগ্নিতেজে হয় অগ্নিময় ;
তেমনি ব্রহ্মের ভাবে যে হয় তন্ময়,
ব্রহ্মভাব লাভ সেই করয়ে নিশ্চয়। ৩।

स्त्रीपुंसौ द्विजचण्डालौ बालकस्थविरावपि ।
ईश्वराकिञ्चनौ वापि हरिभक्त्युदये समौ ॥ ४ ॥

যতক্ষণ হরিভক্তি না হয় উদয়,
ততক্ষণ পরস্পরে ভেদজ্ঞান রয় ;
স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, নিঃস্ব, ধনবান্,
ভক্তির উদয়ে বিপ্র, চণ্ডাল সমান। ৪।

कुर्व्वन्ति भक्तिरहिताः शौचाशौचविचारणाम् ।
केशवे दृढ़भक्तीनां सर्व्वं शौचमयं जगत् ॥ ५ ॥

নাহিক গোবিন্দ-পদে ভকতি যাহার,
শুচি বা অশুচি বলি' সে করে বিচার ;
গোবিন্দভকতিময় যাহার হৃদয়,
সমস্ত বিশ্বই তার পবিত্রতাময়। ৫।

चन्द्रोदये चन्द्रकान्तः कठिनोऽपि यथा द्रवेत् ।
कृष्णभक्त्युदये प्रेम्णा तथैवात्मा द्रवीभवेत् ॥ ६ ॥

হ'লেও কঠিন অতি চন্দ্রকান্তমণি,
দ্রব হয় চন্দ্রমার উদয়ে যেমনি ;
তেমনি ভকতি কৃষ্ণে হইলে উদয়,
প্রেমরসে দ্রব হয় কঠিন হৃদয়। ৬

अद्वैतभक्तियोगेन येनात्मानन्तसात् कृतः ।
सहैवानन्तदेवेन तेनाप्यानन्त्यमाप्यते ॥ ७ ॥

অদ্বৈত ভকতিযোগে আত্মা যেই জন
অনন্তদেবের পদে করে সমর্পণ ;
অনন্তদেবের ন্যায় তাহারো জীবন
অনন্ত আনন্দভাব করয়ে ধারণ । ৭ ।

अरुणोदयमात्रेण यथा बाह्यं तमोऽखिलम् ।
लीयते भगवद्भक्त्या तथैवाभ्यन्तरं तमः ॥ ८ ॥

উদিত হইবামাত্র অরুণ তপন,
বাহিরের অন্ধকার পলায় যেমন ;
শ্রীকৃষ্ণে ভকতি হৃদে উদিলে তেমনি,
ভিতরের অন্ধকার পলায় অমনি । ৮ ।

काले विलीयते सर्व्वं जगत् स्थावरजङ्गमम् ।
समाहितात्मा गोविन्दे प्रलयेऽपि न लीयते ॥ ९ ॥

স্থাবর জঙ্গম এই জগন্মণ্ডল
কালে অবশ্যই লয় পাইবে সকল ;
গোবিন্দে যাহার আত্মা সমাহিত হয়,
সেইমাত্র প্রলয়েও নাহি পায় লয় । ৯ ।

सुदुस्तरमिवाम्भोधिं कर्म्मक्षेत्रमिमं भवम् ।
तरीतुं गतिरेकास्ति दृढा भक्तिर्जनार्द्दने ॥ १० ॥

সুবিশাল কর্ম্মভূমি এ বিশ্ব সংসার,
অপার সিন্ধুর প্রায় সীমা নাহি তার ;

তরিতে এ মহাসিন্ধু একমাত্র গতি—
মুকুন্দ-পদারবিন্দে অচলা ভকতি । ১০ ।

যস্য জাগর্ত্তি হৃদয়ে সর্ব্বভীতিহরো হরিঃ ।
তস্য বজ্রপ্রহারোঽপি শিরীষকুসুমায়তে ॥ ১১ ॥
জ্বালা হালাহলস্যাপি হৃদি তস্যামৃতায়তে ।
কালদণ্ডোঽপি প্রচণ্ডস্তস্য তূলকণায়তে ॥ ১২ ॥

সর্ব্বভীতিহারী হরি দেব ভগবান্
যে হৃদয়ে সতত করেন অধিষ্ঠান ;
সে হৃদয়ে নিদারুণ বজ্রের প্রহার
শিরীষকুসুম সম হয় সুকুমার ;
সে হৃদয়ে হলাহল সুধা বরিষয়,
প্রচণ্ড যমের দণ্ড তূলকণা হয় । ১১ । ১২ ।

মহারাজাধিরাজোঽপি নমত্যন্তকসন্নিধৌ ।
কৃষ্ণভক্তস্য তু পদে কৃতান্তোঽপি ভবেন্নতঃ ॥ ১৩ ॥

রাজরাজেশ্বর যিনি বিশ্বজয়ী বীর,
তিনিও যমের কাছে হন নতশির ;
যে জন কৃষ্ণের দাস কৃষ্ণের ভকত,
কৃতান্তও তাঁর পদে হন অবনত । ১৩ ।

সর্ব্বেষাং হৃদয়স্থং তমন্তর্যামিনমীশ্বরম্ ।
নৈব পশ্যতি মোহান্ধো ভক্তো ভাবেন পশ্যতি ॥ ১৪ ॥

অন্তর্যামী নারায়ণ পরম ঈশ্বর
বিরাজেন সবার হৃদয়ে নিরন্তর ;

না দেখিতে পায় তাঁয় মোহান্ধ যে জন,
ভক্তি-চক্ষে ভক্ত সদা করে দরশন। ১৪

ক্ষীয়তে ভৌতিকং বিশ্বং কর্ম্ম কর্ম্মফলং তথা।
তন্ময়েনাত্মনা দৃষ্টে তস্মিন্ কৃষ্ণে পরাৎপরে ॥ ১৫॥

ভক্তিযোগে তন্ময় হইয়া যেই জন
সেই পরাৎপর কৃষ্ণ করে দরশন;
এ বিশ্ব ভৌতিক কাণ্ড লয় পায় তার,
কর্ম্ম কর্ম্মফল তার নাহি থাকে আর। ১৫।

মৃতোঽপি জীবতি চিরং হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥ ১৬ ॥

হরিভক্তি-বিরহিত যাহার অন্তর,
প্রাণবায়ু থাকিলেও মৃত সেই নর;
হরিভক্তিময় হয় যাহার হৃদয়,
মরিয়াও সেই জন চিরজীবী হয়। ১৬।

ক্ষীয়তে বৈষ্ণবস্যায়ুর্নিত্যং নৈবাপক্ষীয়তে।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্য ক্ষীয়তে নৈব ক্ষীয়তে ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুভক্তি-ব্রত যেই করেছে গ্রহণ,
কমে না তাহার আয়ু বাড়ে অনুক্ষণ;
বিষ্ণুভক্তি-বিরহিত যেই জন হয়,
বাড়ে না তাহার আয়ু নিত্য পায় ক্ষয়। ১৭।

যেন কায়ো মনো বাক্যং শ্রীকৃষ্ণচরণেঽর্পিতম্।
তস্য কায়ো মনো বাক্যং প্রলয়েঽপি ন ক্ষীয়তে ॥ ১৮ ॥

আপনার কায় মন বাক্য যেই জন
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে করে সমর্পণ ।
এ বিশ্ব প্রলয়কালে পাইলেও লয়,
তার কায় মন বাক্য নাহি পায় ক্ষয় । ১৮ ।

হরিভক্তিবিহীনস্য সুধাপি গরলায়তে ।
গোবিন্দগতচিত্তস্য বিষমপ্যমৃতায়তে ॥ ১৯ ॥

হরিভক্তি-বিরহিত যেই জন হয়,
সুধাও তাহার পক্ষে হয় বিষময় ;
গোবিন্দে যে জন মন করে সমর্পণ,
বিষও তাহার পক্ষে অমৃত যেমন । ১৯ ।

দাবাগ্নিরপি শীতাংশুর্ভবেদন্তর্হরির্যদি ।
শীতাংশুরপি দাবাগ্নির্ভবেন্নান্তর্হরির্যদি ॥ ২০ ।

যে জন হৃদয়ে হরি করয়ে ধারণ,
দাবাগ্নিও তার কাছে সুধাংশু যেমন ;
যে জন হৃদয়ে হরি না করে ধারণ,
সুধাংশুও তার কাছে দাবাগ্নি যেমন । ২০ ।

ভগবদ্ভক্তিরহিতা মহামোহনিমীলিতাঃ ।
তৈলযন্ত্রে বলীবর্দ্দা ইব ঘূর্ণন্তি সর্ব্বদা ॥ ২১ ॥

ভগবানে যাহাদের নাহিক ভকতি,
ঘোর মোহে অন্ধ তারা অতি মন্দমতি ;
ভব-যন্ত্রে ঘুরে তারা মরে অনুক্ষণ,
ঘানিগাছে চক্ষু-ঢাকা বলদ যেমন । ২১ ।

পাষাণে পতিতং বীজং যথা নৈব প্ররোহতি।
ন ফলত্যুপদেশোঽপি ভক্তিহীনে তথা নরে ॥ ২২ ॥

পাষাণে যদ্যপি বীজ হয় নিপতিত,
সে বীজ কদাপি নাহি হয় অঙ্কুরিত;
তেমতি ভকতিহীন হৃদয় পাষাণ,
নিষ্ফল তাহার কাছে উপদেশ দান। ২২।

ভক্তিহীনা হি যা বুদ্ধিঃ শাস্ত্রমাত্রানুশীলনী।
পরমার্থং ন সা বেত্তি দর্ব্বী পাকরসং যথা ॥ ২৩ ॥

ভক্তি নাই, শুধু করে শাস্ত্র আলোচন,
হেন বুদ্ধি নাহি বুঝে পরমার্থ ধন;
দর্ব্বী দেখ! নাড়ে চাড়ে সুমিষ্ট ওদন, (১)
কিন্তু সে মিষ্টের স্বাদ জানে না কেমন। ২৩।

ভবদুঃখঘরট্টেন পিষ্যন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
দুঃখমুক্তঃ সদানন্দঃ কৃষ্ণভক্তো হি কেবলঃ ॥ ২৪ ॥

সংসার-দুঃখের যন্ত্রে গোধূমের প্রায়
অহরহ চূর্ণ হয় জীব সমুদায়;
দৃঢ়ভাবে নারায়ণে যে করে আশ্রয়,
দুঃখমুক্ত সেইমাত্র সদানন্দে রয়। ২৪।

মজ্জত্যাত্মা ভক্তিহীনো মহামোহময়ে ভবে।
অন্ধকূপে নিরালম্বশ্ছিন্নরজ্জুর্ঘটো যথা ॥ ২৫ ॥

---

(১) 'দর্ব্বী'—হাতা, তাড়ু, খুন্তী ইত্যাদি। 'সুমিষ্ট ওদন'—মিষ্টান্ন।

ছিঁড়িলে কণ্ঠের রজ্জু কলস যেমন
অন্ধকার কূপগর্ভে হয় নিমগন;
ভকতি-বন্ধন-হীন আত্মাও তেমন
মোহময় ভবগর্ভে হয় নিমগন। ২৫

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য দুঃখস্যান্তো ন বিদ্যতে।
তরণী ভক্তিরেকৈব ভবদুঃখমহাম্বুধৌ ॥ ২৬ ॥

হরিভক্তি-বিরহিত হয় যেই জন,
তাহার দুঃখের অন্ত নাহি কদাচন;
অপার শোকের সিন্ধু এ ঘোর সংসার,
একমাত্র হরিভক্তি তরণী তাহার। ২৬।

অধমৈঃ সহ সংবাসাৎ কৃষ্ণভক্তিপরাঙ্মুখৈঃ।
বরং বাসোঽপি নরকে কৃমিকীটগণৈঃ সহ ॥ ২৭ ॥

হরিভক্তি-পরাঙ্মুখ অধমের সনে
বসতি করিতে যদি হয় এ ভুবনে;
তা হ'তে বরঞ্চ ভাল—ছাড়ি' লোকালয়,
নরকের মাঝে কৃমিকীটের আশ্রয়। ২৭।

তত্রৈব নাকঃ কিল যত্র ভক্তিঃ
যত্রাঽভিমানো নরকস্য তত্র।
স্বর্গস্য মূলং হরিভক্তিরেকা
তথাঽভিমানো নরকস্য মূলম্ ॥ ২৮ ॥

স্বর্গ সেই স্থানে হরি-ভকতি যথায়,
অভিমান যেই স্থানে নরক তথায়;

হরিভক্তি একমাত্র স্বর্গের সোপান,
অভিমান নরকের জানিবে নিদান। ২৮।

স্রোতাংসি সিন্ধুং সমুপেত্য সদ্যঃ
প্রশান্তবেগানি যথা ভবন্তি।
অনন্তমাসাদ্য তথেন্দ্রিয়াণি
বিকারশূন্যানি ভবন্তি সদ্যঃ ॥ ২৯ ॥

মহার্ণবে নিপতিত হইলে যেমন
সমস্ত নদীর বেগ হয় নিরারণ;
ইন্দ্রিয় অনন্ত-পদে সঁপিলে তেমনি
সমস্ত বিকার তার পলায় তখনি। ২৯।

যথাঽন্ধো দৃষ্টিমাসাদ্য তথা লোকো বিলোকতে।
ভগবদ্ভক্তিমাসাদ্য সর্ব্বমেব নবং নবম্ ॥ ৩০ ॥

জন্মান্ধ সহসা দৃষ্টি লভিলে যেমন
সকলি অপূর্ব্বরূপ করে দরশন;
তেমতি ভকতি কৃষ্ণে হইলে উদয়,
এ বিশ্ব সকলি যেন নবরূপ হয়। ৩০।

ভুজ্যতে কৃষ্ণভক্তেন ভোগো নিত্যং নবো নবঃ।
কৃষ্ণানন্দোপভোগানাং পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

যে জন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে হয় নিমগন,
নিত্যই নূতন ভোগ ভুঞ্জে সেই জন;
কত যে আনন্দভোগ ভজিলে তাঁহারে,
সে সুখের পরিসীমা কে করিতে পারে। ৩১।

গতির্নান্যাস্তি জীবস্য ভবদুঃখবিমুক্তয়ে।
বিনা তাং ভগবদ্ভক্তিং শ্রীগৌরাঙ্গপ্রদর্শিতাম্ ॥ ৩২ ॥

একমাত্র বিনা সেই গোবিন্দে ভকতি,
জীবের নিস্তার তরে নাহি অন্য গতি;
শ্রীগৌরাঙ্গ যেই পথ দেখাইলা ভবে,
সেই পথে চল চল জীবগণ সবে। ৩২।

অনন্তচরণোপান্তং নিতান্তং যদি বাঞ্ছসি।
ধ্রুবপ্রহ্লাদচরিতাং পদবীং ভজ রে মনঃ ॥ ৩৩ ॥

যদি সে অনন্তপদে মিশিবারে চাও,
তবে কেন ভ্রান্ত হ'য়ে অন্য পথে যাও?
যে পথে প্রহ্লাদ ধ্রুব করিলা গমন,
তুমিও সে ভক্তি-পথে চল ওরে মন!। ৩৩।

লোকত্রয়েঽপি ধন্যা সা গর্ভে ধারয়তে হি যা।
কৃষ্ণভক্তং মহাত্মানং সুপুত্রং কুলপাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

ত্রিভুবনে সেই ধন্যা, গর্ভে যেই ধরে
কৃষ্ণভক্ত কুলের পাবন পুত্রবরে। ৩৪।

একোঽপি ভগবদ্ভক্তো যদি বংশে প্রজায়তে।
আ মূলাৎ সকলং বংশং স পুনাতি স্বজন্মনা ॥ ৩৫

একটীও কৃষ্ণভক্ত হইলে তনয়,
সমূলে সমস্ত বংশ সুপবিত্র হয়। ৩৫।

দূরীকরোতি দুরিতং বিমলীকরোতি
চেতো ব্যলীকমখিলং চুলুকীকরোতি।

भूतेषु कामपि कृपां बहुलीकरोति
भक्तिर्हरौ किमु न मङ्गलमातनोति ॥ ३६ ॥

অশেষ দুরিতরাশি বিদূরিত হয়,
সমস্ত হৃদয় হয় পবিত্রতাময় ;
সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব দয়া প্রবাহিত হয়,
রোগ শোক পরিতাপ কিছু নাহি রয় ;
অতএব হরি-পদে ভকতি যাহার,
কিবা সুমঙ্গল লাভ না হয় তাঁহার ? । ৩৬ ।

नो देशं नापि कालं न च विधिनियमान् गन्धमाल्यादिकं वा
नो शिक्षां नापि दीक्षां न च कठिनतपःसाधनं वा धनं वा ।
नो मन्त्रं नापि तन्त्रं न च दुरधिगमानागमान् वा पुराणम्
किञ्चिन्नापेक्षतेऽसौ भवति मुरहरो भक्तिमात्रप्रसन्नः ॥ ३७ ॥

তাঁর আরাধনে　　　সাধনে বা ধনে
জপে তপে কিবা ফল ?
তন্ত্র মন্ত্র বেদ　　　দেশ-কাল-ভেদ
নাহি চাই তপোবল ;
শিক্ষায় দীক্ষায়　　　নাহি পাবে তাঁয়
বৃথা গন্ধ মাল্য জল,
কৃষ্ণ-কৃপাবল　　　লভিতে সম্বল
ভক্তিমাত্র নিরমল । ৩৭ ।

भक्तिरेव हि नैवेद्यं यन्निवेद्यं जनार्दने ।
अणुना भक्तितोयेन प्रीयते भक्तवत्सलः ॥ ३८ ॥

ভকতিই একমাত্র নৈবেদ্য তাঁহার,
নারায়ণে নিবেদিতে কিবা আছে আর ?
ভক্তিভাবে একবিন্দু দেও যদি জল,
তাহাতেই হন প্রীত ভকতবৎসল। ৩৮।

अभिमानेन यद्दत्तं तद्दत्तं भसिते हुतम्।
भक्त्या परमया दत्तममृतत्वाय कल्पते ॥ ३९ ॥

অভিমানে যাহা কিছু কর তুমি দান,
সে শুধু ভস্মেতে ঘৃত ঢালার সমান ;
যা দাও ভকতিভাবে হইয়া তন্ময়,
তাহাই অমৃতরূপে পরিণত হয়। ৩৯।

सर्व्वान् तोयाशयान् हित्वा नवाम्बुमिव चातकः।
त्यक्त्वा भक्तोऽखिलान् कामान् भगवन्तमुदीक्षते ॥ ४० ॥

পরিহরি শত শত রম্য সরোবর,
চাতক নিরখে যথা নব জলধর ;
তেমতি সমস্ত কাম করি' বিসর্জ্জন,
ভক্ত সদা ভগবানে করে নিরীক্ষণ। ৪০।

मुकुन्दपदपङ्कजे मधुरिमाणमास्वादयन्
न कल्मषमलीमसं विषयभोगमासेवते।
रसालरसमाधुरी स खलु येन भुक्ताऽसकृत्
न पल्वलजलं पिकः पिबति पङ्कसङ्काविलम् ॥ ४१ ॥

হরিপাদ-পদ্মে মধু করি' আস্বাদন
বিষয়-কলুষরসে নাহি যায় মন ;

কোকিল রসাল-রস করি আস্বাদন,
পঙ্কিল পল্বল-জল করে কি সেবন ? । ৪১ ।

रे रे मानसभृङ्ग मा कुरु मुधा झङ्कारकोलाहलं
निःशब्दं हरिपादफुल्लकमले माध्वीकमास्वादय।
तस्मिन् सर्व्वतृषापहारिणि चिदानन्दे मरन्दे सकृत्
निष्पीते क्व नु ते प्रयास्यति लयं साहङ्कृतिर्झङ्कृतिः । ४२ ॥

ওরে মন-মধুকর ! বৃথা কেন ঘুরে মর,
বৃথা কেন গণ্ডগোল কর রে ঝঙ্কার,
শ্রীহরির পদতলে সে প্রফুল্ল শতদলে
নীরবে বসিয়া মধু পিয় একবার ;
সে যে চিদানন্দ-সুধা শান্ত করে সর্ব্ব ক্ষুধা,
বারেক আস্বাদ তার পাইবে যেমনি,
কোথা যাবে এ ঝঙ্কার ফুরাইবে অহঙ্কার,
অসাড় অস্পন্দ হ'য়ে পড়িবে অমনি । ৪২ ।

पदे पदे मोहमदेन मत्तः
हा त्वामनिच्छन्नपि विस्मरामि ।
मोहं जहीमं मधुकैटभं मे
"हरे मुरारे मधुकैटभारे" ॥ ४३ ॥

মনে করি ভুলিব না কিন্তু আমি হায় !
মোহমদে পদে পদে ভুলি'যে তোমায় ;
মধুকৈটভারি হরি ! এস একবার,
এ মোহ-মধুকৈটভে কর হে সংহার । ৪৩ ।

यथा शिशुर्भूमितलेऽनुवारं
पतन्नुदस्थन् पदमेति मातुः।
तथा कदा हा पतितोत्थितोऽहं
हरे धरिष्यामि पदं त्वदीयम् ॥ ४४ ॥

শিশু যথা বার বার পড়িয়া উঠিয়া,
মায়ের পা খানি গিয়া ধরে জড়াইয়া ;
পড়িয়া উঠিয়া হরি ! ভবে বার বার,
আমিও ধরিব কবে চরণ তোমার। ৪৪।

किमस्ति मे नास्ति च किं न जाने
किमर्थये त्वां नहि केञ्चि देव।
जाने परं त्वच्चरणारविन्दं
भवे भवे तत्र रतिर्ममास्तु ॥ ४५ ॥

জানি না কি আছে মোর জানি না কি নাই,
কি চাহিব তব কাছে ভাবিয়া না পাই ;
সবে মাত্র জানি হরি ! ও রাঙা চরণ,
জন্ম জন্ম উহাতেই থাকে যেন মন। ৪৫।

न धर्म्मं न वार्थं न कामं न मोक्षं
हरे प्रार्थयेऽहं न वा किञ्चिदन्यत्।
अये प्राणबन्धो मयि प्रेमसिन्धो
कृपालेशमीश प्रयच्छ प्रयच्छ ॥ ४६ ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই,
আর কিছুতেই হরি ! বাঞ্ছা মোর নাই ;

প্রাণবন্ধু! প্রেমসিন্ধু! করুণানিধান!
কর কর এক বিন্দু করুণাপ্রদান। ৪৬।

रामं यथाग्रे शरभङ्गयोगी
पश्यन् तनुं होमशुचौ जुहाव।
तथा कदा त्वां पुरएव पश्यन्
हरे चिताग्नौ तनुमुत्सृजामि॥ ४७॥

হেরিতে হেরিতে রামে সম্মুখে যেমন,
শরভঙ্গ হোমানলে ত্যজিল জীবন; (১)
তেমনি তোমারে হরি! করি' দরশন,
চিতানলে কবে দেহ দিব বিসর্জ্জন। ৪৭।

पङ्गुस्तरत्येव सुदुस्तरमम्बुराशिं
हस्तेकरोति शशिनं किल वामनोऽपि।
यस्मिन् निपातयसि कृष्ण कृपाकटाक्षं
किं तस्य दुष्करमहो भुवनत्रयेऽपि॥ ४৮॥

পঙ্গুও দুস্তর সিন্ধু পারে লঙ্ঘিবারে,
বামনেও হাতে চাঁদ ধরিবারে পারে
কৃপাদৃষ্টি কর কৃষ্ণ! যাহার উপর,
ত্রিভুবনে বল! তার কি আছে দুষ্কর। ৪৮।

(১) শ্রীরামচন্দ্র শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, শরভঙ্গমুনি রামদর্শনে আপনাকে পূর্ণকাম জ্ঞান করিলেন, এবং সম্মুখে সেই রামমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে হোমানলে নিজ দেহ আহুতি দিলেন,—

"ततोऽग्निं स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवत्।
शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्"॥

(इत्यादि, रामायणे-आरण्यकाण्डे-৫म सर्गे।)

कल्पान्तकाले प्रचलेदपि मेरुः
नाशं व्रजेतामपि चन्द्रसूर्य्यौ ।
श्रीकृष्णपादाम्बुजबद्धभक्तेः
न जातु नाशः पतनं न वाऽस्ति ॥४९॥

মেরুও প্রলয়কালে হয় বিচলিত,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা হয় অস্তমিত ;
শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ্মে বাঁধা যার মন,
তাহারি নাহিক নাশ নাহিক পতন। ৪৯।

चराचराणां भूतानां या घोरा कालयामिनी ।
सैव गोविन्दभक्तस्याऽरुणकोटिसमद्युतिः ॥ ५० ॥

সর্ববনাশী কালরাত্রি আসিয়া যখন
গ্রাস করে চরাচর সমস্ত ভুবন ;
একমাত্র কৃষ্ণভক্ত জাগিয়া তখন
কোটি অরুণের প্রভা করে দরশন। ৫০ ।

हरिप्रेमविहीनस्य सर्व्वं विषमयं जगत् ।
हरिप्रेमार्द्रचित्तस्य सर्व्वमेव सुधामयम् ॥ ५१ ॥

হরিপ্রেমরসে হায়! বঞ্চিত যে জন,
বিষময় হয় তার নিখিল ভুবন ;
হরিপ্রেমে আর্দ্র সদা যাহার হৃদয়,
সকলি তাহার কাছে হয় সুধাময়। ৫১ ।

हरिशून्यात्मनः शान्तिस्त्रैलोक्येऽपि न विद्यते ।
हरिपूर्णात्मनः शान्तिर्निर्जनेव वने स्थिता ॥ ५२ ॥

সর্ব্বশোকহারী হরি হৃদে যার নাই,
ত্রৈলোক্যেও শান্তি তার দেখিতে না পাই ;
আর যার হৃদে হরি বিরাজে সদাই,
তাহার শোকের শান্তি আপনারি ঠাঁই । ৫২ ।

मेध्येनाहुतिगन्धेन यथा यज्ञहुताशनः ।
तथाचारेण पूतेन भगवत्प्रेम सूच्यते ॥ ५३ ॥

হোমকুণ্ডে প্রজ্বলিত যজ্ঞ-হুতাশন,
পবিত্র আহুতি-গন্ধে বুঝিবে যেমন ;
লোকের ঈশ্বর-ভক্তি বুঝিবে তেমন,
পবিত্র আচার তার করি দরশন । ৫৩ ।

प्रमत्तमातङ्गसहस्रशक्तिं
मुमूर्षुरप्येति ययैव भक्त्या ।
तां देहि भक्तिं तव पादपद्मे
हे कृष्ण कारुण्यनिधे मुकुन्द ॥ ५४ ॥

যে ভক্তির গুণে ভক্ত মুমূর্ষু দশায়
সহস্র হস্তীর বল নিজ দেহে পায় ;
তব পদে সেই ভক্তি কর মোরে দান,
ওহে মুরহর হরি করুণানিধান ! । ৫৪ ।

भक्तिगद्गदकण्ठेन नम्रतेनान्तरात्मना ।
कृष्णेति वद रे जीव ! बिभेषि शमनाद् यदि ॥ ५५ ॥

ভীষণ শমন তব শিয়রে হেরিয়া
আতঙ্কে যদি রে জীব ! উঠ শীহরিয়া ;

তবে ডাক কৃষ্ণ বলি' সেই দয়াময়ে,
ভক্তিগদগদ কণ্ঠে তদ্গত হৃদয়ে । ৫৫ ।

মৃতানাং দেহিনাং পীত্বা বিষয়ং বিষমং বিষম্ ।
কেবলা কেশবে ভক্তির্মৃতসঞ্জীবনী সুধা ॥ ৫৬ ॥

বিষয় বিষম বিষ পান করি যারা
রোগে শোকে পরিতাপে হ'য়ে আছে মরা ;
এ জগতে তাহাদের একমাত্র গতি—
মৃতসঞ্জীবনী সুধা শ্রীকৃষ্ণে ভকতি । ৫৬ ।

উন্মার্গে ধাবতাং বেগাদুদ্দামেন্দ্রিয়দন্তিনাম্ ।
একএব নিয়ন্তাস্তি কৃষ্ণভক্তিময়োঽঙ্কুশঃ ॥ ৫৭ ॥

কুপথে প্রচণ্ড বেগে মত্ত হ'য়ে ধায়
দুর্জয় ইন্দ্রিয়-হস্তী কে ফিরায় তায় ?
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি-অঙ্কুশের ঘায়
সে দুরন্ত মাতঙ্গেরে বশে রাখা যায় । ৫৭ ।

শ্মশানমপি বৈকুণ্ঠো ভবেত্ প্রেতোঽপি জীবিতঃ ।
ত্বন্নাম্না নৃত্যতি প্রেম্ণা প্রসন্নো ভব মে হরে ॥ ৫৮ ॥

তব নামে শ্মশানে বৈকুণ্ঠ বিরাজিত,
মৃতও নাচেরে প্রেমে হ'য়ে পুলকিত ;
ওহে হরি ! দয়া করি এস দয়াময় !
আমার হৃদয়ে সদা হও হে উদয় । ৫৮ ।

ত্রৈলোক্যে প্রতিকূলেঽপি কা ভীতিঃ সদয়ে হরৌ ।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যনুকূলে কঃ সংরক্ষেদ্ বিমুখে হরৌ ॥ ৫৯ ॥

ত্রৈলোক্য মিলিয়া যদি প্রতিকূল হয়,
শ্রীকৃষ্ণ করিলে দয়া কিবা তার ভয় ?
ত্রিভুবন যদি হয় সহায় তাহার,
তিনি দয়া না করিলে নাহিক নিস্তার । ৫৯ ।

कृष्णयोगनिमग्नस्य स्थाणुवन्निश्चलस्य मे ।
तन्मयस्य कदा देहो वल्मीकेषु निमज्जति ॥ ६० ॥

কবে আমি কৃষ্ণযোগে তন্ময় হইব,
স্থাণুর সমান হ'য়ে নিশ্চল রহিব ; (১)
এরূপে শরীর মোর হবে জীর্ণ শীর্ণ,
বল্মীকরাশিতে কবে হইবে আকীর্ণ (২) । ৬০ ।

कृष्णार्पितमनःप्राणः कृष्णेति मुहुरुच्चरन् ।
कृष्णयोगनिमग्नात्मा कदा यामि तपोवनम् ॥ ६१ ॥

সমর্পিব মন প্রাণ কৃষ্ণের চরণে,
অবিরাম কৃষ্ণ-নাম বলিব বদনে ;
কবে আমি কৃষ্ণযোগে হইয়া তন্ময়,
গৃহ ছাড়ি তপোবন করিব আশ্রয় । ৬১ ।

कदा भक्तिसुरोन्मादाद् दिग्विदिग्ज्ञानवर्जितः ।
परापरविचारान्धो वीक्षे कृष्णमयं जगत् ॥ ६२ ॥

প্রাণ ভোরে ভক্তি-সুরা করি' আমি পান,
উন্মাদে হারাব কবে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান ;

(১) 'স্থাণু'—মুড়া গাছ বা খোঁটা, তাহার ন্যায় নিশ্চল অর্থাৎ স্থির ।
(২) 'বল্মীকরাশি'—উইমাটির ঢিবি

ঘুচিবে আপন পর বিচার আমার,
কৃষ্ণময় সকলি হেরিব একাকার । ৬২ ।

मृगतृष्णासमं बुद्धा विश्वमेतदनात्मिकम् ।
ध्याय चेतश्चिदानन्दं तत् सत्यं शाश्वतं महः ॥ ६३ ॥

তুমি কার কে তোমার কেবা বল কার ?
মৃগতৃষ্ণা সম মিথ্যা জানিবে সংসার ;
পরম মঙ্গলময় সত্য সনাতন,
সেই জ্যোতি সদা ধ্যান কর ওরে মন ! । ৬৩ ।

विश्वं प्रेममयं सर्व्वं स्वयं प्रेममयो हरिः ।
भुक्तिर्मुक्तिश्च जीवस्य कृष्णप्रेम्णि प्रतिष्ठिता ॥ ६४ ॥

প্রেমময় হের ! এই নিখিল ভুবন,
আপনিই প্রেমময় দেব নারায়ণ ;
একমাত্র সেই কৃষ্ণ-প্রেমের উপর
ভুক্তি মুক্তি জীবাত্মার করয়ে নির্ভর । ৬৪ ।

अनन्तगिरिराजोत्थाऽनन्तसागरसङ्गता ।
कृष्णप्रेममयी गङ्गा मां पुनातु सनातनी ॥ ६५ ॥

অনন্ত-গিরীন্দ্র হ'তে যাঁহার জনন,
অনন্ত-সাগর সঙ্গে যাঁহার মিলন ; (১)

---

(১) যেমন জড়ময়ী গঙ্গা 'গিরীন্দ্র' অর্থাৎ গিরিরাজ হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগরে মিশিয়াছে, তেমনি ভক্তিরূপা চিন্ময়ী গঙ্গা 'অনন্ত' অর্থাৎ নারায়ণরূপ গিরিরাজ হইতে উৎপন্ন হইয়া 'অনন্ত' অর্থাৎ নারায়ণরূপ মহাসাগরে মিশিয়া যায় ।

কৃষ্ণপ্রেমময়ী সেই গঙ্গা সনাতনী
পবিত্র করুন মোরে পতিতপাবনী । ৬৫ ।

কদা তদ্ধ্যানমগ্নোঽহং হরে ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ।
কদা মে বান্ধবাঃ সর্ব্বে করিষ্যন্তি হরিধ্বনিম্ ॥ ৬৬ ॥

হরি হে ! তোমারি ধ্যানে হইয়া মগন
কবে আমি মহানন্দে ত্যজিব জীবন ;
কবে মোর বন্ধুগণ মিলিয়া তখনি
করিবে উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি ধ্বনি । ৬৬ ।

অন্তে নারায়ণং ব্রহ্ম স্মারং স্মারং হৃদা হরিম্ ।
উত্তাননয়নঃ প্রাণান্ পরিত্যক্ষ্যাম্যহং কদা ॥ ৬৭ ॥

উলটিব আঁখি কবে প্রাণ পরিহরি,
অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম স্মরিয়া শ্রীহরি । ৬৭ ।

যে গোবিন্দগতাত্মানো গোবিন্দগতজীবনাঃ ।
শান্তির্হি তেষাং সর্ব্বত্র ছায়েবানুগতা সদা ॥ ৬৮ ॥

গোবিন্দে যাহারা আত্মা করে সমর্পণ,
গোবিন্দে উৎসর্গ করে যাহারা জীবন ;
সর্ব্বত্র তাদের শান্তি জানিবে নিশ্চয়
ছায়ার মতন সদা সঙ্গে সঙ্গে রয় । ৬৮ ।

ন শান্তিরৈশ্বর্য্যবিলাসদীপ্তে
হর্ম্ম্যে সুরম্যে ধরণীশ্বরস্য ।
স্থূণাবশেষেষু জরত্তৃণেষু
শান্তিঃ কুটীরেষু হি বৈষ্ণবানাম্ ॥ ৬৯ ॥

রম্য রাজগৃহ যথা ঐশ্বর্য্য-বিলাস,
সে স্থান কদাচ নহে শান্তির আবাস ;
ভক্তের কুটীর যাহা জীর্ণ শীর্ণ অতি,
সেই স্থানে সদাকাল শান্তির বসতি । ৬৯ ।

জলেঽনলে বা গহনে গিরৌ বা
রসাতলে বাপি যমালয়ে বা ।
সর্ব্বত্র ভক্তাঃ সুখমেব শেরতে
শিশুর্যথাঽস্বক্ষনতলে জনন্যাঃ ॥ ৭০ ॥

পর্ব্বতে গহনে কিম্বা জলে বা অনলে
যমালয়ে কিম্বা যদি যায় রসাতলে ;
সর্ব্বত্রই ভক্ত সুখে করয়ে শয়ন,
আপন মায়ের কোলে বালক যেমন । ৭০ ।

আত্মন্যেব পরাত্মানং ভক্তিযোগেন পশ্যতঃ ।
আত্মারামস্য নির্ব্বাণমাত্মন্যেব প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭১ ।

ভক্তিযোগে তন্ময় হইয়া যেই জন
আত্মমধ্যে পরমাত্মা করে দরশন ;
আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, নাহি বাহ্যজ্ঞান,
তাহার আত্মার মাঝে বিরাজে নির্ব্বাণ । ৭১ ।

কামোঽনুবৃত্তির্নরকোঽস্তি পন্থাঃ
মার্গোঽপবর্গস্য চ ভক্তভক্তিঃ ।
যেনেষ্টসিদ্ধির্ব্রজ তেন জীব
দ্বাবিহ মার্গৌ শ্রুতলক্ষণৈব ॥ ৭২ ॥

ঘোর নরকের পথ কামে অভিরতি,
মহানির্ব্বাণের পথ শ্রীকৃষ্ণে ভকতি ;
সম্মুখে এ দুই পথ দেখ ওরে মন !
যাহা ইষ্ট সেই পথে করহ গমন । ৭২

যো মুহুর্বার্য্যমাণোঽপি ভূয়এব প্রবর্দ্ধতে ।
কামাগ্নেস্তস্য শমনং কেবলং স্মরণং হরেঃ ॥ ৭৩ ॥

নিবারিতে যত তারে কর প্রাণপণ,
দুরন্ত দুর্জ্জয় কাম না মানে বারণ ;
এ ভীষণ হুতাশন করিতে শমন,
একমাত্র শান্তি-বারি হরির স্মরণ । ৭৩ ।

ভব পঞ্চতপা জীব ! ভবে কামানলৈর্বৃতে ।
অসিধারাব্রতমিদং চর বা ভব ভস্মসাৎ ॥ ৭৪ ॥

—চারিদিকে কামানল জ্বলে ঘোরতর,
তারি মাঝে বসি' জীব ! পঞ্চতপ কর ;
এই অসিধারাব্রত যদি নাহি কর,
তবে এ অনলকুণ্ডে জ্বলে পুড়ে মর (১) । ৭৪ ।

---

(১) 'পঞ্চতপ'—গ্রীষ্মকালে চারিদিকে চারিটী অগ্নি জ্বালিয়া, সূর্য্যের দিকে স্থিরদৃষ্টি হইয়া যোগসাধন করাকে 'পঞ্চতপ' বলে। 'অসিধারাব্রত'—যুবক-যুবতী একাসনে বসিয়া যোগসাধন করিবে, অথচ মুগ্ধস্বভাব দুইটী শিশুর ন্যায় উভয়ের মন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকিবে, এইরূপ তপস্যাকে 'অসিধারাব্রত' বলে। অসিধারা অর্থাৎ খড়্গের সুতীক্ষ্ণ ধার। সুতীক্ষ্ণ খড়্গের ধারে গাত্রের সংঘর্ষণের ন্যায় এই ব্রত অতি দুষ্কর ; তাই ইহার নাম 'অসিধারাব্রত'।

"যুবা যুবত্যা সার্দ্ধং যন্মুগ্ধভর্তৃবদাচরেৎ ।
অন্তর্নির্বিকারসঙ্গঃ স্যাৎ অসিধারাব্রতং হি তৎ ॥"

भक्तिपूर्णो हि यस्यात्मा पूर्णं तस्याखिलं जगत् ।
भक्तिशून्यस्य यस्यात्मा शून्यं तस्याखिलं जगत् ॥ ७५ ॥

হরিভক্তি-পূর্ণ হয় হৃদয় যাহার,
তাহার নিকটে পূর্ণ এ বিশ্বসংসার ;
হরিভক্তি-শূন্য হয় হৃদয় যাহার,
তাহার নিকটে শূন্য এ বিশ্বসংসার । ৭৫ ।

अन्तर्यस्य हरिस्तस्य सर्वं ज्योतिर्मयं जगत् ।
नान्तर्यस्य हरिस्तस्य सर्वमेव तमोमयम् ॥ ७६ ॥

বিরাজে আত্মার মাঝে যার নারায়ণ,
তার কাছে জ্যোতির্ম্ময় নিখিল ভুবন ;
না হেরে হৃদয়ে যেই সেই নারায়ণ,
তার কাছে তমোময় নিখিল ভুবন । ৭৬ ।

यो हि विष्णुमयं विश्वं पश्यन्नपि न पश्यति ।
चक्षुष्मानपि जन्मान्धो जीवन्नपि स वै मृतः ॥ ७७ ॥

বিষ্ণুময় চরাচর সমস্ত ভুবন,
দেখিয়াও নাহি দেখে যেই মূঢ় জন ;
চক্ষু থাকিতেও সেই জন্মান্ধ নিশ্চয়,
প্রাণ থাকিতেও সেই মৃত হ'য়ে রয় । ৭৭ ।

ये हृच्छयं नैव विदन्ति देवं
तं दूरतीर्थेषु च मार्गयन्ति ।
मन्दाकिनीं हारि विहाय हा ते
काङ्क्षन्ति तोयं मृगतृष्णिकायाम् ॥ ७८ ॥

হৃদেই আছেন হরি তাহা না জানিয়া
দূরতীর্থে মরে যারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ;
মন্দাকিনী ছাড়ি তারা ঘরের দুয়ারে
মৃগতৃষ্ণিকায় হায় ! জল আশা করে । ৭৮ ।

विहाय गोविन्दपदेऽनुरक्तिं
पुष्णाति मूढो ममतां भवे यः ।
छित्वा स नूनं सुरपुष्पमालां
व्यालीं विषोग्रां हृदये दधाति ॥ ७९ ॥

গোবিন্দ-চরণে ভক্তি ছাড়ি যেই জন
সংসারে মমতা হায় ! করয়ে স্থাপন ;
পারিজাত-মালা ফেলি' সেই মূঢ় জন
কালসাপিনীরে বক্ষে করে আলিঙ্গন । ৭৯ ।

रागोग्रग्राहकलिले सलिले विषयाभिधे ।
मा मज्ज मज्ज मा जीव जीवनं यदि वाञ्छसि ॥ ८० ॥

রাগরূপী জলজন্তু বড়ই ভীষণ,
বিষম বিষয়-জলে করে বিচরণ (১) ;
ডুব না ডুব না তাহে করি নিবারণ,
রে জীব ! জীবন যদি করিবে ধারণ । ৮০ ।

वैकुण्ठो राजते यत्र वाञ्छाकल्पतरुर्हरिः ।
भक्तिरेव तमारोढुमेका सोपानपद्धतिः ॥ ८१ ॥

(১) 'রাগরূপী'—বিষয়বাসনারূপ। রাগ—বিষয়ভোগে আসক্তি। বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু।

বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি বিরাজে যথায়,
সে বৈকুণ্ঠধামে যেবা উঠিবারে চায় ;
একমাত্র ভক্তি তার জানিবে সোপান,
ভক্তিপথে হাতে হাতে মিলে ভগবান্ । ৮১ ।

विनिर्म्मिते हेमसुमेरुशृङ्गैः
त्रैलोक्यसारैः खचितेऽपि रत्नैः ।
न मन्दिरेऽसौ समुदेति देवो
हृदेव भक्तस्य गृहं तदीयम् ॥ ८२ ॥

সুমেরুর স্বর্ণশৃঙ্গ করি' আহরণ,
অপূর্ব্ব মন্দির তাহে করহ গঠন ;
যাহা কিছু সার রত্ন আছে ত্রিভুবনে,
সে সকল দিয়া তাহা সাজাও যতনে ;
তবু তাহে দেবতার না হয় উদয়,
মন্দির কেবল তাঁর ভক্তের হৃদয় । ৮২ ।

न प्रीयते सुरवनीरमणीयपुष्पैः
न प्रीयते सकलगाङ्गजलैरपीशः ।
हृत्पङ्कजं विमलभक्तिरसार्द्रमेव
प्रीतिं हि भक्तदयितस्य करोति तस्य ॥ ८३ ॥

সমস্ত গঙ্গার জলে নন্দনের ফুলে
পূজিলেও হরি নাহি চান মুখ তুলে ;
ভক্তি-জলে ভিজাইয়া হৃদয়-কমল—
দিলেই হয়েন তুষ্ট ভকতবৎসল । ৮৩ ।

चेतश्चिन्तय रे नित्यं चिन्तामणिधनं हरिम् ।
तदन्यदखिलं विद्धि स्वप्नलब्धं यथा धनम् ॥ ८४ ॥

নিত্য চিন্তা কর মন ! চিন্তামণি হরিধন
যে ধনের নাহিক নিধন,
যাহা কিছু দেখ আর সকলি অলীক তার
স্বপ্নলব্ধ ধনের মতন । ৮৪ ।

जीव जीव चिरं जीव हरिभक्तिसुधां पिब ।
हरिभक्तिसुधां पीत्वा सद्यो मृत्युञ्जयो भव ॥ ८५ ॥

চিরঞ্জীব হও জীব ! কৃতান্তে কি ভয় ?
হরিভক্তি-সুধা পিয়া হও মৃত্যুঞ্জয় । ৮৫ ।

किं जिह्वया हरिगुणालपनालसा या
किं वा करेण हरिकार्य्यपराङ्मुखेन ।
नेत्रेण किं हरिविलोकनवञ्चितेन
श्रोत्रेण किं हरिकथाश्रवणालसेन ॥ ८६ ॥

প্রেমে আর্দ্র হোয়ে যে না হরিগুণ গায়,
কিবা প্রয়োজন বল ! সেই রসনায় ?
হরির পূজায় যে না রত অনুক্ষণ,
সে হস্ত থাকিয়া বল ! কিবা প্রয়োজন ?
সর্ব্বত্র হরিকে যে না করে দরশন,
কি ফল থাকিয়া বল সেরূপ নয়ন ?
সাদরে যে হরি-কথা না করে শ্রবণ,
সে কর্ণ থাকিয়া বল ! কিবা প্রয়োজন ? । ৮৬ ।

सर्व्वेन्द्रियैः सर्व्वविधैरुपायैः
सर्व्वप्रयत्नेन च सर्व्वथा तथा ।
सर्व्वोपचारैः खलु सर्व्वदैव
सर्व्वेश्वरः श्रीहरिरेव सेव्यः ॥ ८७ ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, সমস্ত যতন;
সমস্ত শকতি তব, সমস্ত সাধন,
সর্ব্বেশ্বর-হরি-পদে কর সমর্পণ,
রে জীব ! করিবে যদি শ্রীহরি-সেবন। ৮৭।

त्वां पश्यत्युपगूहते परिजपत्याभाषते क्रीडति
त्वामाजिघ्रति संशृणोति रसयत्यासेवते ध्यायति ।
त्वामेवं सकलेन्द्रियैकविषयं हे कृष्ण नक्तन्दिवम्
भक्तास्ते कुरुते रहः प्रणयिनी लब्ध्वा यथा वल्लभम् ॥ ८८ ॥

ভক্ত সদা তোমাকেই করে দরশন,
তব রূপে তব ধ্যানে থাকে নিমগন,
কৃষ্ণ হে ! তোমাকে হৃদে করে আলিঙ্গন,
তোমারি সেবায় আত্মা করে সমর্পণ,
প্রাণভরে তোমাকেই করে আস্বাদন,
তোমা বিনা অন্য কথা করে না শ্রবণ,
তোমারি মধুর গন্ধ করয়ে আঘ্রাণ,
তব সম্ভাষণ করে তোমাকে আহ্বান,
বিরলে নায়িকা যথা বল্লভের প্রতি,
সমস্ত ইন্দ্রিয় সঁপে তোমাতে তেমতি (১)। ৮৮।

---

(১) প্রিয়তমের জন্য নায়িকার মনে যেরূপ জ্বলন্ত তৃষ্ণা ও অতিমাত্র

ভক্তস্যৈব সদাহ্বানং শৃণোতি মধুসূদনঃ ।
আহ্বানং ভক্তিশূন্যস্য শূন্যএব বিলীয়তে ॥ ৮৯ ॥

ভক্তিভাবে যে তাঁহারে করয়ে আহ্বান,
তাহারি আহ্বানে কর্ণ দেন ভগবান্ ;
ভক্তিশূন্য শুষ্ক কণ্ঠে ডাকিলে তাঁহায়,
না পঁহুছে তাঁর কাছে, শূন্যে লয় পায় । ৮৯ ।

যেনৈব নাম্না ননু যত্র তত্র
ভক্ত্যা তমুদ্দিশ্য বলিং প্রযচ্ছ ।
স তৎপদং যাস্যতি বিশ্বমূর্ত্তেঃ
ব্যাপ্তং যতো বিশ্বমিদং পদেন ॥ ৯০ ॥

যে নামে যেখানে ইচ্ছা হইবে তোমার,
ভাই রে ! তাঁহারে তুমি দাও উপহার ;
ভক্তিভাবে যথা ইচ্ছা যে নামেই দিবে,
তব উপহার তাঁর পদেই পড়িবে ;
বিশ্বরূপ বিশ্বাধার বিভু নারায়ণ
পদতলে জুড়িয়া আছেন ত্রিভুবন । ৯০ ।

ভক্তহৃন্মন্দিরং তস্য বৈকুণ্ঠভবনং হরেঃ ।
যত্রৈব ভগবদ্ভক্তিস্তত্রৈব ভগবান্ হরিঃ ॥ ৯১ ॥

উন্মাদ জন্মে, ভগবানের জন্য ভক্তেরও সেইরূপ তৃষ্ণা ও উন্মাদ জন্মে। সেই সর্ব্বেশ্বরের জন্য উন্মত্তভাবে সাধনা করাকেই 'আরাধনা' বলে। 'রাধা' অর্থাৎ মূর্ত্তিমতী আরাধনা এবং 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্। রাধা-কৃষ্ণের ইহাই রহস্য।

ভক্তের হৃদয় দিব্য বৈকুণ্ঠভবন,
নিত্য বিরাজেন যথা দেব নারায়ণ ;
সেই ভগবানে ভক্তি যেখানেই রয়,
সেইখানে ভগবান্ হরিও নিশ্চয় । ৯১ ।

अनन्तभक्तहृदयानन्तशय्यातले सदा ।
योगनिद्रां स भजते सह लक्ष्म्या जनार्दनः ॥ ৯২ ॥

অনন্ত ভক্তের হৃদে অনন্ত-শয়নে,
যোগনিদ্রা যান হরি কমলার সনে (১) । ৯২ ।

आभोगं पूर्णचन्द्रस्य प्रतिपत्कलया यथा ।
पूर्णं ब्रह्म विजानीयादंशमात्रेण वै तथा ॥ ৯৩ ॥

প্রতিপদে কলামাত্র করি দরশন,
পূর্ণচন্দ্রমার মূর্ত্তি বুঝিবে যেমন ;
অংশমাত্র নিরখিয়া বুঝিবে তেমন,
অনন্ত-শকতি পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ । ৯৩ ।

अखण्डमण्डलाकारः पूर्णः कृष्णसुधाकरः ।
भक्तस्यैव हृदाकाशे नित्यमेव प्रभासते ॥ ৯৪ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার সুধার আকর,
পূর্ণ সনাতন সেই কৃষ্ণ-সুধাকর ;

---

(১) 'অনন্ত-শয়নে'—অনন্ত-শয্যায়। বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা ভজনা করেন,—ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ পুরুষ অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়মধ্যে পরম সুখে বিশ্রাম করেন। অনন্ত ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার অনন্ত-শয্যা অর্থাৎ চির-বিশ্রাম-মন্দির।

ভক্তের হৃদয়াকাশে হইয়া উদয়,
বিস্তার করেন জ্যোতি দিব্য সুধাময়। ৯৪।

प्रसुप्तेष्वपि जागर्त्ति योऽव्यक्तमहदादिषु।
नित्यबुद्धश्चिदानन्दो हृदि भातु स मे हरिः॥ ९५॥

অব্যক্ত মহৎ আদি বিশ্বকাণ্ড যত
প্রসুপ্ত হলেও যিনি রহেন জাগ্রত;
নিত্যই প্রবুদ্ধ যিনি চিদানন্দময়,
সেই কৃষ্ণ হৃদে মোর হউন উদয় (১)। ৯৫।

राक्षसीव भवेन्माया भोगो नरकभोगवत्।
कामो विषवदाभाति कृष्णभक्त्युदये नृणाम्॥ ९६॥

শ্রীকৃষ্ণে ভকতি হৃদে হইলে উদয়,
মায়াকে রাক্ষসী হেন মনে জ্ঞান হয়;
ভোগ-সুখ মনে হয় নরক-সমান,
বিষম বিষের ন্যায় কাম হয় জ্ঞান। ৯৬।

यथा स्पर्शमणिस्पर्शात् लौहं भवति काञ्चनम्।
श्वपाकोऽपि भवेद्विप्रः श्रीहरिस्मरणात्तथा॥ ९७॥

লৌহও সুবর্ণ হয় পরশ পাথরে,
চণ্ডালেও হয় বিপ্র যদি হরি স্মরে। ৯৭।

---

(১) 'অব্যক্ত'—সূক্ষ্ম; 'মহৎ'—স্থূল; 'প্রসুপ্ত'—বিলীন। মহাপ্রলয়-কালে স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই লয় পায়, কেবল নারায়ণ অর্থাৎ মহাকালের লয় নাই।

भवेऽस्मिन् जन्ममरणरोगशोकाद्युपप्लुते ।
केवलं भगवद्भक्तिर्मुक्तिक्षेत्रं हि देहिनाम् ॥ ९८ ॥

জন্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক নিরন্তর,
সমস্ত সংসার তাহে হের ! জরজর ;
একমাত্র ভক্তি সেই দেব নারায়ণে,
জীবের মুক্তির ক্ষেত্র জানিবে ভুবনে । ৯৮ ।

মধ্বাশয়া শ্রয়সি কিং সংসারবিষপাদপম্ ।
भज कृष्णपदाम्भोजमयि चेतोमधुव्रत ॥ ९९ ॥

এ সংসার বিষবৃক্ষ জানিবে ভীষণ,
ইথে কেন মধু-আশে করিছ ভ্রমণ ;
ভজ কৃষ্ণপদাম্বুজ, পূর্ণ হবে আশা,
মন-মধুকর ! তোর ঘুচিবে পিয়াসা । ৯৯ ।

असारं खलु संसारं वीक्ष्य कायं च भङ्गुरम् ।
नित्यानन्दमयं कृष्णपदमाश्रय रे मनः ॥ १००

বিনশ্বর এ সংসার সকলি অসার,
অনিত্য এ দেহ তব নহে আপনার ;
ইহা ভাবি ভজ মন ! সেই সনাতন,
অভয় আনন্দময় হরির চরণ । ১০০ ।

वाताभ्रविभ्रमनिभे विभवे भवेऽस्मिन्
यः सौख्यबुद्धिमतिमन्दमतिः करोति ।
आकाशपुष्पपरिकल्पितमेव माल्यं
नूनं स धारयितुमिच्छति कण्ठदेशे ॥ १०१

সন্ধ্যা-মেঘ-শোভা-সম ভবের বিভব,
তাহে সুখ-আশা করে যে মূঢ় মানব,
আকাশ-কুসুমে মালা গাঁথিয়া সে জন
বাঞ্ছা করে নিজ কণ্ঠে করিতে ধারণ। ১০১।

घोरसंसारदावाग्नौ किं पतस्यमृतामयया ।
चेतश्चकोर पिब रे कृष्णचन्द्रसुधारसम् ॥ १०२ ॥

রে মন-চকোর! তুমি সুধার আশায়
সংসার-দাবাগ্নিমাঝে ধাইতেছ হায়!
একান্ত পিপাসা যদি করিবে নির্ব্বাণ,
কৃষ্ণচন্দ্র-সুধারস কর গিয়া পান। ১০২।

लोकं शोकहतं वीक्ष्य हाहाकारसमाकुलम् ।
अशोकं भज रे चेतस्तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ १०३

শোকে হ'য়ে জ্ঞানহারা সমস্ত সংসার
যাতনায় নিরবধি করে হাহাকার;
ভবের দুর্গতি এই হেরি ওরে মন!
ভজ সেই শোকহারী হরির চরণ। ১০৩।

मोहोत्तमकटाहे किं पच्यसे मीनवन्मनः ।
कृष्णप्रेममये मज्ज तापवारिणि वारिणि ॥ १०४ ॥

ওরে মন! মোহরূপ জ্বলন্ত খোলায়
মৎস্য সম হও কেন ভাজাভাজি তায়;
কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বতাপ করে নিবারণ,
এ জ্বালা জুড়াও তাহে হইয়া মগন। ১০৪।

सानन्दं पिब रे जीव कृष्णभक्तिरसामृतम् ।
भव मृत्युञ्जयः सद्यः कृतान्तात् किन्नु ते भयम् ॥ १०५ ॥

কৃষ্ণভক্তি-সুধা পিয়া হও মৃত্যুঞ্জয়,
কি ভয় রে জীব ! তোর কৃতান্তে কি ভয় ? । ১০৫ ।

दुरन्तादन्तकात् त्राणं नितान्तं यदि वाञ्छसि ।
अनन्तचरणोपान्ते स्वान्त लीयस्व सत्वरम् ॥ १०६ ॥

নিতান্ত বাঁচিবে যদি কৃতান্ত-কবলে,
রে মন ! লুকাও শীঘ্র কৃষ্ণপদতলে । ১০৬ ।

भुक्तिमुक्तिप्रदं सर्व्वजीवनतापनिवारणम् ।
एकमेवाश्रयं चेतस्तद्विष्णोः पदमाश्रय ॥ १०७ ॥

একাধারে ভুক্তি মুক্তি যে করে প্রদান,
জীবের অশেষ তাপ যে করে নির্ব্বাণ,
সেই বিষ্ণুপদমাত্র ভবের আশ্রয়
ভজ মন ! ভক্তিভাবে হইয়া তন্ময় । ১০৭ ।

भवेद्‌ योनिसहस्रेषु भ्रमणे मे न वेदना ।
स्याच्चे कृष्णपदे भक्तिर्यदि जन्मनि जन्मनि ॥ १०८ ॥

সহস্র সহস্র যোনি করিতে ভ্রমণ,
অণুমাত্র কষ্ট আমি না করি গণন ;
জন্ম জন্ম কৃষ্ণপদে ভক্তি যদি রয়,
তবে আর জনমে মরণে কিবা ভয় ? । ১০৮ ।

द्योततेऽविचला नित्यं ध्रुवतारा यथा दिवि ।
तथा कृष्णपदोपान्ते भक्तिरस्त्वचला मम ॥ १०९ ॥

যেমতি অনন্তকাল আকাশের গায়
ধ্রুবতারা অচল হইয়া শোভা পায় ;
শ্রীকৃষ্ণচরণতলে আমার তেমতি
থাকে যেন চিরকাল অচলা ভকতি । ১০৯ ।

পূরয়ন্নমৃতৈরাশাঃ সংহরন্ শোকতামসম্ ।
তাপহারী হৃদাকাশে কৃষ্ণচন্দ্রঃ প্রকাশতাম্ ॥ ১১০ ॥

সুধা-বরিষণে আশা করিয়া পূরণ, (১)
শোক-অন্ধকার সন্ত করিয়া হরণ,
অশেষ সন্তাপরাশি করিয়া বিনাশ,
কৃষ্ণ-চন্দ্র হৃদাকাশে হউন প্রকাশ । ১১০ ।

তদেব ভূতকল্যাণং যদেব কুরুতে হরিঃ ।
সর্ব্বশোকবিষঘ্নোঽয়মগদঃ পীয়তাং মনঃ ॥ ১১১ ॥

যা কিছু করেন হরি মঙ্গলনিধান,
সে শুধু সাধিতে সদা জীবের কল্যাণ ;
সর্ব্ব শোক-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান,
এ ঔষধ ভক্তিভাবে কর মন ! পান । ১১১ ।

শোকশল্যপ্রহারাণাং গাঢ়হৃন্মর্ম্মভেদিনাম্ ।
ভবেঽস্মিন্ ভগবদ্ভক্তিরেকমেব মহৌষধম্ ॥ ১১২ ॥

মর্ম্মভেদী শেল সম শোকের প্রহার,
তাহে নিত্য জীবগণ করে হাহাকার ;

(১) 'আশা'—শব্দে দিক্ ও মনোরথ বুঝায় ; চন্দ্রের পক্ষে আশা অর্থাৎ দিঙ্মণ্ডল ।

কৃষ্ণভক্তি একমাত্র মহৌষধ তায়,
যাহার সেবনে সব যাতনা জুড়ায়। ১১২ ।

বিহায় কৃষ্ণং করুণানিধানং
মূঢ়ো ভবে যঃ কুরুতে সুখাশাম্‌ ।
স্বচ্ছাম্বুপূর্ণাং সরিতং স হিত্বা
সমীহতে বারি মরীচিকায়াম্‌ ॥ ১১৩ ॥

করুণানিধান কৃষ্ণে ত্যজিয়া যে জন
এ ভবে সুখের আশা করয়ে স্থাপন ;
সে জন সুজলপূর্ণ নদী তেয়াগিয়া
মৃগতৃষ্ণিকায় ধায় জলের লাগিয়া । ১১৩ ।

রে জীব সদ্যোঽখিলতাপশান্ত্যৈ
শ্রীকৃষ্ণকল্পদ্রুমমাশ্রয় ত্বম্‌ ।
ত্রিতাপশান্তিঃ কিল তস্য মূলে
সদৈব কৈবল্যফলং স ধত্তে ॥ ১১৪ ॥

রে জীব ! অশেষ তাপ মোচনের তরে
শীঘ্র গিয়া ভজ কৃষ্ণ-কল্পতরুবরে ;
ত্রিতাপ-শান্তির ছায়া পাবে তার তলে,
সে বৃক্ষে কৈবল্য-ফল নিত্যকাল ফলে । ১১৪ ।

ন পুত্রদারান্‌ ন সুহৃন্‌ ন বন্ধূন্‌
যাচে ন চৌর্ঘ্যৈঃ কুলবিত্তমানান্‌ ।
ভক্তিস্তু হরে ত্বচ্চরণারবিন্দে
ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ ॥ ১১৫ ॥

চাহি না গৃহিণী সুত গৃহ পরিজন,
কুল মান সম্পদে নাহিক প্রয়োজন ;
এই ভিক্ষা দাও মোরে কৃষ্ণ দয়াময় !
জন্ম জন্ম তব পদে ভক্তি যেন রয়। ১১৫।

आहूतोऽपि मया मुहुर्वरद हे यन्नासि मे गोचरः
मद्भक्तेः स्खलनं हि तत् न हि कृपासिन्धोः स दोषस्तव ।
सा भक्तिर्यदि मेऽभविष्यदचला त्वय्येव गोविन्द हे
तन्नूनं भवरौरवार्त्तिरनिशं नैवाभविष्यन्मम ॥ ११६ ॥

ডাকিয়াও যে তোমার দেখা নাহি পাই,
সে মোর ভক্তির ক্রটি, তব দোষ নাই ;
সে ভক্তি থাকিত যদি তোমাতে কেশব !
ভুগিতে হ'ত না তবে এ ভব-রৌরব (১)। ১১৬।

प्रसादनीः शीलयतस्त्वतन्द्रः
मैत्र्यादिरूपा हृदि भावनास्ताः ।
उदेतु मे त्वत्कृपया विशोका
ज्योतिष्मती केशव सत्त्ववृत्तिः ॥ ११७ ॥

হে কৃষ্ণ ! একান্তভাবে করিয়া সাধনা—
চিত্তপ্রসাদনী মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনা ;
তোমারি প্রসাদে মোর হউক উদয়,
বিশোক সাত্ত্বিক ভাব নিত্য জ্যোতির্ম্ময় (২)। ১১৭।

---

(১) 'ভব-রৌরব'—সংসাররূপ নরক ; ঘোর নরকবিশেষের নাম 'রৌরব'।

(২) হে কৃষ্ণ ! চিত্তপ্রসাদকারিণী চারিটী ভাবনার সাধনা করিতে করিতে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার কৃপায় যেন সেই শোকবিরহিত

हरे न पापी सदृशो ममास्ते
न पापहारी सदृशस्तवास्ति ।
इत्येव चित्ते ननु चिन्तयित्वा
यद्रोचते तत् कुरु दीनबन्धो ॥ ११८ ॥

কেবা বল ! আছে পাপী আমি হে যেমন,
কেবা হরি ! পাপহারী তোমার মতন ;
দীনবন্ধু ! এই কথা ভেবো একবার,
তার পর কোরো তুমি যা ইচ্ছা তোমার। ১১৮।

জ্যোতির্ম্ময় স্থায়ী সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। যোগশাস্ত্রকারেরা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই চারি প্রকার ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন। (১) মৈত্রী,—সর্ব্বভূতে মিত্রতা, অর্থাৎ সমভাবে সকলেরই হিতকামনা এবং সকলেরই সুখে আনন্দ অনুভব করা ; (২) করুণা,—দুঃখিত প্রাণিমাত্রেরই দুঃখমোচনের জন্য ঐকান্তিক যত্ন ; (৩) মুদিতা,—পুণ্যশীলগণের পুণ্যকর্ম্মে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন ; (৪) উপেক্ষা,—পাপকার্য্য অনুমোদন না করা এবং পাপীর প্রতি ঘৃণা না করা। এই চারিটী ভাবনা 'চিত্তপ্রসাদনী' অর্থাৎ মনের সমস্ত মালিন্য দূর করিয়া মনকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল করে। একান্তভাবে প্রতিনিয়ত এই চারিটী ভাবনার অভ্যাস দ্বারা অন্তরাত্মা নির্ম্মল হইয়া এক অপূর্ব্ব শান্তিময়ী আনন্দময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থার নাম সাত্ত্বিক ভাব। মনুষ্য সেই অবস্থায় উপনীত হইলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশোক হয় অর্থাৎ সর্ব্বশোক হইতে মুক্তিলাভ করে ; এজন্য ঐ সাত্ত্বিক ভাবকে 'বিশোক' বলে। ঐ সাত্ত্বিক ভাবকে জ্যোতির্ম্ময়ও বলে ; স্বচ্ছ মণি যেমন সূর্য্যরশ্মির সংযোগে অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হয়, তেমনি নির্ম্মল সাত্ত্বিকভাবও দিব্য ব্রহ্মালোকে অপূর্ব্ব জ্যোতি ধারণ করে।

मीदन्तमम्लानहृतप्रबोधं
मां रक्ष हे कृष्ण जगत्प्रसूते ।
निद्रावसन्ने विवशे सुते किं
माता न संरक्षति तं निजाङ्के ॥ ११९ ॥

মোহনিদ্রাভরে আমি জ্ঞান হারাইয়া
অবসন্ন হ'য়ে ভবে পড়েছি ঢলিয়া ;
জগত-জননি হরি ! রাখ এ অজ্ঞানে,
মাতা কি রাখে না কোলে ঘুমন্ত সন্তানে ? । ১১৯ ।

एह्येहि जीवेश्वर जीवबन्धो
भवाब्धिमन्थोत्थितरत्नसार ।
हृदो निधिं त्वां हृदये निधाय
निमीलिताक्षो हृदि निर्विशामि ॥ १२० ॥

প্রাণের ঈশ্বর তুমি হৃদয়ের ধন,
ভব-জলধির তুমি অমূল্য রতন ;
এস হে প্রাণের বঁধু ! হৃদয়ে রাখিয়া—
হৃদয়ে ভুঞ্জিব তোমা নয়ন মুদিয়া । ১২০ ।

सूर्य्यो यथा कमलिनीं कुरुते प्रफुल्लां
तारापतिः कुमुदिनीं च यथा करोति ।
हे कृष्ण मे स्मृतिपथे समुदित्य तद्वत्
सत्यं हि मे हृदयमुत्पुलकं करोषि ॥ १२१ ॥

নলিনী তপনে যথা করি দরশন,
তারাপতি-দরশনে কুমুদী যেমন ;

সত্যই তেমনি কৃষ্ণ। স্মরণে তোমার
পুলকে প্রফুল্ল হয় হৃদয় আমার। ১২১।

श्रयन्ति परया भक्त्या ये परात्परमच्युतम्।
सर्व्वभूतहिताः सन्तो दुर्गाण्यतितरन्ति ते॥ १२२॥

পরম ভকতিভাবে হইয়া তন্ময়,
পরাৎপর সেই কৃষ্ণ যে করে আশ্রয়;
যে সাধুর সর্ব্ব জীবে সমান প্রণয়,
সমস্ত সঙ্কট সেই সুখে পার হয়। ১২২।

नित्यानुषङ्गी सन्तोषो भक्तिशान्तान्तरात्मनाम्।
कामोपहतचित्तानामसन्तोषः पदे पदे॥ १२३॥

হরিভক্তিরসে শান্ত যাহার অন্তর,
সন্তোষ জানিবে তার নিত্য-সহচর;
আর যার কামে সদা আকুলিত চিত,
পদে পদে অসন্তোষ তাহার নিশ্চিত। ১২৩।

सत्यीकरोषि मनः प्रतिपदं नित्यं यदीयां दयां
तं हा हन्त तथापि विस्मरसि किं कारुण्यसिन्धुं हरिम्।
तं प्राणं जगतां गतिं च परमां व्याप्य स्थितं रोदसी
बुद्ध्वाप्येवमनुत्तमं कथय किं मोहान्धवत् चेष्टसे॥ १२४॥

পদে পদে যাঁর দয়া হেরিছ রে মন!
সেই কৃপাসিন্ধু হরি ভুল কি কারণ?
জগতের প্রাণ তিনি অখিলের গতি,
ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব তাঁর অবস্থিতি;

জানিয়াও তাঁরে কেন মূঢ়ের মতন
ভব-মোহে ক্ষণে ক্ষণে হারাও চেতন ? । ১২৪ ।

कालाकालविचारणां न कुरुते नापेक्षते दीनतां
द्वेष्यस्तस्य न वा प्रियोऽस्ति शमनः सर्व्वं समं कर्षति ।
तं कालं विकराललोलरसनं दृष्ट्वाप्यदूरे स्थितं
जीव त्वं नरकान्तकारिचरणे नाद्यापि किं लीयसे ॥१२५॥

নাহি মানে কালাকাল না মানে বারণ,
কাকুতি মিনতি সে যে করে না শ্রবণ ;
প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাহি আছে তার,
সমভাবে সকলেরে করয়ে সংহার ;
করাল বিলোল জিহ্বা করিয়া বিস্তার,
সম্মুখে শমন ওই দেখ রে ! তোমার ;
এখনো যদি রে জীব ! বাঁচিবারে চাও,
নরকারি-পদে শীঘ্র কেন না লুকাও ? । ১২৫ ।

स्रोतस्वती वहति चेन्नयनप्रवाहैः
शोकस्य हन्त न तथाप्यवसानमस्ति ।
रे जीव रोदिषि भवेऽत्र कियच्चिरं वा
तूर्णं मुरारिपदमाश्रय शोकहारि ॥ १२६ ॥

স্রোতস্বতী বহে যদি নয়নসলিলে,
এ ভবে শোকের তবু অন্ত নাহি মিলে ;
রে জীব ! কত বা আর করিবে রোদন ?
ভজ সেই শোকহারী হরির চরণ । ১২৬

সুধাধারাধারে দশশতদলাম্ভোজনিলয়ে
নিমগ্নে মে জীবে বিগলিতভবাশেষবিষয়ঃ।
দ্রবীভূতঃ প্রেম্ণা মধুরহরিসংকীর্ত্তনরতঃ
কদাহং বৈ নেষ্যাম্যপি যুগসহস্রং নিমিষবৎ ॥ ১২৭ ॥

দশশতদল-চক্র সুধার আধার,
তাহে কবে হবে মগ্ন জীবাত্মা আমার ; (১)
নির্ব্বাণ হইবে সব সংসারের কাম,
গাইব প্রেমার্দ্র হৃদে শ্রীহরির নাম ;
গাইতে গাইতে যেন নিমেষের মত
কাটাইব কবে আমি যুগ শত শত। ১২৭।

---

(১) 'দশশতদল-চক্র' ইত্যাদি,—'দশশতদল-চক্র' অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রপত্র নামক চক্র। যোগশাস্ত্রকারেরা মানবদেহে যে ষট্‌চক্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সহস্রপত্র নামক চক্র ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত। এই চক্র সুধার আধারস্বরূপ ; ইহা নিরন্তর অমৃতরস নিঃসারণ পূর্ব্বক সমস্ত দেহ পোষণ করিয়া থাকে। জীবাত্মা এই চক্রমধ্যে অবস্থান করিলে অমৃতপ্রবাহে মগ্ন ও সমস্ত কামনা হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হইয়া ভগবৎসংগীতে আসক্ত হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত জীবাত্মার যখন এই শান্তিময়ী অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই ভগবৎসংগীতে সিদ্ধিলাভ হয়। যিনি ভক্তি-যোগে ভগবৎসংগীতে সিদ্ধিলাভ করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। এই জন্যই যোগশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—

"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণো লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি ॥"

অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা জপের কোটিগুণ ফললাভ হয় ; লয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির সমাধি দ্বারা ধ্যানের কোটিগুণ ফললাভ হয় ; গান দ্বারা লয়ের কোটিগুণ ফললাভ হয়। অতএব গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

छित्वा शृङ्खलबन्धनं दृढ़तरं सद्यो विहङ्गो यथा
वेगादुत्पतितः स्वजन्मविटपिक्रोड़ान्तरे लीयते।
निर्म्मुक्तो भवबन्धनात् सुविषमाज्जीवो मदीयस्तथा
हे नारायण ते पदाब्जनिलयस्यान्तः कदा मज्जति ॥ १२८ ॥

শিকল কাটিয়া টিয়া ধায় দ্রুতগতি,
জন্মতরু-ক্রোড়ে গিয়া লুকায় যেমতি;
তেমতি কাটিয়া কবে এ ভব-বন্ধন,
জীব মোর কৃষ্ণপদে হবে নিমগন। ১২৮।

मातृस्तन्यरसं यथैव रसयन् हित्वा विलापं शिशुः
सद्यः कामपि याति मोदमदिरानिद्रायमाणां दशाम्।
कृष्णप्रेमसुधां पिबन्नपि तथा कामप्यहो निर्वृतिं
संलीनाखिलरोगशोकनिचयः प्राप्नोति लोकोऽचिरात् ॥ १२९ ॥

বালক পাইবামাত্র জননীর স্তন,
অমনি ভুলিয়া যায় রোদন যেমন;
কি এক আনন্দমদে বিভোর হইয়া
নড়ে না চড়ে না থাকে নয়ন মুদিয়া;
তেমনি যে করে হরিপ্রেম-সুধা পান,
রোগ শোক হয় তার সকলি নির্ব্বাণ,
সে জন হারায় জ্ঞান যোগনিদ্রাবশে,
বিভোর হইয়া রয় চিদানন্দরসে। ১২৯।

हरिपादाश्रिताः प्राणैर्न मुच्यन्ते कदाचन।
का भीतिर्वद रे चेतो जगदीश हरे जय ॥ १३० ॥

হরিপদাশ্রয় যেই জন লয়
সে কভু কি প্রাণে মরে,
কি ভয় কি ভয় বল রে হৃদয় !
"জয় জগদীশ হরে" । ১৩০ ।

ক্ষিপন্তি ভস্মনি ঘৃতং বাহ্যযজ্ঞপরা জনাঃ ।
প্রেমাগ্নাবাত্মহব্যেন প্রীয়তে জগদীশ্বরঃ ॥ ১৩১ ॥

বাহিরে বিবিধ যজ্ঞ করিয়া সাধন,
ভস্মেই কেবল ঘৃত ঢালে মূঢ়গণ ;
প্রেম-হুতাশনে দিলে আত্মাকে আহুতি,
প্রীত হন সেই যজ্ঞে জগতের পতি । ১৩১ ।

কুরু জীব মহাযজ্ঞং কৃষ্ণপ্রেমহুতাশনে ।
কৃষ্ণায় নম ইত্যুক্ত্বা নিক্ষিপাত্মানমাহুতিম্ ॥ ১৩২ ॥

রে জীব ! একান্ত যদি লভিবে নির্ব্বাণ,
তবে এই মহাযজ্ঞ কর অনুষ্ঠান ;
'যিনি যজ্ঞেশ্বর হরি, তাঁরি প্রেমানলে
আত্মাকে আহুতি দাও 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলে ।১৩২।

কুরু জীব মহাশ্রাদ্ধং পরমং পিতৃতর্পণম্ ।
বিশ্বপিত্রে মুকুন্দায় ভক্ত্যা হৃৎপিণ্ডমুৎসৃজ ॥ ১৩৩ ॥

রে জীব ! এ মহাশ্রাদ্ধ কর অনুষ্ঠান,
যাহে তব পিতৃলোক লভিবে নির্ব্বাণ ;
বিশ্বপিতা শ্রীহরিকে করি' আবাহন,
শ্রদ্ধায় হৃদয়-পিণ্ড কর নিবেদন । ১৩৩

আত্মা সমাহিতো যেন মুকুন্দচরণাম্বুজে।
কিং ভয়ং কিং ভয়ং তস্য কিং ভয়ং মরণাদপি॥ ১২৪॥

যে জন সঁপেছে মন হরির চরণে,
কি ভয় কি ভয় তার কি ভয় মরণে?। ১৩৪।

ত্বং মাতা ত্বং পিতা কৃষ্ণ পত্নী ভ্রাতা সুতঃ পতিঃ।
গতিস্ত্বমসি সর্ব্বস্বং চতুর্ব্বর্গোঽসি দেহিনাম্॥ ১২৫॥

তুমি মাতা তুমি পিতা দারা সুত ভাই,
তুমি পতি তোমা বিনা গতি আর নাই;
ধর্ম্ম অর্থ কাম তুমি সকল সম্পদ,
এ ভবে জীবের হরি! তুমি মোক্ষপদ। ১৩৫।

অখণ্ডমণ্ডলাকারস্তেজোব্যাপ্তচরাচরঃ।
কৃষ্ণচন্দ্রঃ সদা পূর্ণঃ স্বান্তধ্বান্তং নিহন্তু মে॥ ১২৬॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি নারায়ণ,
যাঁর তেজে ব্যাপ্ত এই নিখিল ভুবন;
সদা পূর্ণ যিনি সেই কৃষ্ণ-চন্দ্র মোর
হরুন মনের পাপ-অন্ধকার ঘোর। ১৩৬।

দৃষ্টোঽপি দৃশ্যসে নৈব ত্বং লব্ধোঽপি ন লভ্যসে।
পূর্ণং দর্শয় মে রূপং পূর্ণব্রহ্মন্ সনাতন॥ ১২৭॥

দেখি দেখি তবু দেখা পাই না যে হায়!
পাই পাই তবু নাহি পাই হে! তোমায়;
পূর্ণরূপে ওহে হরি! দাও দরশন,
হেরিব হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। ১৩৭।

ভবোচ্ছেদে যাবদ্‌হৃদয়মতিযত্নং প্রকুরুতে
মহামোহস্তাবদ্‌ভবনিগড়বন্ধং দৃঢ়য়তি।
অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ সকলশিবশক্তিপ্রদ হরে
যথাশেষঃ পাশঃ ক্ষয়তি ময়ি শক্তিং বিতর তাম্॥ ১৩৮॥

কাটিয়া ফেলিতে মন যত যত্ন করে,
এ ভব-বন্ধন তত জড়াইয়া ধরে;
এ কৃষ্ণ! হে নাথ! হরি! শিবশক্তিময়!
দাও শক্তি যাহে এ বন্ধন ছিন্ন হয়। ১৩৮।

ইহ ভবকারাভবনে পতিতম্
কর্ম্মনিগড়দৃঢ়বন্ধনসহিতম্।
পাপমলিনমতিমতিশয়দীনম্
ত্রাহি দয়াময় মাং গতিহীনম্॥ ১৩৯॥

এ সংসার-কারাবাস তাহে দৃঢ় কর্ম্ম-পাশ
দিবানিশি করিছে পীড়ন,
পাপেতে মলিন মন আমি দীন অশরণ
ত্রাণ কর পতিতপাবন!। ১৩৯।

হর পরমেশ্বর মম গুরুপাপম্
দীনদয়াময় খণ্ডয় তাপম্।
অশরণশরণং যমভয়হরণম্
দেহি জনার্দ্দন মম হৃদি চরণম্॥ ১৪০॥

পরমেশ! পাপভার কর হে হরণ,
দীনদয়াময়! তাপ কর নিবারণ;

যাহার পরশে দূরে পলায় শমন,
সেই পদ মম হৃদে দাও নারায়ণ!। ১৪০।

ধ্যায়তি যস্ত্বাং ভক্ত্যা হৃদয়ে
ন পততি স পুনঃ সংসৃতিনিরয়ে।
ন ভজতি মুক্তিং ভক্তিবিহীনঃ
চিরমিহ সীদতি রোদিতি দীনঃ ॥ ১৪১ ॥

যে তোমারে ভক্তিভরে ডাকে নারায়ণ!
এ ভব-নরকে আর পড়ে না সে জন;
ভক্তিহীন চিরদিন করে হাহাকার,
শোকভার আর তার নেত্রজল সার।১৪১।

যদি মম মানস বাঞ্ছসি মুক্তিম্
রজতধিয়া কিমু ভজসি শুক্তিম্।
পরিহর নশ্বরবিষয়পিপাসাম্
মুরহরচরণে কুরু চরমাশাম্ ॥ ১৪২ ॥

মায়ায় ভুলেছ হায়! তাই তুচ্ছ শুক্তিকায় (১)
করিয়াছ রজতের আশা,
যদি মুক্তি চাও শেষে ভজ সেই পরমেশে
ত্যজ মন! বিষয়পিপাসা। ১৪২।

জন্মজরামৃতিবারণহেতুম্
ভীমভবাম্বুধিতারণসেতুম্।

---

(১) 'শুক্তিকা'—ঝিনুক। চকচকে সাদা ঝিনুক দেখিয়া রূপা বলিয়া ভ্রম হয়।

একমমৃতমজমভয়মশেষম্
চিন্তয় হৃদয় সদা পরমেশম্ ॥ ১৪২ ॥

জনম-মরণ-কষ্ট সকলি হইবে নষ্ট
ভবভয় হইবে ভঞ্জন,
অভয় অমৃত অজ ভজ মন ! সদা ভজ
সেই সত্য নিত্য নিরঞ্জন । ১৪৩ ।

তারয় মামতিদীনং হীনম্
নব শরণাগতমগতিমধীনম্ ।
ত্বমসি পতিতজনতারণকারী
পাপবিষমবিষদাহনিবারী ॥ ১৪৪ ॥

হায় ! অসহায় আমি অতি দীনহীন,
তোমারি শরণাগত তোমারি অধীন ;
পাপতাপহারী তুমি পতিতপাবন,
দয়া কোরে এ পাপীরে তার নারায়ণ ! । ১৪৪

মুরহর বিশ্বেশ্বর নরকারে
মাং করুণাকর পাহি মুরারে ।
কুরু ময়ি করুণাং ভবভয়বিকলে
দেহি পদং ভয়হর পদকমলে ॥ ১৪৫ ॥

নরকারি ! হে মুরারি ! করুণানিধান !
ভয়হর ! বিশ্বনাথ ! কর পরিত্রাণ ;
এ ভব-সঙ্কটে পড়ি' হারায়েছি জ্ঞান,
অভয় চরণে তব দাও মোরে স্থান । ১৪৫ ।

संसारज्वलदङ्गारज्वालाशान्तिं यदीच्छसि ।
निर्भरं पिव रे जीव कृष्णभक्तिसुधां तदा ॥ १४६ ॥

জ্বলন্ত অঙ্গার সম এ ঘোর সংসার,
এ জ্বালা হইতে যদি পাইবি নিস্তার ;
কৃষ্ণভক্তি-সুধা পিয় আকণ্ঠ ভরিয়া,
রে জীব ! সকল জ্বালা যাবে জুড়াইয়া । ১৪৬ ।

कृष्णप्रेमाम्बुधौ स्नात्वा क्षालिताशेषकल्मषः ।
कैवल्यं गच्छ रे जीव सर्व्वशोकहरं परम् ॥ १४७ ॥

কৃষ্ণপ্রেম-সুধার্ণবে করিয়া মজ্জন,
অশেষ কলুষ-পঙ্ক করিয়া ক্ষালন ;
সত্য সনাতন পদ, মোক্ষ নাম যার,
রে জীব ! সে পদ শীঘ্র কর অধিকার । ১৪৭ ।

आधिव्याधितरङ्गसङ्गविषमे मायातमःसङ्कुले
चिन्ताक्षारजले प्रवृत्तिझटिकाक्षोभैर्मुहुस्ताड़िते ।
मग्नं भग्नबलं नितान्तविकलं भीमे भवाम्भोनिधौ
दीनं मां गतिहीनमुद्धर कृपालम्बेन विश्वम्भर ॥ १४८ ॥

ভীম ভব-পারাবার কুচিন্তা বিকট ক্ষার
রোগ শোক তরঙ্গ তাহার,
প্রবৃত্তি-ঝটিকা তাহে প্রচণ্ড বেগেতে বহে
মায়াজাল ঘোর অন্ধকার ;
নাহি বল নাহি তরি অকূল পাথারে মরি
তাই ডাকি ওহে দয়াময় !

তোমার করুণা-বল বিনা কে তারিবে বল ?
দীনজনে হও হে! সদয়। ১৪৮।

अपारसंसारपयोधिपारम्
नेतुं यदेका तरणी नराणाम्।
कीनाशपाशाभयडिण्डिमं तत्
चेतो भज श्रीहरिपादपद्मम्॥ १४९॥

অপার দুস্তর এই ভব-পারাবার,
একমাত্র তরী যাহা করিবারে পার ;
দুরন্ত কৃতান্ত-পাশ যে করে খণ্ডন,
ভজ মন! ভজ সেই শ্রীহরি-চরণ। ১৪৯।

अनन्तभूतेषु सदा ममत्वं
भवे वियोगस्य न विद्यतेऽन्तः।
अतो ह्यपारः किल शोकसिन्धुः
हरे त्वमेकोऽसि हि कर्णधारः॥ १५०॥

মমতা অনন্ত ভূতে জনমে সদাই,
এ সংসারে বিচ্ছেদের অন্ত নাহি পাই ;
অতএব শোকসিন্ধু অনন্ত অপার,
অকূল পাথারে হরি! তুমি কর্ণধার। ১৫০।

किं कालकूटमिव कामरसं निपीय
ज्वालावलीभिरनिशं परिदह्यसे त्वम्।
श्रीकृष्णभक्तिरससारसुधां निपीय
रे जीव तापमखिलं नय शान्तिमाशु॥ १५१॥

বিষম বিষয়-রস যেন হালাহল,
তাহা পিয়া কেন হও জ্বালায় বিকল ?
শীঘ্র জীব ! কৃষ্ণভক্তি-সুধা করি' পান
সংসারের সব জ্বালা করহ নির্ব্বাণ। ১৫১।

ग्रीष्मार्कभीष्मकरतप्तमरौविवास्मिन्
ज्वालामये बत भवे कुतएव शान्तिः।
श्रीकृष्णकल्पतरुपादमनन्तशान्ति-
च्छायासुशीतलतलं भज जीवपान्थ ॥ १५२

প্রচণ্ড নিদাঘ-সূর্য্যে তপ্ত মরুপ্রায়
জ্বালাময় এ সংসারে শান্তি কোথা হায় !
কৃষ্ণ-কল্পতরু-মূল কর রে ! আশ্রয়,
জীব-পান্থ ! চিরশান্তি বিরাজে যথায়। ১৫২।

त्वद्भक्तिसौभाग्यविवर्ज्जितः सन्
न कामये स्वर्गपुरेऽपि वासम्।
वसामि घोरे नरकेऽपि कीटैः
भक्तिर्हरे त्वच्चरणे यदि स्यात् ॥ १५३ ॥

তব পদে ভক্তিহীন হ'য়ে নারায়ণ !
স্বর্গেও করিতে বাস নাহি চায় মন ;
একান্ত ভকতি যদি থাকে ও চরণে,
নরকেও করি বাস কৃমিকীট সনে। ১৫৩।

पीत्वा चिदानन्दरसं त्वदीयं
मनो भवं कामयते न कृष्ण।

মন্দাকিনীদিব্যমৃণালসেবী
শম্বূকমন্বিষ্যতি কিং মরালঃ ॥ ১৫৪ ॥

তব চিদানন্দরস করিলে সেবন,
হরি হে! সংসার আর নাহি চায় মন;
মন্দাকিনী-সলিলের অমৃত-মৃণালে
সেবিয়া শম্বূক কভু চায় কি মরাল ?। ১৫৪।

ত্যক্ত্বা সহস্রাণ্যপি লোভনীয়া-
ন্যন্বেতি ভক্তো ভগবন্তমেব।
হিত্বা সহস্রাণি পয়স্বিনীনাং
গবাং যথা মাতরমেব বৎসঃ ॥ ১৫৫ ॥

শত শত প্রলোভনে ফিরেও না চায়,
একান্ত হৃদয়ে ভক্ত ভগবানে ধায়;
তেয়াগিয়া দুগ্ধবতী গাভী অগণন
মায়ের পশ্চাতে ধায় বাছুর যেমন। ১৫৫।

হা বিত্ত হা বিত্ত সদা ব্রুবন্তঃ
সর্ব্বাং ধরামর্থকৃতে ভ্রমন্তঃ।
পশ্যন্তি নো কৃষ্ণনিধিং পুরস্তাৎ
চিন্তামণিং বাঞ্ছিতকল্পবৃক্ষম্ ॥ ১৫৬

'হা অর্থ! হা অর্থ!'—সদা করে যেই জন,
অর্থ তরে ঘুরে মরে সমস্ত ভুবন;
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি চিন্তামণি ধন—
সম্মুখেই তবু সে না করে দরশন। ১৫৬।

यथा निशीथे स्तनितं निशम्य
शिशुः समालिङ्गति मातृवक्षः ।
श्रुत्वा तथा भीमभवार्त्तनादं
गाढं मनो धारय कृष्णपादम् ॥ १५७ ॥

কড়মড় বজ্রনাদ নিশীথে শুনিয়া
শিশু যথা মাতৃবক্ষ ধরে জড়াইয়া ;
এ সংসারে হাহাকার শুনিয়া তেমন,
দৃঢ়রূপে ধর মন ! হরির চরণ। ১৫৭ ।

कृष्णेतिनामाक्षरगाढमुद्रा
चिरं यदीये हृदये विभाति ।
सर्व्वत्र नित्यं ह्यकुतोभयोऽसौ
तत्राधिकारः शमनस्य नास्ति ॥ १५८ ॥

'কৃষ্ণ' এই নাম-মুদ্রা অক্ষয় অক্ষরে—
হৃদয়ে অঙ্কিত যার থাকে চিরতরে ;
সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে সে করে বিহার,
তাহাতে যমের আর নাহি অধিকার। ১৫৮ ।

गूढं माभैरिति गिरं व्यसनेऽभयदायिनीम् ।
श्रुत्वाश्वासपरीतात्मा भक्तो भवति ते हरे ॥ १५९ ॥

'মা ভৈ'-এই দৈববাণী অলক্ষ্য হইতে,
বিপদে তোমার ভক্ত পায় হে ! শুনিতে ;
হরি হে ! অমনি তার দূরে যায় ভয়,
বিপুল আশ্বাসে বুক দশ হাত হয়। ১৫৯ ।

भक्तेषु वर्षति हरिः कृपापीयूषसागरः
अविश्रान्तां शान्तिधारां धारां धाराधरो यथा ॥१६०॥

বরষায় ধারাধর ধরায় যেমন
অবিশ্রান্ত বারিধারা করে বরষণ ;
কৃপাসুধাসিন্ধু সেই হরিও তেমন
করেন ভক্তের হৃদে শান্তি বরষণ। ১৬০।

यथा वीजं विना क्षेत्रं वन्ध्यं धाराशतैरपि ।
तथा भक्तिं विना कर्म्म व्यर्थं यत्नशतैरपि ॥ १६१ ॥

যত কর করষণ যত ঢাল জল,
বিনা বীজে ক্ষেত্র কভু নাহি দেয় ফল ;
তেমতি ভকতি বিনা সুকার্য্যসকল
শত শত যতনেও না হয় সফল। ১৬১।

यस्य स्मरणमात्रेण लीयन्ते सर्व्वयातनाः ।
अमृतात्मा स देवो मे जागर्त्तु हृदि सर्व्वदा ॥ १६२ ॥

যাঁহারে বারেকমাত্র করিলে স্মরণ,
সমস্ত যাতনা দূরে করে পলায়ন ;
অপূর্ব্ব অমৃতময় সেই ভগবান্
করুন হৃদয়ে মোর নিত্য অধিষ্ঠান। ১৬২।

यथा भक्तस्य सर्व्वस्वं त्वमेव भगवन् हरे ।
तथा तवापि सर्व्वस्वं भक्तएव जनार्द्दन ॥ १६३ ॥

ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন তুমি হে যেমন,
ভক্তই সর্ব্বস্ব হরি ! তোমার তেমন। ১৬৩।

গেহিনী চ তনয়৷ জহাতু মাং
যাতি যাতু বিভবোঽথ বান্ধবঃ।
হে মুকুন্দ তব পাদপঙ্কজে
ভক্তিরেব ন জহাতু জাতু মাম্ ॥ ১৬৪ ॥

দারা সুত আদি মোরে করুক বর্জ্জন,
যায় যাক্ সম্পদ আত্মীয় পরিজন ;
হরি হে! ভকতি পদকমলে তোমার
কভু যেন নাহি মোরে করে পরিহার। ১৬৪।

শূলং সমারোপয়তাং বপুর্মে
শস্ত্রৈঃ সুতীক্ষ্ণৈরথবা ছিনত্তু।
আত্মা হরৌ ন্যস্ততএব চেন্মে
ব্যর্থো ময়ি স্যাদপি কালদণ্ডঃ ॥ ১৬৫ ॥

শূলে কেহ দেহ মোর করুক প্রদান,
তীক্ষ্ণ শস্ত্রে অথবা করুক খান খান ;
তোমাতে সঁপিলে আত্মা কিবা ভয় কারে ?
যমদণ্ড সেও মোর কি করিতে পারে ?। ১৬৫।

উন্মত্তমেব ভুবনান্যপি মন্বতাং মাং
নিন্দন্তু মামুপহসন্ত্বথবা স্তুবন্তু।
চেতাত্মমোদমদিরাহৃতচেতনঃ স্যাম্
নিন্দাস্তবোপহসিতানি ন মাং স্পৃশেয়ুঃ ॥ ১৬৬ ॥

পাগল বলিয়া লোকে যদি পরিহরে,
নিন্দা বা প্রশংসা কিম্বা উপহাস করে ;

স্তুতি নিন্দা উপহাস না লাগিবে গায়,
চিদানন্দে যদি মোর বাহ্যজ্ঞান যায় । ১৬৬ ।

নবং নবং মে ব্যসনং ভবেঽস্মিন্
ত্বয্যেব ভক্তিং সুদৃঢ়ীকরোতু ।
দিবস্মৃতানীব তব প্রসাদাৎ
পুষ্পাণি দুঃখানি ভবন্তু নাথ ॥ ১৬৭ ॥

এ সংসারে নিত্য নিত্য নূতন নূতন—
আপদ বিপদ কত ঘটে অগণন ;
সে সকলে কভু আমি না হ'য়ে কাতর
তোমাতেই ভক্তি যেন করি দৃঢ়তর ;
সমস্ত বিপদ নাথ ! তোমারি কৃপায়
পুষ্পবৃষ্টি সম যেন ধরি হে ! মাথায় । ১৬৭ ।

সর্ব্বমেব হরেরিচ্ছা ভাবাভাবৌ সুখাসুখে ।
সর্ব্বচিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ পীয়তাং মনঃ ॥ ১৬৮ ॥

সকলি হরির ইচ্ছা জীবন মরণ,
বিপদ সম্পদ সুখ দুঃখ অগণন ;
এ বিশ্বাস সর্ব্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে,
এ হেন ঔষধ মন ! পিয় ভক্তিভরে । ১৬৮ ।

কুতো দুঃখভয়স্তস্য ব্রহ্মলোকেঽপি তিষ্ঠতঃ ।
অস্তি নৈকান্তিকো যস্য ভাবঃ সর্ব্বেশ্বরে হরৌ ॥ ১৬৯ ॥

সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির চরণে যে জন
একান্ত ভকতি নাহি করয়ে স্থাপন ;

ব্রহ্মলোকে যদিও সে করে অবস্থান,
তথাপি দুঃখের তার নাহি অবসান। ১৬৯।

स देवो भावनायोगयान्तश्शुद्धेऽन्तरात्मनि ।
स्थिरनिर्म्मलकासारे शशाङ्क इव भासते ॥ १७० ॥

ধ্যানযোগে শান্ত শুদ্ধ যাহার হৃদয়,
তাহাতেই শ্রীহরির জানিবে উদয় ;
জলাশয় হয় যদি স্থির নিরমল,
তাহারি গরভে শোভে শশাঙ্কমণ্ডল। ১৭০।

किं तीर्थैः किं तपोयज्ञैः किं सन्ध्याश्राद्धतर्पणैः ।
हृदये रसनायाञ्च हरिरेवास्ति चेत् सदा ॥ १७१ ॥

হরিই হৃদয়ে যার সদাই ভাবনা,
হরি বিনা বাণী যার না জানে রসনা ;
তীর্থ তপ যাগ সন্ধ্যা শ্রাদ্ধ বা তর্পণ,
এ সকলে বল ! তার কিবা প্রয়োজন ?। ১৭১।

मोहमूलमहङ्कारशाखं दुःखफलप्रदम् ।
हरिभक्तिं विना नास्ति शस्त्रं छेत्तुं भवद्रुमम् ॥१७२॥

মায়াময় ভব-বৃক্ষ মোহ মূল যার,
রোগ শোক ফল যার শাখা অহঙ্কার ;
সমূলে এ বিষবৃক্ষ করিতে সংহার
হরিভক্তি একমাত্র জানিবে কুঠার। ১৭২

यो भक्तो येन भावेन भगवन्तमभीप्सति ।
तद्देति तस्य तेनैव सर्व्वभावमयो हरिः ॥ १७३ ॥

যে ভক্ত যে ভাবে তাঁরে করে আবাহন,
সেই ভাবে তারে তিনি দেন দরশন ;
ভকতবৎসল হরি সর্ব্বভাবময়,
সর্ব্বরূপে সর্ব্বস্থানে তাঁহার উদয় । ১৭৩ ।

কারুণ্যসিন্ধোঽখিলজীববন্ধো
হরে কদোদেষ্যসি মে হৃদব্জে ।
অহম্মতির্যাস্যতি বীতশোকো
দ্রক্ষ্যামি চানন্দময়ং সমস্তম্ ॥ ১৭৪ ॥

হরি হে জীবের বন্ধু ! অপার করুণাসিন্ধু !
হৃদয়কমলে কবে হবে হে ! উদয় ?
ঘুচে যাবে 'আমি' বলা জুড়াবে সকল জ্বালা
সকলি হেরিব কবে সদানন্দময় । ১৭৪ ।

পাপাপহারী নরকান্তকারী
নিস্তারকারী যমভীতিহারী ।
সংসারবারাংনিধিকর্ণধারী
চিত্তে সদোদেতু স মে মুরারিঃ ॥ ১৭৫ ॥

ভবের কাণ্ডারী যিনি নিস্তারকারণ,
নরকান্তকারী যমভয়নিবারণ ;
সর্ব্বপাপহারী সেই হরি দয়াময়,
সদাই হৃদয়ে মোর হউন উদয় । ১৭৫ ।

ওঙ্কারমূর্ত্তিস্ত্বমনন্ত বিষ্ণো
বিভর্ষি মূর্ত্তিত্রিতয়েন বিশ্বম্ ।

ত্বাং যোগিনোঽনাহতচক্রমধ্যে
নিত্যং বিচিন্বন্তি সমাধিযোগাৎ॥ ১৭৬।

ওঙ্কারমূরতি তুমি ওহে নারায়ণ!
ত্রিমূর্ত্তি হইয়া বিশ্ব করিছ ধারণ;
অনাহত-চক্র-মাঝে যোগী ঋষিগণ
তোমাকে ওঙ্কাররূপে করে দরশন (১)। ১৭৬।

বসন্ বিদূরেঽপি বসস্যদূরে
জরাবিহীনোঽসি পুরাতনোঽপি।
দুঃখৈরধৃষ্যোঽপি দয়াময়োঽসি
কস্তে স্বরূপং বদ বেদ কৃষ্ণ॥ ১৭৭॥

অতিদূরে আছ তবু নিকটেই রও,
পুরাণ পুরুষ কিন্তু জরাগ্রস্ত নও;
দুঃখের অতীত কিন্তু দয়ার আশ্রয়,
হরি হে! স্বরূপ তব কে করে নির্ণয়? (২)। ১৭৭।

অনাদিমধ্যো জগদাদিমধ্যো
নিরন্তকস্ত্বং জগদন্তকোঽপি।

(১) 'অনাহত চক্র'—(বৈষ্ণবলক্ষণ, ৮ পৃষ্ঠা, ১৭নং শ্লোকের টীকা দেখ।)

(২) 'অতিদূরে আছ'—অর্থাৎ তুমি সকলের অন্তর্যামী বলিয়া সকলের হৃদয়মধ্যেই বাস করিতেছ, অথচ বাক্যমনের অগোচর বলিয়া সকলের দূরে রহিয়াছ। 'পুরাণ পুরুষ কিন্তু জরাগ্রস্ত নও'—অর্থাৎ তুমি অনাদি চিরন্তন পরমপুরুষ, কিন্তু কখনই জীর্ণ হও না, আর সমস্তই পুরাতন হইলে জীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তুমি অনন্তকালই অজরভাবে আছ। 'দুঃখের অতীত কিন্তু দয়ার আশ্রয়'—যাহার দয়া আছে সে পরের দুঃখে নিজে দুঃখবোধ করে, কিন্তু তুমি দয়াময় হইয়াও স্বয়ং দুঃখের অতীত।

অগম্যরূপোঽপি সমাধিগম্যঃ
কস্তে স্বরূপং বদ বেদ কৃষ্ণ ॥ ১৭৮ ॥

জগতের আদি মধ্য তুমি ভগবান্ !
কিন্তু তব আদি মধ্য নাহি বিদ্যমান ;
তুমি হে ! অনন্ত কিন্তু বিশ্ব অন্ত কর,
অগোচর কিন্তু তুমি ধ্যানের গোচর ;
অচিন্ত্য স্বরূপ তব অনন্ত মহিমা,
কে জানিবে তব তত্ত্ব কে করিবে সীমা ? । ১৭৮ ।

যথৈব সূর্য্যস্য মরীচিযোগাৎ
জ্যোতির্ম্ময়ং ভাতি শশাঙ্কবিম্বম্ ।
সচেতনং ভাতি তথৈব বিশ্বং
তবৈব চৈতন্যময় প্রভাবাৎ ॥ ১৭৯ ॥

যেমতি পাইয়া প্রভাকরের কিরণ,
অপূর্ব্ব আলোকে চন্দ্র হয় সুশোভন ;
তেমতি চৈতন্যময় ! প্রভাবে তোমার,
সচেতন হ'য়ে রয় এ বিশ্ব সংসার । ১৭৯ ।

অনন্তরূপেণ চরাচরাণি
ব্যাপ্নোষি বিশ্বান্যখিলানি বিষ্ণো ।
ত্বং সর্ব্বরূপাণ্যপি রূপভিন্নঃ
ত্বং সর্ব্বভূতান্যপি ভূতভিন্নঃ ॥ ১৮০

হরি হে ! অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া
চরাচর বিশ্ব তুমি রয়েছ জুড়িয়া ;

ভূত নহ কিন্তু তুমি সর্ব্বভূতময়,
রূপ নহ কিন্তু সর্ব্ব রূপের আশ্রয়। ১৮০।

स्वेच्छामयोऽसि सर्व्वं ते स्वेच्छाधीनं प्रवर्त्तते ।
कृष्ण हे भवदिच्छैव पूर्णा भवति केवला ॥ १८१ ॥

সকলি তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়,
যা কৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছা তাই পূর্ণ হয়। ১৮১।

दयामय त्वमेवासि ह्याशा सत्या सनातनी ।
इन्द्रजालमिवान्याशा शून्यएव विलीयते ॥ १८२ ॥

সত্য সনাতন আশা তুমি দয়াময়!
অন্য আশা ভোজবাজি শূন্যে পায় লয়। ১৮২।

तदेव मङ्गलं सत्यं यदेव कुरुषे हरे ।
जीवनं मरणं वापि मम तुल्यं त्वदिच्छया ॥ १८३ ॥

তুমি যাই কর তাই সত্য সুমঙ্গল,
সত্যময় শিবময় তুমিই কেবল;
তোমার ইচ্ছায় মোর জীবন মরণ,
একই আমার পক্ষে ওহে নারায়ণ!। ১৮৩।

त्वं यं रक्षसि हे नाथ स एव खलु रक्षितः ।
त्वं चेन्न रक्षसि तदा कस्तं रक्षितुमीश्वरः ॥ १८४ ॥

তুমি যারে রাখ হরি! সেই রক্ষা পায়,
তুমি যারে না রাখিবে কে রাখিবে তায়?। ১৮৪।

इहकालं न जानामि परकालं च केशव ।
इहकालः परः कालस्त्वमेव सकलोऽसि मे ॥ १८५

ইহকাল পরকাল জানি না কেশব
ইহকাল পরকাল তুমি মোর সব। ১৮৫।

দুষ্কৃতং সুকৃতং বাপি হরে তুভ্যং সমর্পয়ে।
রাখি মাং জহি বা নাথ যদিচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৮৬

শুভাশুভ কর্ম্মফল যা কিছু আপন,
হরি হে! তোমার কাছে কি আছে গোপন?
সকলি সঁপিনু নাথ! তোমারি চরণে,
রাখ বা মারহ মোরে যাহা ইচ্ছা মনে। ১৮৬।

পদে পদে তব পদে মোহমো মে কৃতাগসে।
জ্ঞানং তদ্দেহি গোবিন্দ শোকমোহনিবারণম্ ॥ ১৮৭ ॥

পদে পদে মোহমদে হ'য়ে জ্ঞানহত
তব পদে অপরাধ করিতেছি কত;
যাহার প্রভাবে শোক মোহ দূরে যায়,
সেই জ্ঞান ভগবান্! দাও হে আমায়। ১৮৭।

ভবদাবানলজ্বালাং কারুণ্যামৃতবিন্দুভিঃ।
হরে হর কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো জগত্পতে ॥ ১৮৮ ॥

সংসারে শোকের জ্বালা যেন দাবানল,
হৃদয়-কানন তাহে দহে অবিরল;
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু জগন্নাথ হরি!
নিবাও করুণামৃত বরষণ করি'। ১৮৮।

কৃষ্ণমেঘামৃতং দেহি যাচেঽহং ভক্তচাতকঃ।
জীবনং চাতকস্যেহ জীমূতস্যৈব জীবনম্ ॥ ১৮৯ ॥

দাও হে অমৃতবারি কৃষ্ণ-জলধর !
এ ভক্ত-চাতক তব তৃষ্ণায় কাতর ;
জলধর ! জল যদি নাহি কর দান,
চাতকের এ পিপাসা কে করে নির্ব্বাণ ? । ১৮৯ ।

ক্ষুদ্রা দেহতরী জীর্ণাঽপারশ্চ ভবসাগরঃ ।
শরণং মে হরি হরি তবৈব করুণা হরে ॥ ১৯০ ॥

অপার সংসারসিন্ধু ভীষণমূরতি,
তাহে ক্ষুদ্র দেহ-তরী জীর্ণশীর্ণ অতি ;
কেমনে হইব পার কি হইবে দশা,
হরি হে ! কেবল তব কৃপাই ভরসা । ১৯০ ।

দন্তাঃ ক্রমাদ্বিগলিতাঃ পলিতাশ্চ কেশাঃ
ধূমাবৃতা ইব দিশঃ কিল দৃষ্টিদোষাৎ ।
বাতাহতেব কদলী বিকলাঙ্গযষ্টিঃ
হাহা তথাঽপি বিষয়ান্ ন জহাতি চেতঃ ॥ ১৯১ ॥

ক্রমে ক্রমে দন্ত গেল পক্ক হৈল কেশ,
দৃষ্টিদোষে ধূমময় হেরি সর্ব্ব দেশ ;
ঝড়ে কদলীর প্রায় কাঁপিছে শরীর,
বিষয়তৃষ্ণায় মন তবুও অধীর । ১৯১ ।

যাতো দিবং জনয়িতা জননী চ যাতা
যাতাশ্চ বান্ধবসুহৃদোঽপি সহোদরাস্তে ।
যাতাশ্চ হা সুতসুতাশ্চ সুতাশ্চ তাসাং
হাহা তথাপি বিষয়ান্ ন জহাতি চেতঃ ॥ ১৯২ ॥

স্বরপুরে পিতা মাতা গিয়াছেন চলি,
বাল্যসখা সহোদর গিয়াছে সকলি';
পুত্র কন্যা পৌত্র আদি হরিল শমন,
তথাপি বিষয় হায় ! নাহি ছাড়ে মন । ১৯২ ।

पश्चात् केशशिखां विधृत्य शमनो गर्ज्जत्यहो व्याघ्रवत्
शोन्मुक्तं पुरतश्च घोरनरकद्वारं त्वदग्रे स्थितम् ।
हाहाद्यापि निपीय मोहमदिरां मत्तोऽसि नो चेतसे
जीव त्वं नरकान्तकारिचरणं तूर्णं दृढ़ं धारय ॥ १९३ ॥

পশ্চাৎ হইতে কেশে করিয়া ধারণ,
ব্যাঘ্র সম গর্জ্জিতেছে ভীষণ শমন ;
উদ্‌ঘাটিত হের জীব ! সম্মুখে তোমার
সুদুস্তর ঘোরতর নরকের দ্বার ;
তথাপি রহেছ মত্ত মোহ-মদিরায়,
এখনো চেতনা তব না হইল হায় !
এখনো যদ্যপি চাও মঙ্গল আপন,
শীঘ্র ধর নরকারি হরির চরণ । ১৯৩

आशाभङ्गो भवति विरहो दुःसहश्चैव शोकः
संसारेऽस्मिन् वत निदधतो मूढ़बुद्धेर्ममत्वम् ।
नाशाभङ्गो न खलु विरहो नैव शोको न तापो
नित्यानन्दं रसयति परं सच्चिदानन्दभक्तः ॥ १९४ ॥

বিষয়ে আসক্তি যেই করে মূঢ় জন,
পদে পদে হয় তাঁর বিরহ ঘটন ;

আশাভঙ্গে মনস্তাপে হয় জরজর,
অনিত্যে মমতা সর্ব্ব দুঃখের আকর ;
যে জন সচ্চিদানন্দে সঁপে মন প্রাণ,
না জানে বিরহদুঃখ সেই ভাগ্যবান্ ;
আশাভঙ্গ নাহি তার, শোক নাহি জানে,
সদানন্দে রয় চিদানন্দ-সুধা পানে। ১৯৪

सर्व्वङ्कषं विषममन्तकमन्तिके ते
व्यात्ताननं विकटशब्दकरालदंष्ट्रम् ।
जीव प्रसारितभुजं ग्रसनाय दृष्ट्वा
तूर्णं मुरारिपदमाश्रय भीतिहारि ॥ १९५ ॥

কড়মড়ি ভীম দন্ত মেলিছে বদন,
রে জীব ! সম্মুখে দেখ ! কৃতান্ত ভীষণ ;
করিল করিল গ্রাস ! ধর শীঘ্র করি
ভয়হারী শ্রীহরির শ্রীচরণ-তরি। ১৯৫।

जरठतृणलघीयो जीवनं मानवानां
अचिरुचिविलोलान् कामभोगांश्च सर्व्वान् ।
गृहधनपरिवारान् स्वप्नरूपान् विदित्वा
प्रविश हृदय तूर्णं सच्चिदानन्दसिन्धुम् ॥ १९६ ॥

জীর্ণ-তৃণকণা-সম জীবন অসার,
স্বপ্নময় ধন জন গৃহ পরিবার ;
জলদে চপলা-খেলা ক্ষণিক যেমন,
এ ভবে বিষয়সুখ জানিবে তেমন ;

অতএব শীঘ্র মন! কর রে আশ্রয়
নিত্য-চিদানন্দসিন্ধু হরি দয়াময়। ১৯৬

সদা সদানন্দময়ে পদে তে
কৃপানিধে কর্ষসি মাং মুকুন্দ।
তথাপি হা পাতকিনো মনো মে
ধাবত্যভীক্ষ্ণং ভবশোকসিন্ধৌ ॥ ১৯৭

তব সদানন্দময় নিরন্তর
টানিছ হরি করুণাসাগর!
! ধায় বারে বারে
এ ঘোর সংসার-শোকসিন্ধুর মাঝারে। ১৯৭।

ত্বাং নির্গুণং নাম বদন্তু বেদাঃ
কুত্রাস্তি কোবা গুণবত্তরস্ত্বৎ।
অহো গুণং পাতকিতারণং তং
হরে ত্বদন্যো ধরতে ভবে কঃ ॥ ১৯৮ ॥

বেদান্তে নির্গুণ বলে বলুক তোমায়,
তোমা হেন গুণাধার কে আছে কোথায়?
যে গুণে তরাও হরি! মহাপাপিগণে,
সেই গুণ তোমা বিনা কে ধরে ভুবনে?। ১৯৮

কিং দদামি দদামীতি চিন্তয়ামি হরে সদা।
যদ্যেয়মস্তি মে তুভ্যং ত্বং তদেব ধনং মম ॥ ১৯৯ ॥

কি দিব কি দিব হরি ! মনে করি আমি,
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি (১) । ১৯৯ ।

यच्चिन्तयामि मनसा यदुदीरयामि
कायेन वा यदखिलं प्रकरोमि कर्म्म ।
हे कृष्ण तत् तव पदार्पितमस्तु सर्व्वं
प्रीत्यै तवैव मम जन्म युगे युगेऽस्तु ॥ २०० ॥

যাহা করি যাহা বলি যাহা ভাবি মনে,
সে সকলি সঁপি যেন তোমারি চরণে ;
সাধিতে তোমারি প্রীতি ওহে নারায়ণ !
যুগে যুগে করি যেন জনম গ্রহণ । ২০০ ।

हरे नो जानेऽहं सुकृतमथवा दुष्कृतफलं
न दैवं मे चेतो न च पुरुषकारं गणयति ।
तवैवेच्छाधीनं सकलमिति चित्ते कलयतः
परा भक्तिर्नित्यं वसतु तव पादे मम हृदि ॥ २०१ ॥

পাপও জানি না আমি পুণ্যও জানি না,
দৈব বা পুরুষকার করি না গণনা ;
হরি হে ! তোমারি ইচ্ছা সকলি জানিয়া
থাকি যেন তব প্রেমে নিমগ্ন হইয়া । ২০১ ।

---

(১) সংস্কৃত মূল শ্লোকটী ৺বদন অধিকারীর যাত্রার গানের অবিকল অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ যোগীর বেশ ধরিয়া রাধার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে, রাধা সেই ছদ্মবেশী প্রাণেশ্বরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, এবং তাঁহার প্রার্থনায় উত্তর দিলেন,—

"কি দিব কি দিব বঁধু ! মনে করি আমি,
যে ধন তোমারে দিব, (বঁধু !) সেই ধন (আমার) তুমি।"

যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্ব্রহ্ম পরমং যয়া।
আসাদ্যতে নমস্তস্যৈ ভক্তয়েঽচিন্ত্যশক্তয়ে ॥ ২০২

যাঁহাকে লভিলে আর শোক নাহি রয়,
সেই ব্রহ্ম যাহার প্রসাদে লাভ হয়;
অচিন্ত্যশকতি সেই ভকতির পাদ
নমস্কার বারম্বার করি পদে পদে। ২০২।

রে কাল ভায়যসি কিং বিকটাট্টহাস্যৈঃ
শোকানল ত্বমসি রে ময়ি শান্ততাপঃ।
রে ব্যাধয়ঃ শরণমন্যবিধং ভজধ্বম্
নৈবাধিকার ইহ বো ময়ি কৃষ্ণদাসে ॥ ২০৩ ॥

রে কাল! বিকট হাস্য করিয়া বিস্তার
বৃথা কেন বিভীষিকা দেখাইছ আর?
শোকানল! মোর কাছে তুমিও নির্ব্বাণ,
ব্যাধিগণ! স্থানান্তরে করহ প্রস্থান;
আমি যে কৃষ্ণের দাস, কি ভয় আমার?
আমাতে কাহারো আর নাহি অধিকার। ২০৩।

(গানম্)

জয় জগদীশ্বর দেব পরাৎপর
সর্ব্বগুণাকর বিশ্ববিধে।
প্রেমসুধাকর সুমধুর সুন্দর
কলুষগরলহর শান্তিনিধে ॥২০৪॥

जय भयभञ्जन धार्म्मिकरञ्जन
नित्य निरञ्जन विश्वपते ।
पातकितारण पापनिवारण
निर्वृतिकारण जीवगते ॥२०५॥

जय नारायण परम परायण
शोकमहार्णवपारतरे ।
सत्य सनातन पुरुष पुरातन
मुक्तिनिकेतन कृष्ण हरे ॥२०६॥

जय महिमोज्ज्वल निष्कल निर्म्मल
सकलसुमङ्गलकल्पतरो ।
भवपथसम्बल सर्व्वतपःफल
दुर्बलबल जगदेकगुरो ॥२०७॥

जय परमेश्वर देव दिगम्बर
विश्वम्भर हर शङ्कर हे ।
जय दामोदर भक्तमनोहर
मुरहर करुणासागर हे ॥२०८॥

जय मुरमर्द्दन नाथ जनार्द्दन
दुःखहरण मधुसूदन हे ।
त्रितापनाशन विभूतिभूषण
दुष्टदनुजगणभीषण हे ॥२०९॥

নামমাহাত্ম্যম্‌।

সর্ব্বতীর্থানি তত্রৈব সর্ব্বসিদ্ধর্ষিদেবতাঃ।
আবির্ভবন্তি যত্রৈব হরের্নামানুকীর্ত্তনম্‌ ॥ ১ ॥

ভক্তবৃন্দে প্রেমানন্দে হইয়া মগন
যেই স্থানে হরিনাম করে সঙ্কীর্ত্তন ;
দেব ঋষি সিদ্ধ যত, যত তীর্থ স্থান,
সেই স্থানে সকলেরি হয় অধিষ্ঠান। ১।

কিং তেন ভগবন্নাম্না বিনা ভক্ত্যা নিষেবণম্‌।
ঔষধং নামমাত্রেণ ব্যাধিশান্তিং করোতি কিম্‌ ॥ ২ ॥

মুখে শুধু হরিনাম করিলে কি হয় ?
ভক্তিভাবে না সেবিলে নাহি ফলোদয় ;
নিয়মে সেবন যদি নাহি করা যায়,
ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায় ?। ২।

কিং তেন ভগবন্নাম্না প্রেমার্দ্রং হৃদয়ং ন চেত্‌।
ভূমিরার্দ্রা ন চেদ্বর্ষৈঃ কিং ফলং ঘনগর্জ্জিতৈঃ ॥ ৩ ॥

প্রেমরসে আর্দ্র যদি না হয় হৃদয়,
মুখে শুধু হরিনাম করিলে কি হয় ?
মাটি যদি নাহি ভিজে বারি-বরষণে,
কিবা ফল ঘন ঘন ঘন-গরজনে ?। ৩।

ন ভক্তিশূন্যৈরাহ্বানৈর্ভগবানধিগম্যতে।
অবেযুন্মস্য ধনুষষ্টঙ্কারঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৪ ॥

ভক্তিযোগ বিনা তাঁরে করিলে আহ্বান,
সে আহ্বানে কভু নাহি মিলে ভগবান্ ;
বাণশূন্য ধনুকের শুধুই টঙ্কারে
কদাচ কি লক্ষ্যভেদ করিবারে পারে ? । ৪ ।

প্রাণান্তিকো মহাব্যাধির্বিষয়ো বিষমো নৃণাম্ ।
তস্য ভক্ত্যনুপানেন হরের্নামৈব ভেষজম্ ॥ ৫ ॥

বিষয় বিষম ব্যাধি, তাহে নরগণ
অহরহ যমঘরে করিছে গমন ;
এ রোগের একমাত্র শান্তির নিদান
হরিনাম মহৌষধ ভক্তি অনুপান । ৫ ।

যদি বাঞ্ছসি বৈকুণ্ঠমঙ্গলং নাম ধাম তৎ ।
নির্ভয়ং পিব রে জীব হরিনামরসং সদা ॥ ৬ ॥

যদি ওরে জীব ! হ'বি চিরঞ্জীব
লভিবি অমৃত ধাম,
হৃদয় ভরিয়া আকণ্ঠ পূরিয়া
পিয় তবে হরিনাম । ৬ ।

হাহাকারসহস্রাণি কিং মুঞ্চসি মনঃ সদা ।
বদ রে সর্ব্বশোকান্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

হাহাকার বারবার করিলে মোচন,
তাহে কি শোকের শান্তি পাইবি রে মন !
একান্ত ভকতিভরে কর হরিনাম,
জুড়াইবে সব জ্বালা পূর্ণ হবে কাম । ৭ ।

মহাসঙ্কটমগ্নানাং যদাশ্রয়াবসীদতাম্।
যচ্চ তারকব্রহ্ম হরিনামৈব কেবলম্ ॥ ৮ ॥

পড়িয়া দুস্তর ঘোর সঙ্কট-সাগরে
অবসন্ন হয় যেই আশ্রয়ের তরে;
এ ভবে তারকব্রহ্ম হরিনাম তার
একমাত্র আছে গতি করিতে নিস্তার। ৮।

'আনন্দধাম্নি যদি যাস্যসি জীব নূনং
পাথেয়মস্তু ভবতো হরিনাম মার্গে।
গচ্ছন্তমেব যদি কালফণী দশেত্ত্বাং
নামৈব তদ্বিষমকালবিষাপহং স্যাত্ ॥ ৯ ॥

নিতান্ত যাবে হে! যদি সে আনন্দধাম,
পথের সম্বল জীব! কর হরিনাম;
যেতে যেতে পথে যদি দংশে কাল-ফণী,
সে নামে কালের বিষ ছাড়িবে অমনি। ৯।

ধত্তে মরুঃ সুনবনীরমণীয়শোভাং
প্রোদ্দামদাবদহনোঽপ্যমৃতাংশুশৈত্যম্।
যেন শ্মশানমপি দিব্যসুখাস্পদত্বং
তত্ কৃষ্ণনাম নিয়তং জপ মানস ত্বম্ ॥ ১০ ॥

যে নামে দাবাগ্নি হয় অমৃত-শীতল,
নন্দন-বনের শোভা ধরে মরুস্থল;
যে নামে শ্মশান হয় আনন্দকানন,
সেই হরিনাম সদা জপ ওরে মন!। ১০।

মা মা বিস্মরস্মতাং জিহ্বে ক্ষণমেকমপি ত্বয়া।
হরি কৃষ্ণ হরি কৃষ্ণ কীর্ত্তয় ত্বমনারতম্॥ ১১॥

ক্ষণমাত্র ক্ষান্ত নাহি হইও রসনে!
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বল রে! সঘনে। ১১।

বিশুষ্কা বিবশা যাবদ্রসনে নাসি মৃত্যুনা।
তাবদ্রসয় রে যত্নাত্ কৃষ্ণনামরসামৃতম্॥ ১২॥

রে রসনে! যমে আসি গ্রাসিবে যখন,
বিশুষ্ক বিবশ হ'য়ে পড়িবি তখন;
অতএব যতক্ষণ আছ সচেতন,
কৃষ্ণনাম-সুধা সদা কর আস্বাদন। ১২।

যথা ভাগীরথীস্রোতো বিদার্য্য হিমবদ্গুহাম্।
তথা মে হৃদয়ং ভিত্ত্বা হরিনাম প্রবর্ত্ততাম্॥ ১৩॥

তেজে হিমালয়-গুহা করি' বিদারণ
গঙ্গার প্রবাহ ছোটে দিগন্তে যেমন;
তেমনি হৃদয় মোর ভেদিয়া সঘনে
হরিনাম মহাবেগে ছুটুক বদনে। ১৩।

কৃতান্তোঽন্তর্ধত্তে বহতি মৃতদেহেঽমৃতনদী
বিধূয়ান্তর্ধ্বান্তং কিমপি পৃথু ধাম প্রসরতি।
হরে ত্বন্নাম্নৈব প্রতরতি ভবাব্ধিং যদি জনো
ন জানে শ্রীজানে স্বয়মসি তদা কীদৃশগুণঃ॥ ১৪॥

হরি হে! তোমার নামে যায় যমভয়,
মৃতদেহে অমৃতের স্রোতস্বতী বয়;

মোহ-অন্ধকার আর কিছু নাহি রয়,
অপূর্ব্ব আলোকে আত্মা পুলকিত হয় ;
যে জন ভকতিভরে তব নাম করে,
এ ভব-সংসার সেই অনায়াসে তরে ;
তোমার নামেরি যদি মহিমা এমন !
না জানি তোমার তবে মহিমা কেমন ! । ১৪ ।

क्षुधातृषार्त्तिश्रमवैरिवारणम्
जरारुजामृत्युभयप्रणाशनम् ।
अहर्निशं जीवविहङ्ग गायताम्
विमुक्तिदं श्रीहरिनाम केवलम् ॥ १५ ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম বৈরী যে করে বারণ,
জরা রোগ মৃত্যুভয় যে করে হরণ ;
রে জীব-বিহঙ্গ ! তুমি কর কর গান
সেই হরিনাম যাহে লভিবে নির্ব্বাণ । ১৫ ।

आलोको जीवलोकस्य जीवानां त्वं हि जीवनम् ।
पापिनां शरणं नाथ तव नामैव केवलम् ॥ १६ ॥

লোকের আলোক তুমি জীবের জীবন,
হরি হে ! তোমারি নাম পাপীর শরণ । ১৬ ।

तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्व्वमनुष्ठितम् ।
हरिनामरसेनार्द्रा रसना यस्य सर्व्वदा ॥ १७ ॥

সার্থক তাহারি বিদ্যা তাহারি সাধনা,
হরিনাম-রসে আর্দ্র যাহার রসনা । ১৭ ।

অজ্ঞানাদ্ যদি বা জ্ঞানাদ্ যেন যদ্ দুষ্কৃতং কৃতম্ ।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি হরিনামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে লোক যত পাপ করে,
ভক্তিভরে হরিনাম সে সকলি হরে । ১৮ ।

ভবেৎ কৃতান্তস্ত্বয়ি ভগ্নদণ্ডঃ
সম্পূর্ণকামো ভবিতাসি নূনম্ ।
রে জীব ভক্ত্যা পরিপূর্ণয়া ত্বং
কৃষ্ণেতি নাম স্মর নিত্যমেব ॥ ১৯ ॥

পূর্ণ ভক্তিভরে জীব ! স্মর কৃষ্ণনাম,
চূর্ণ হবে যমদণ্ড পূর্ণ হবে কাম । ১৯ ।

ওঁম্-সত্যনারায়ণ-কৃষ্ণ-নাম-
ধ্বনিঃ স্ফুরিতো ভিনত্তি যস্য নিত্যম্ ।
গুহাং বিনির্ভিদ্য হৃদন্তরস্থাং
তত্রাধিকারঃ শমনস্য নাস্তি ॥ ২০ ॥

'ওঁ-সত্যনারায়ণ-কৃষ্ণ' নাম যার—
ভেদিয়া হৃদয়-গুহা উঠে বারবার ;
কি ভয় কি ভয় তার এ জগতে আর,
তাহাতে যমের আর নাহি অধিকার । ২০ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি ক্রোশতো মে মুহুর্মুহুঃ ।
দুর্গতিং হর গোবিন্দ মহাপাপিনমুদ্ধর ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে ডাকি বারবার,
এ মহাপাপীরে হরি ! কর হে উদ্ধার । ২১ ।

अम्बेति बालो जननीं यथार्त्तः
हम्बेति वत्सश्च यथैव धेनुम् ।
तृषा यथा क्रोशति चातकोऽभ्रं
हरे तथा त्वामहमाह्वयामि ॥ २२ ॥

'মা-মা' বোলে ডাকে যথা রোগার্ত্ত বালক,
জলধরে ডাকে যথা তৃষিত চাতক,
ধেনু তরে বৎস যথা করে হম্বারব,
আমিও তেমতি তোমা ডাকি হে কেশব ! । ২২ ।

मा मेति विक्रोशति रुद्धकण्ठः (१)
यथा शिशुः स्वप्नमवेक्ष्य घोरम् ।
तथा भवे भीतिमवेक्ष्य शश्वत्
क्रोशामि हाहा क्व दयामयेति ॥ २३ ॥

হেরি' শিশু নিদ্রাবশে বিকট স্বপন
'মা-মা' বোলে রুদ্ধস্বরে ফুকারে যেমন ;
তেমনি এ ভবে আমি পেয়ে মহাভয়
হাহাকারে ডাকি কোথা ওহে দয়াময় ! । ২৩ ।

न गृहं न जनो न वैभवं
न च मानो न कुलं न बान्धवः ।
चरमे भवसिन्धुतारणे
तरपण्यं हरिनाम केवलम् ॥ २४ ॥

---

(१) 'मा'-शब्दो मातृवाचकः, यथा एकाक्षरकोषे,—
"मा शिवश्चन्द्रमा वेधा मा लक्ष्मीश्च प्रकीर्त्तिता ।
मा च मातरि माने च बन्धने च समीरिता" ॥

ধন মান কুল শীল গৃহ পরিবার
সঙ্গে নাহি যাবে কিছু, সকলি অসার ;
অন্তিমে এ ভবসিন্ধু হইবারে পার,
পারাণি কড়িটী সেই হরিনাম সার। ২৪।

कृष्णनामजयवैजयन्तिका-
दर्शनेन शमनः पलायते ।
भग्नदन्त इव कालपन्नगो
दीनतां च भजते स कामपि ॥ २५ ॥

কৃষ্ণনাম-জয়ধ্বজা করি দরশন
দূর হ'তে সসম্ভ্রমে পলায় শমন ;
কালসর্প বিষদন্ত ভাঙ্গিলে যেমন,
কৃষ্ণনামে শমনের দুর্গতি তেমন। ২৫।

व‌रोषि किं जीव तृषार्त्तनादं
भक्त्या कुरु त्वं हरिनामपानम् ।
नामामृतार्द्रं खलु यस्य चेतः
पुनः पिपासा कुतएव तस्य ॥ २६ ॥

রে জীব! তৃষ্ণায় কেন করিছ রোদন?
ভক্তিভরে হরিনাম করহ সেবন ;
হরিনামামৃতে আর্দ্র যাহার হৃদয়,
তার কি পিপাসা আর এ জনমে হয়? । ২৬

वरोऽपि पुष्पाधिकसौकुमार्य्यं
मिलाति येन दृढतामुपैति ।

নাম্না হরেস্তেন্ ন যস্য চেতো
দ্রবীভবেৎ কোঽস্তি ততো দুরাত্মা ॥ ২৭ ॥

যে নাম শুনিলে গলে পাষাণ সকল,
পুষ্পের অধিক হয় বজ্রও কোমল ;
হায় রে ! সে নামে যার নাহি গলে মন,
কে আছে পাষণ্ড বল ! তাহার মতন । ২৭ ।

গৃহ্লাতি যো নাম হরের্ন ভক্ত্যা
সকৃদ্দিনান্তেঽপি সুমন্দবুদ্ধিঃ ।
তং ভারভূতং খলু ভূতধাত্র্যাঃ
মা জাতু গর্ভে জননী দধাতু ॥ ২৮ ॥

দিনান্তেও একবার যেই মূঢ় জন
ভক্তি করি' হরিনাম না করে গ্রহণ ;
পৃথিবীর ভার সেই, সে নহে মানব,
হেন পুত্র মাতা যেন না করে প্রসব । ২৮ ।

হরের্ন নামগ্রহণেঽর্থহানিঃ
নিস্তারয়েৎ তৎ সততমেব ভক্ত্যা ।
বিনৈব মূল্যং সুলভা সুধেয়ং
ন পীয়তে যেন ততোঽস্তি কোঽজ্ঞঃ ॥ ২৯ ॥

হরিনাম অর্থ দিয়া কিনিতে না হয়,
ভক্তিভাবে করিলেই যায় মৃত্যুভয় ;
বিনা মূল্যে হেন সুধা যে না করে পান,
তাহার সমান আর কে আছে অজ্ঞান ? । ২৯ ।

ध्याय रे जप रे कृष्णं कृष्णनामैव कीर्त्तय ।
आत्मारामो भवात्मन् मे कृष्णानन्देन सर्व्वदा ॥ ३० ॥

স্মর কৃষ্ণ, জপ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণানন্দে আত্মা মোর হও আত্মারাম। ৩০।

यन्नाम्ना शवजीर्णशीर्णविगलत्कङ्कालमालाप्यहो
भूयो जीवनमागता पुलकिता प्रेम्णा नरीनृत्यति ।
यन्नाम्ना नरकापगापि च सुधापूरायते तत्क्षणं
नित्यं श्रीहरिनाम वै विजयतां त्रैलोक्यसारं हि तत् ॥३१

যে নামে শবের অস্থি জীর্ণ বিগলিত,
প্রাণ পেয়ে নাচে প্রেমে হ'য়ে পুলকিত
যে নামে নরক-নদী হয় সুধাধার,
জয় জয় হরিনাম ত্রিলোকীর সার। ৩১।

विमुक्तसङ्गो निभृते निषण्णो
हरे निशीथे परिसुप्तलोके ।
अहो विचित्रं गगनेऽहमैक्षे
तारासु तारासु तवैव नाम ॥ ३२ ॥

গভীর নিশীথে সবে ঘুমায় যখন,
একাকী বিরলে আমি বসিয়া তখন,
কি দেখি আকাশ পানে! কি বলিব হায়!
হরি হে। তোমারি নাম তারায় তারায়। ৩২।

নামরূপভেদাঃ। (১)

সৌরতেজো যথা মেঘে নানাবর্ণৈর্বিভাসতে।
ভক্তচিত্তে তথৈকোঽপি নানারূপধরো হরিঃ॥ ১

(১) 'যে যত মা-বাপের আদুরে ছেলে হয়,' তাহার নামের সংখ্যাও তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আদুরে ছেলেকে মা বাপেরা যতই আদরের যতই সোহাগের নাম দিয়া ডাকুক না কেন, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটে না, এজন্য আদুরে ছেলের নাম নিত্য নিত্য নূতন। ভগবান্‌ অনন্ত ভক্তমণ্ডলীর আদুরে গোপাল, তাই তাঁহার নামেরও অন্ত নাই। যে ভক্ত যখন যে ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করে, ভগবান্‌ সেই ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হন। যে ভক্ত যখন যে নামে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভগবান্‌ সেই নামে তাহার নিকট উপস্থিত হন।' এই জন্যই, যিনি—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌"॥

সেই অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম। সহস্রপ্রকার ভক্তের একই ভগবদ্ভক্তির সহস্রপ্রকার রূপভেদে একই ভগবানের সহস্রপ্রকার রূপ ও সহস্রপ্রকার নাম। তাঁহার সেই সহস্রপ্রকার রূপ ও সহস্রপ্রকার নাম একই ভক্তি-সাগরের বিবর্ত্ত, অর্থাৎ রূপভেদ বা উপাধিভেদ মাত্র। এই জন্যই ভগবদ্ভক্ত মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

"বহুধাঽপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে"॥

অর্থাৎ—যেরূপ গঙ্গার প্রবাহসকল ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াও সেই মহাসাগরে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় সকল শাস্ত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলেও একমাত্র সেই অনন্তদেবেই পর্য্যবসিত হয়। অতএব যে ভক্ত যে রূপে তাঁহাকে ধ্যান করে ও যে নামে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভক্তবৎসল সিদ্ধিদাতা নারায়ণ সেই রূপেই ও সেই নামেই তাঁহাকে সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। কালীই বল আর দুর্গাই বল, লক্ষ্মীই বল আর সরস্বতীই বল, হরিই বল আর শঙ্করই বল, রামই বল আর গঙ্গাই

যেমন সূর্য্যের রশ্মি মেঘের উপরে
শ্বেত পীত লোহিতাদি কত বর্ণ ধরে ;
ভক্তগণে নিজ নিজ হৃদয়ে তেমন
এক কৃষ্ণ নানা ভাবে করে দরশন। ১।

আভাসতি শক্তিভেদাদেকঃ কৃষ্ণোঽপ্যনেকধা।
একোঽপ্যনেকধা সূর্য্যো যথা বীচিষু ভাসতে ॥ ২ ॥

প্রতিবিম্ব পড়ে যদি তরঙ্গমালায়,
যেমন একই সূর্য্য অসংখ্য দেখায় ;
ভক্তের হৃদয়ে এক হরিও তেমন
শক্তিভেদে নানা মূর্ত্তি করেন ধারণ। ২।

অনন্তশক্তের্যঃ শক্তীর্ভিন্না বেত্তি স মূঢ়ধীঃ।
অভিন্নাঃ খলু তাঃ সর্ব্বা যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ ৩ ॥

বল, যে নামেই ডাক না কেন, তোমার ডাক প্রকৃত ভক্তির ডাক হইলে অবশ্যই তাহা তাঁহার নিকট পঁহুছিবে, এবং সেই ভক্তের ভগবান্ অবশ্যই তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন। তিনি ভক্তেরই ভগবান্, আর কাহারও নহেন, তাঁহার অধিষ্ঠান ভক্তের হৃদয়-পীঠে ; ভক্তের হৃদয়-পীঠই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম।

এই জন্যই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—

> "নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাত্মনে।
> নাম রূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে" ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ।)

অর্থাৎ যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', যাঁহার কোনও নাম বা রূপ নাই, যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় পরম পুরুষের জাজল্যমান অস্তিত্ব ভক্তগণ আপনা আপনিই অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার।

একাই অনন্তশক্তি সেই নারায়ণ,
শক্তিভেদে ভিন্ন তাঁরে ভাবে মূঢ় জন ;
অনন্ত শক্তির মধ্যে একই ঈশ্বর
অভেদ-নয়নে জ্ঞানী হেরে নিরন্তর । ৩ ।

ত্বং কালী যমবারিণী ত্বমসি বৈ ব্রহ্মা হরিঃ শঙ্করঃ
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ত্বমসি বাগ্‌দেবী চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ম্ ।
ত্বং লোকত্রয়পাবনী সুরধুনী ত্বং জানকীবল্লভঃ
কিং বাচ্যস্তব কৃষ্ণ রূপমহিমাঽনন্তস্ত্বমেকোঽপি যৎ ॥ ৪

কালী তুমি কালভয় কর নিবারণ,
তুমি শিব, তুমি ব্রহ্মা, তুমি নারায়ণ ;
জগদম্বা তুমি দুর্গা দুর্গতিহারিণী,
তুমি লক্ষ্মী, তুমি বাণী বিজ্ঞানদায়িনী ;
তুমি গঙ্গা সনাতনী, তুমি সীতাপতি,
শক্তিভেদে কৃষ্ণ ! তব অনন্ত মূরতি । ৪ ।

লীয়তে শমনাদ্ভীতিঃ ক্ষীয়তে ভববন্ধনম্ ।
যন্নাম্না তমহং বন্দে শিবকল্পতরুং শিবম্ ॥ ৫ ॥

যাঁর নামে যম-ভয় হয় নিবারণ,
যাঁর নামে ভব-পাশ হয় বিমোচন ;
সদাশিব যিনি সর্ব্ব-মঙ্গল-আধার,
সেই শঙ্করের পদে করি নমস্কার । ৫ ।

প্রত্যক্ষাঽপ্যপরিচ্ছেদ্যা চিত্রা যস্য জগৎকৃতিঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডপিতরং বন্দে তং ব্রহ্মাণমহং মুদা ॥ ৬

এ বিশ্বরচনা যাঁর বিচিত্র মহিমা,
নিরখি নয়নে কিন্তু নাহি পাই সীমা ;
ব্রহ্মাণ্ডের পিতা সেই ব্রহ্মার চরণে,
নমস্কার করি আমি পুলকিত মনে । ৬ ।

भवभीमाब्धिमग्नोऽहं त्वामेव शरणं गतः ।
हरे मयि कृपासिन्धो करुणां कुरु केशव ॥ ७ ॥

পড়েছি বিষম ঘোর সংসার-সাগরে,
তাই হরি ! তোমাকেই ডাকি সকাতরে ;
নারায়ণ ! হে কেশব ! ওহে দয়াময় !
কৃপা করি তার মোরে দিয়া পদাশ্রয় । ৭ ।

संसारभावैः सविषैः शल्यैरिव निरन्तरम् ।
पीड़ितं पाहि मां मातर्दुर्गे दुर्गतिहारिणि ॥ ८ ॥

বিষমাখা শেল সম সংসার-ঘটনা
দহিছে আমারে আর সহে না যাতনা ;
তাই ডাকি ও মা দুর্গে দুর্গতিহারিণি !
নিস্তার কর গো ! মোরে নিস্তারকারিণি ! । ৮ ।

श्मशानं त्वां विना विश्वं लक्ष्मीस्त्वं लोकपालनी ।
तव भक्तस्य सर्व्वत्र विजयोऽभयमेव च ॥ ९ ॥

নারায়ণী তুমি লক্ষ্মী পালিছ ভুবনে,
এ বিশ্ব শ্মশান হয় তোমার বিহনে ;
তুমি যারে দয়া কোরে দাও পদাশ্রয়,
কি ভয় কি ভয় তার সর্ব্বত্রই জয় । ৯ ।

মৃতসঞ্জীবনী বীণা তব চেতয়তি জগৎ।
বাণি বিজ্ঞানজননি ত্বাং বন্দে হর মে তমঃ॥ ১০॥

বীণাপাণি! শুনি তব বীণার ঝঙ্কার,
মৃত দেহে প্রাণ পায় এ বিশ্বসংসার;
বিজ্ঞানদায়িনি বাণি! হর অন্ধকার,
তব পদে ভক্তিভাবে করি নমস্কার। ১০।

ব্রহ্মাদৈরপ্যনির্বাচ্যে মাতঃ পতিতপাবনি।
কৃমিকীটগতে গঙ্গে তারয়াঽধমতারিণি॥ ১১॥

পতিতপাবনি! তব অপার মহিমা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যার নাহি পায় সীমা;
কৃমিকীটে তুমি গো মা! তরাইতে পার,
অধমতারিণি গঙ্গে! আমারে নিস্তার। ১১।

যন্নাম্না দস্যুচণ্ডালা অপি তীর্ণা ভবাম্বুধিম্।
নবদূর্ব্বাদলশ্যামং তং রামং শরণং ভজ॥ ১২॥

যে নামে চণ্ডাল দস্যু মহাপাপী নর
অনায়াসে তরে গেল এ ভব-সাগর;
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম পাতকি-তারণ,
সেই শ্রীরামের পদে লও রে! শরণ। ১২।

ইন্দ্রস্ত্বং বরুণস্ত্বমেব ধনদঃ সোমস্ত্বমর্কো মরুৎ
দ্যৌর্ভূমির্জ্বলনো গ্রহাশ্চ বসবস্ত্বং ধর্ম্মরাজোঽশ্বিনৌ।
ত্বং রুদ্রাস্ত্বমহস্ত্বমেব রজনী সন্ধ্যে চ বেদাঃ ক্রতুঃ
কিং বাচ্যস্তব বিশ্বরূপ মহিমা ত্বং বাসুদেবো বিরাট্॥১৩॥

তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি দিবাকর,
কুবের, বরুণ, যম, তুমি বৈশ্বানর ; (১)
তুমি বায়ু, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, গ্রহ, তারা, তুমি বিশ্বাধার ;
দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা বেদ, তুমি যজ্ঞেশ্বর,
অনন্ত বিরাট তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ;
বিশ্বরূপ ! বাসুদেব ! তোমার মহিমা
কে পারে বর্ণিতে যার নাহি আছে সীমা । ১৩ ।

(भगवती महाशक्तिस्तोत्रम्)

तारा ब्रह्ममयी क्षराक्षरमयी त्वं चिन्मयी छन्मयी
बुद्धिस्त्वं प्रतिभा स्तुतिः स्मृतिरसि त्वं ज्ञानमिच्छा क्रिया ।
सृष्टिस्त्वं स्थितिरेव संहृतिरसि त्वं पञ्चभूतानि च
त्वं माया प्रकृतिस्त्वमेव जगतां मूलं ह्यमूला स्वयम् ॥ १४ ॥

(ভগবানের মহাশক্তির স্তব)

তুমি তারা ব্রহ্মময়ী (২) ; তুমি ক্ষরস্বরূপা এবং অক্ষর-

(১) 'বৈশ্বানর'—অগ্নি ।

(২) 'তারা'—অর্থাৎ তারণকর্ত্রী ;—যথা তন্ত্রসারে,—

"तारकत्वात् सदा तारा सुखमोक्षप्रदायिनी ।
उग्रापत्तारिणी यस्मादुग्रतारा प्रकीर्त्तिता" ॥

সুখমোক্ষপ্রদায়িনী ও তারণকর্ত্রী বলিয়া ব্রহ্মশক্তি 'তারা' নামে অভিহিত, এবং উগ্র অর্থাৎ ঘোর বিপদ হইতে ত্রাণ করায় 'উগ্রতারা' নামে অভিহিত ।

স্বরূপা (১); তুমি চিন্ময়ী ও হৃদয়ময়ী শক্তি; তুমি বুদ্ধি ও প্রতিভা; তুমি শ্রুতি ও স্মৃতি; তুমি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া; তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার; তুমিই পঞ্চভূতপ্রপঞ্চ; তুমিই মায়া ও প্রকৃতি; তোমার মূল নাই, অথচ তুমি সমস্ত জগতের মূল। ১৪।

সনাতনি শঙ্করি ভুবনবিধাত্রি
ভক্তকৃপাময়ি শিবপদদাত্রি।
জননি বরাভয়শোভিতহস্তে
জয় জয় ভগবতি দেবি নমস্তে ॥ ১৫ ॥

হে সনাতনি শঙ্করি! হে বিশ্ববিধাত্রি! হে ভক্তকৃপাময়ি! হে শিবপদপ্রদায়িনি! জননি! তুমি এক হস্তে বর, অপর হস্তে অভয় ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছ; জয় দেবি ভগবতি! তোমারি জয়; তোমাকে নমস্কার। ১৫।

মায়াময়ং চক্রমতীবঘোরম্
আরোপ্য ভূতান্যখিলানি শশ্বত্।
প্রভ্রাম্যমাণা বিঘূর্ণয়ন্তী
সংসারধারাং ভবতীং নমামি ॥ ১৬ ॥

(১) 'ক্ষর' ও 'অক্ষর'; যথা গীতায়াম্,—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" ॥

অর্থাৎ যাহার বিকার আছে, সেই ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভৌতিক শরীরকে 'ক্ষর' বলে, এবং যাহার বিকার নাই, সেই বীজস্বরূপকে 'অক্ষর' বলে।

তুমি নিখিল ভূতমণ্ডলীকে ঘোর মায়া-চক্রে তুলিয়া প্রবৃত্তি-মার্গে অবিরত বিঘূর্ণিত করিতেছ, তুমি সংসারধারারূপিণী, তোমাকে নমস্কার। ১৬।

यथा नदी काष्ठतृणान्यशेषा-
ण्यादाय वेगात् जलधिं प्रयाति ।
तथा त्वमादाय चराचराणि
भूतान्यनन्ताभिमुखी प्रयासि ॥ १७ ।

স্রোতস্বতী যেমন সমস্ত তৃণকাষ্ঠাদি লইয়া মহাবেগে অনন্ত সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, তুমিও তেমনি চরাচর ভূতগ্রামকে লইয়া অনন্তদেবের অভিমুখে চলিয়াছ। ১৭।

सनातनि ब्रह्मविभूतिमूर्त्ते
तवैव रूपं प्रतिभाति विश्वम् ।
यथा जवायाः स्फटिकस्य भित्तिः
त्वं ब्रह्मणो विश्वमयी बिभर्षि ॥ १८ ॥

হে সনাতনি! পরব্রহ্মের বিভূতির বিকাসাবস্থাই তোমার মূর্ত্তি, এই বিশ্ব তোমারি মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছে; যেমন স্ফটিকময় স্তম্ভ জবাপুষ্পের প্রতিবিম্ব ধারণ করে, তেমনি তুমি পরব্রহ্মের মূর্ত্তি নিজ গর্ভে ধারণ করিতেছ (১)। ১৮।

(১) এস্থলে প্রকৃতি স্ফটিকস্বরূপ, এবং ব্রহ্ম জবাপুষ্পস্বরূপ। প্রকৃতি-মধ্যে ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বকে জীবাত্মা বলিয়া জানিবে। আবার, জীবাত্মার মধ্যে মনের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহার নাম

আদ্যাং যোগীশ্বরারাধ্যাং মহাবিদ্যাং সদাশিবাম্।
সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধিদাত্রীং ভূতধাত্রীং নমাম্যহম্॥ ১৯॥

তুমি যোগীশ্বরের আরাধ্যা আদ্যা শক্তি, তুমি সদাশিবা মহাবিদ্যা, তুমি সিদ্ধেশ্বরী, সিদ্ধিদাত্রী ও ভূতধাত্রী; তোমাকে নমস্কার করি। ১৯।

চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নাং মহাকালস্বরূপিণীম্।
ব্যোমকেশীং ভবানীং ত্বাং ভূয়োভূয়ো নমাম্যহম্॥ ২০॥

তুমি মহাকালরূপিণী ভবানী; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তোমার নয়ন, ব্যোম তোমার কেশ; তোমাকে বার বার নমস্কার। ২০।

বন্ধ অর্থাৎ ভববন্ধন। মন বা মনোবৃত্তি প্রকৃতির একটী অবস্থা মাত্র। যেমন স্ফটিকের নিকট হইতে জবাপুষ্পকে অন্তরিত করিলে আর প্রতিবিম্বরূপ পৃথক্ পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মকে অন্তরিত করিয়া দেখিলে আর জীবাত্মারূপ পৃথক্ পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, জীবাত্মা তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মেই লীন হইয়া যায়। অর্থাৎ যাবৎ প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বভাবে সম্বন্ধ দেখিবে, তাবৎ জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্বের উপলব্ধি হইবে; অদ্বৈত-জ্ঞানে সেই প্রতিবিম্বভাব বিলয় পাইলে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। এইরূপে জীবাত্মার অস্তিত্ববুদ্ধির লয় হইলেই ভববন্ধনের মোচন অর্থাৎ মহানির্ব্বাণ হয়। জীবাত্মার উপলব্ধি অর্থাৎ 'আমি সুখী, আমি দুঃখী'—ইত্যাকার জ্ঞান প্রতিবিম্ববৎ পদার্থ; এই জ্ঞান জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গেই লয় পায়।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"॥ (গীতা)

অর্থাৎ আমি চেতন, আমি করিতেছি,—এইরূপ প্রতীতি বুদ্ধির অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের পরিণাম মাত্র।

ব্রহ্মমূর্ত্তিং ভগবতীং রাজরাজেশ্বরপ্রিয়াম্।
প্রত্যক্ষদেবতাং বন্দে বিশ্বসংসারমোহিনীম্ ॥ ২১ ॥

তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালিনী ব্রহ্মমূর্ত্তি; তুমি রাজরাজেশ্বর বিশ্বেশ্বরের প্রাণবল্লভা; তুমি বিশ্বসংসারমোহিনী প্রত্যক্ষ দেবতা; তোমাকে নমস্কার। ২১।

সহস্রশীর্ষসম্পন্নাং সহস্রভুজশালিনীম্।
সহস্রচরণাং দেবীং সহস্রাক্ষীং নমাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

তুমি সহস্র সহস্র শীর্ষে, সহস্র সহস্র হস্তে, সহস্র সহস্র চরণে, এবং সহস্র সহস্র নয়নে শোভা পাইতেছ; তোমাকে নমস্কার। ২২।

সকলাভিঃ কলাভিস্ত্বাং সম্পূর্ণাং পূর্ণভূষণাম্।
পূর্ণানন্দময়ীং বন্দে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ॥ ২৩ ॥

তুমি সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণা এবং পূর্ণ সজ্জায় বিরাজমানা; তুমি পূর্ণানন্দময়ী পূর্ণব্রহ্মরূপিণী; তোমাকে নমস্কার। ২৩।

জ্ঞানশক্তির্ভগবতি ত্বমজ্ঞানবিনাশিনী।
অতোঽসি কীর্ত্তিতা বেদে মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥ ২৪ ॥

হে ভগবতি! তুমি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ জ্ঞানশক্তিরূপে মহামোহকে বিনাশ করিয়া থাক; এজন্য বেদে তুমি 'মহিষমর্দ্দিনী' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছ (১)। ২৪।

---

(১) ভগবতী কাত্যায়নী মহিষাসুরকে বধ করিয়াছেন, এই পৌরাণিক রূপকের অর্থ এই যে,—পরব্রহ্মের জ্ঞানরূপা মহাশক্তির নাম কাত্যায়নী,

সর্ব্বদুর্গতিসংহন্ত্রি দুর্গে দুর্গবিনাশিনি।
মহাদেবমহাপীঠদেবতে তে নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥

হে সর্ব্বদুর্গতিহারিণি! দুর্গবিনাশিনি দুর্গে! তুমি মহাদেবরূপ মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমাকে বার বার নমস্কার (১)। ২৫।

এবং মহামোহের নাম 'মহিষাসুর'। ভগবানের জ্ঞানশক্তি অজ্ঞানকে বিনাশ করে বলিয়া উহার নাম 'মহিষমর্দ্দিনী'। যথা বরাহপুরাণে,—

"অথবা জ্ঞানশক্তিঃ সা মহিষোঽজ্ঞানমূর্ত্তিমান্।
অজ্ঞানং জ্ঞানসাধ্যং তু ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥
মূর্ত্তিপক্ষে চেতিহাসমমূর্ত্তে চৈকবদ্ধৃদি।
খ্যায়তে বেদবাক্যৈস্তু ততো মহিষমর্দ্দিনী ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তির একটী নাম 'মহিষমর্দ্দিনী'। মূর্ত্তিমান্ অজ্ঞানকে 'মহিষ' বলে। অজ্ঞান যে জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিনাশিত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যাঁহারা মূর্ত্তিবাদী, তাঁহারাই এ বিষয়ে পৌরাণিক ইতিহাস কল্পনা করিয়াছেন। আর যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা বেদবাক্যানুসারে এই শক্তিকে ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি হইতে অভিন্ন ভাবিয়া থাকেন।

(১) ভগবানের সর্ব্বময়ী সর্ব্বশক্তির নাম দুর্গা, "সর্ব্বস্বরূপিণী শক্তিঃ সা দুর্গেতি চ পঠ্যতে", অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ব্বস্বরূপিণী শক্তিকেই দুর্গা বলে। যথা মুণ্ডমালায়াম্,—

"ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি সুরাসুরাদ্যাঃ।
যদ্যস্তি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা দুর্গাস্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ ॥"

অর্থাৎ সমস্ত ভূতমণ্ডলই দুর্গা, সমস্ত ভুবনমণ্ডলই দুর্গা; স্ত্রী, পুরুষ, দেব, দানব, মানবাদি সকলি দুর্গা; যাহা কিছু দৃশ্য সে সকলি দুর্গা; দুর্গার স্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নাই। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

"দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥

নমামি সারদাং দেবীং বিজয়াং সর্ব্বমঙ্গলাম্।
মাহেশ্বরীং মহাশক্তিমভয়ামপরাজিতাম্॥ ২৬॥

হে দেবি! তুমি সারদা, বিজয়া ও সর্ব্বমঙ্গলা; তুমি মহেশ্বরের মহাশক্তি; তুমি অভয়া ও অপরাজিতা; তোমাকে নমস্কার। ২৬।

সর্ব্বতঃপাণিপাদাং ত্বাং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখাম্।
সর্ব্বেশ্বরীং সর্ব্বময়ীং সর্ব্বাণীং প্রণমাম্যহম্॥ ২৭॥

তোমার হস্ত ও পদ সর্ব্বত্রই প্রসারিত; তোমার চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্রই প্রসারিত; তুমি সর্ব্বাণী, সর্ব্বেশ্বরী ও সর্ব্বময়ী; তোমাকে নমস্কার করি। ২৭।

অনন্তশয্যাশয়নামনন্তসহবাসিনীম্।
অনন্তজগদাধারবিগ্রহাং ত্বাং নমাম্যহম্॥ ২৮॥

মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা"॥

দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, পাপ, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, মহাব্যাধি, এই সকলকে দুর্গ বলে; যে ঐশ্বরী শক্তি এই সকল দুর্গ অর্থাৎ সঙ্কটকে বিনাশ করে, তাহাকেই দুর্গা বলে। "দুর্গং নিহন্তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা"।

অপিচ,—

"আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
যয়া জয়তি বিশ্বং চ যয়া সৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥
যয়া বিনা জগন্নাস্তি"—(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী নারায়ণের আদ্যা শক্তি, যাহা দ্বারা বিশ্বকে জয় করা যায়, যাহা দ্বারা সৃষ্টি হয়, যাহা ছাড়া জগতের অস্তিত্ব থাকে না, তাহাকে দুর্গা বলে।

তুমি অনন্তদেবের সঙ্গিনী, অনন্তশয্যাশায়িনী, তোমার শরীর অনন্ত জগতের আধার ; তোমাকে নমস্কার। ২৮।

कालरात्रिं महाकालीं वन्दे त्वां कालकामिनीम् ।
गिरन्तीमुद्गिरन्तीं च भूतग्रामं पुनः पुनः ॥ २९ ॥

তুমি কালরাত্রিরূপিণী, মহাকালের শক্তি মহাকালী ; তুমি নিখিল ভূতগ্রামকে বারংবার গিলিতেছ ও উগারিতেছ ; তোমাকে নমস্কার। ২৯।

आब्रह्मस्तम्बपर्य्यन्तजगद्योनिमयोनिजाम् ।
अखण्डमण्डलाकारव्यापिनीं त्वां नमाम्यहम् ॥ ३० ॥

তুমি আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত জগতের যোনি, কিন্তু স্বয়ং অযোনিজা ; তুমি অখণ্ড মণ্ডলাকারে অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ ; তোমাকে নমস্কার। ৩০।

अन्नपूर्णां महामायां महेशहृदयेश्वरीम् ।
योगमायां योगनिद्रां जगद्धात्रीं नमाम्यहम् ॥ ३१ ॥

তুমি অন্নপূর্ণা, মহামায়া এবং মহেশ্বরের হৃদয়েশ্বরী ; তুমি জগদ্ধাত্রী, যোগমায়া এবং যোগনিদ্রা (১) ; তোমাকে নমস্কার। ৩১।

मातः सावित्रि गायत्रि ब्रह्मविद्ये पुरातनि ।
पूर्णविद्ये नमस्तुभ्यं शिवे सर्व्वार्थसाधिके ॥ ३२ ॥

---

(১) 'যোগনিদ্রা'—ব্রহ্মের পরমানন্দময়ী শক্তি। 'যোগমায়া'—ঈশ্বরের চিৎ-শক্তি, যাহা সর্ব্ব সঙ্কল্পের অধিষ্ঠান।

হে মাতঃ! তুমি সাবিত্রী ও গায়ত্রী; তুমি পুরাতনী ও ব্রহ্মবিদ্যা, তুমিই পূর্ণবিদ্যা; হে শিবে! হে সর্ব্বার্থসাধিকে! তোমাকে নমস্কার। ৩২।

त्वं मातरचलाऽनन्ताऽजरा विश्वम्भराऽक्षरा।
त्वं सुप्तेष्वपि जागर्षि मूलप्रकृतिरीश्वरी॥ ३३॥

জননি! তুমি অচলা, অনন্তা ও জরাবিরহিতা; তুমি অক্ষরা ও নির্ব্বিকারা; তুমি বিশ্বের পালনকর্ত্রী; হে ঈশ্বরি! অব্যক্ত-মহদাদি সমস্ত ভূতগ্রাম বিলীন হইলেও তুমি মূলপ্রকৃতিরূপে জাগরিত থাক। ৩৩।

पञ्चप्राणात्मिकां वन्दे प्राणाधिष्ठातृदैवताम्।
अव्यक्तां महतीं चैव भावाभावस्वरूपिणीम्॥ ३४॥

তুমি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে পঞ্চপ্রাণরূপে অধিষ্ঠান কর, তুমি প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তুমি সূক্ষ্মরূপে (কারণরূপে) এবং তুমিই স্থূলরূপে (কার্য্যরূপে) বিদ্যমান আছ; তুমি ভাবস্বরূপা এবং তুমিই অভাবস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার করি। ৩৪।

त्वां वन्दे राजसीं रक्तां श्वेतवर्णां च सात्त्विकीम्।
तामसीं कृष्णवर्णां च त्रिवर्णां त्रिगुणान्विताम्॥ ३५॥

তুমি রক্তবর্ণা রাজসী শক্তি, শ্বেতবর্ণা সাত্বিকী শক্তি, এবং কৃষ্ণবর্ণা তামসী শক্তি; তুমি ত্রিবর্ণা ও ত্রিগুণান্বিতা; তোমাকে নমস্কার। ৩৫।

সুক্ষ্মমাত্মরসেনৈবাত্মানং পুষ্ণাসি মাতৃকে।
আত্মশক্ত্যৈব চাত্মানং প্রবর্ত্তয়সি নিত্যশঃ ॥ ৩৬ ॥

হে মাতৃকে! তুমি অলক্ষ্যভাবে আত্মরসেই আত্মাকে পোষণ করিতেছ, আত্মশক্তি দ্বারাই আত্মাকে নিত্য পরিচালিত করিতেছ (১)। ৩৬।

কান্তিং কীর্ত্তিং ধৃতিং মেধাং তুষ্টিং পুষ্টিং দয়াং রতিম্।
শান্তিং ক্ষান্তিং শুদ্ধিমৃদ্ধিং সত্যাং ত্বাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥

তুমিই বিশ্বের কান্তি, কীর্ত্তি, ধৃতি, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, দয়া ও রতি; তুমিই শান্তি, ক্ষান্তি, শুদ্ধি, ঋদ্ধি, ও সত্যস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার করি। ৩৭।

ভক্তিং ভুক্তিং চ মুক্তিং চ শ্রদ্ধাং প্রীতিং শ্রিয়ং ভিয়ম্।
সকাম্যাং চাসকাম্যাং ত্বাং বিশ্বাধারাং নমাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥

---

(১) ব্রহ্মশক্তি ভগবতী প্রকৃতিদেবী আপনার রসেই আপনাকে পোষণ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি ইহারই রূপকমাত্র। ছিন্নমস্তা নিজদেহনিঃসৃত তিনটী শোণিতধারা নিজ মুণ্ডকেই পান করাইতেছেন। ঐ তিন শোণিতধারা দেহের প্রধান তিনটী নাড়ী হইতে প্রবাহিত হইতেছে; ঐ তিন নাড়ীর নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। সুষুম্না সর্ব্বপ্রধান, ইহা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা। ইড়া নাড়ীর মধ্যে চন্দ্রের সঞ্চার, পিঙ্গলার মধ্যে সূর্য্যের সঞ্চার, এবং সুষুম্নায় চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের সঞ্চার। অর্থাৎ এই তিন নাড়ী চন্দ্রসূর্য্যাদি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য নাড়ীচক্রকে পোষণ পূর্ব্বক জীবদেহ রক্ষা করিতেছে। এই রূপক দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, ত্রিগুণা প্রকৃতিদেবী চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপ নিজ নাড়ী হইতে নিঃসৃত শোণিতাদিরূপ রসধাতু দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহ পোষণ করিতেছেন।

তুমিই ভক্তি, ভুক্তি ও মুক্তি; তুমি শ্রদ্ধা ও প্রীতি; তুমি লজ্জা ও ভয়; তুমি প্রকটরূপে এবং তুমিই অপ্রকটরূপে বিশ্বের আধার-স্বরূপা; তোমাকে নমস্কার। ৩৮।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপাং ত্বামবাঙ্মনসগোচরাম্।
ভূতসংযোগবিশ্লেষভবলীলাপ্রকাশিকাম্॥ ৩৯॥

তোমার স্বরূপ অচিন্ত্য ও অব্যক্ত; তোমার মহিমা বাক্য ও মনের অগোচর; তুমি নিরন্তর পঞ্চভূতের সংযোগ ও বিশ্লেষ দ্বারা এই অপূর্ব্ব ভবলীলা প্রকাশ করিতেছ। ৩৯।

অর্দ্ধনারীশ্বরাকারাং শিবশক্তিস্বরূপিণীম্।
পিতরং মাতরং চ ত্বাং জগতাং প্রণমাম্যহম্॥ ৪০॥

তুমি অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি (১); তুমি শিবশক্তিস্বরূপা; তুমিই একাধারে জগতের পিতা-মাতা; তোমাকে নমস্কার করি। ৪০।

ন দ্বৈতং নাসি চাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং ত্বমীশ্বরি।
ন শিবো নাপি শক্তিস্ত্বং শিবশক্তিস্বরূপিণী॥ ৪১॥

(১) এই অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তির চিত্রখানি স্থূলভাবে দেখিলে জ্ঞান হয়,—আধখানা প্রকৃতি ও আধখানা পুরুষ। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে সে ভেদ ঘুচিয়া যায়। স্থূলদর্শীরা যে আধখানায় শুধু শক্তিমূর্ত্তি দেখেন, সূক্ষ্মদর্শীরা তাহার প্রত্যেক পরমাণুতেই দেখিতে পান,—শিবমূর্ত্তি জ্বলিতেছে। আবার, স্থূলদর্শীরা যে আধখানায় শুধু শিবমূর্ত্তি দেখেন, সূক্ষ্মদর্শীরা তাহার প্রতি পরমাণুতেই দেখিতে পান,—শক্তিমূর্ত্তি জ্বলিতেছে। এইরূপে, শিবে শক্তি ও শক্তিতে শিব, দুয়ে এক, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি।

হে ঈশ্বরি! তুমি দুইও নও, তুমি একও নও; তুমি একে দুই, দুয়ে এক। তুমি শিবও নও, তুমি শক্তিও নও, অথচ তুমিই শিব, তুমিই শক্তি,—তুমি একাধারেই শিবশক্তি। ৪১।

হিরণ্যগর্ভে ত্বদ্গর্ভে সত্যং জ্যোতিঃ প্রদীপ্যতে।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং ব্রহ্মমূর্ত্তিপ্রকাশিকে॥ ৪২॥

হিরণ্যগর্ভে! তোমার গর্ভে সত্যস্বরূপ জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতেছে; মাতঃ! ব্রহ্মমূর্ত্তিপ্রকাশিকে! তোমাকে বারবার নমস্কার। ৪২।

নৌমি ভক্ত্যা মহাশক্তিমোঙ্কারব্রহ্মমাতৃকাম্।
প্রসীদ বরদে দেবি স্তোত্রেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ৪৩॥

হে দেবি! তুমি মহাশক্তি, তুমি ওঙ্কাররূপিণী ব্রহ্মমাতৃকা; আমি ভক্তিভাবে তোমার স্তব করিতেছি; বরদে! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই স্তোত্রে অধিষ্ঠান কর। ৪৩।

ওম্ প্রীয়তাং ব্রহ্মময়ী স্তোত্রেণানেন সা ময়ি।
শিবশক্তিময়ং স্তোত্রং ব্রহ্মার্পণমিদং কৃতম্॥ ৪৪॥

ওঁ তারা ব্রহ্মময়ী মা আমার এই স্তোত্রে প্রীত হউন; আমি এই শিবশক্তিময় ব্রহ্মময়ী-স্তোত্র ব্রহ্মে অর্পণ করিলাম (১)। ৪৪।

(১) 'ব্রহ্মে অর্পণ' বা 'ব্রহ্মার্পণ';—

"ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সম্প্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥ ১॥
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা।
এতদ্ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ২॥

स्तोत्रे ममास्मिन् यदमेध्यवत् स्यात्
असत्यरूपं ह्यथवाऽप्रकामम्।
अज्ञानतो मे तदशक्तितो वा
मुकुन्द मन्दस्खलितं क्षमस्व॥ ४५॥

হে নারায়ণ! আমার এই স্তোত্রে যদি কোনও অপবিত্র ভাব প্রবেশ করিয়া থাকে, যদি অসত্যের ছায়া পতিত হইয়া থাকে, যদি বক্তব্য বিষয় অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা আমার অজ্ঞান বা অশক্তি বশতঃ বলিয়া ক্ষমা কর। ৪৫।

প্রীয়তাং ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥ ৩॥
যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্"॥ ৪॥ (কূর্ম্মপুরাণে)

অর্থাৎ যাহা কিছু দিবার আমাকে ব্রহ্মই দিতেছেন, আমিও ব্রহ্মকেই সম্প্রদান করিতেছি, আমি যাহা কিছু সম্প্রদান করিতেছি, সে সকলি ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানকে 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। ১। আমি কিছুই করি না, সকলি ব্রহ্ম করিতেছেন, এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা 'ব্রহ্মার্পণ' বলিয়া থাকেন। ২। এই কর্ম্মে সেই শাশ্বত ভগবান্ ঈশ্বর প্রীত হউন,—সদাই এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। ৩। সমস্ত কর্ম্মফল ব্রহ্মেই সমর্পণ করিলাম,—ইহাকেই সর্ব্বোত্তম 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। ৪। (ইতি কূর্ম্মপুরাণে ৪র্থ অধ্যায়)।

আত্মনিবেদনম্ ।

অনুতাপাগ্নিদগ্ধানাং পাপিনাং তাপশান্তয়ে ।
একমেবাস্তি শরণং হরাবাত্মনিবেদনম্ ॥ ১ ॥

অনুতাপী পাতকীর শান্তির কারণ,
একমাত্র গতি কৃষ্ণে আত্মনিবেদন । ১ ।

অন্তর্য্যাম্যসি গোবিন্দ কিং বা তুভ্যং নিবেদয়ে ।
দহ্যমানে কুরু কৃপামনুতাপতুষাগ্নিনা ॥ ২ ॥

সকলের অন্তর্যামী তুমি নারায়ণ !
কি আর তোমার কাছে করি নিবেদন ;
অনুতাপ-তুষানলে দহিছে হৃদয়,
এ ঘোর পাপীরে দয়া কর দয়াময় ! । ২ ।

স্তনন্ধয়েঽপি তনয়ে মাতা চেন্নির্দয়া ভবেৎ ।
ন ত্বেবাঽকরুণোঽসি ত্বমনুতাপিনি পাপিনি ॥ ৩

স্তন্যপায়ী অব্রুবাণ শিশু আপনার,
তাহাকেও মাতা যদি করে পরিহার ;
'তথাপি তুমি হে হরি ! কৃপা-পারাবার !
অনুতাপী পাপীরে না কর পরিহার । ৩ ।

মলমূত্রপরীতাঙ্গং মাতা নিজমিবার্ভকম্ ।
পাপিনং মুঞ্চ মা নাথ ক্রোড়ে ধারয় ধারয় ॥ ৪ ॥

মলমূত্রে মাখামাখি যদি শিশু হয়,
তথাপি জননী তারে নিজ কোলে লয় ;

তেমতি তুমিও হরি ! আমি পাপী বোলে,
ফেলো না ফেলো না নাথ ! কর নিজ কোলে । ৪ ।

किं वाऽस्पृश्यं जगन्मातस्तव विश्वैकपावन।
स्वर्गत्वं निरयोऽप्येति स्पर्शात्ते स्वर्णतामयः ॥ ५ ॥

জগতজননী তুমি জগত-পাবন,
কি আছে অস্পৃশ্য তব ওহে নারায়ণ !
লৌহও সুবর্ণ হয় তোমার পরশে,
নরক বৈকুণ্ঠ হয় তব কৃপারসে । ৫ ।

हाहाकारपरं पापज्वालयाऽङ्गारतां गतम् ।
सर्व्वैस्त्यक्तं त्यजसि चेत् का गतिर्मे भवेत्तदा ॥ ६ ॥

পাপে তাপে পুড়ে আমি হইনু অঙ্গার,
হরি হে ! হয়েছে মোর হাহাকার সার ;
পাপী বোলে সকলেই করে পরিহার,
তুমিও ত্যজিলে গতি কি হবে আমার ? । ৬ ।

किं करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रये ।
विमुखे त्वयि गोविन्द हाहा पापी हतो हतः ॥ ७

কি করিব কোথা যাব কে আছে আমার ?
হায় রে ! শরণ আর লইব কাহার ?
হে গোবিন্দ ! তুমি যদি না দাও আশ্রয়,
মরিল এ পাপী হায় ! মরিল নিশ্চয় । ৭ ।

त्वं पापितारकः कृष्ण भवसागरनाविकः ।
त्राहि मां भवभीमाब्धेस्तवैव शरणागतम् ॥ ८ ॥

ভবের কাণ্ডারি তুমি পাতকি-তারণ,
তাই হরি! তব পদে লয়েছি শরণ;
এ পাপী শরণাগত নিতান্ত তোমার,
এ ঘোর ভব-সাগরে কর মোরে পার। ৮।

हरे कृपालो कुरु दृष्टिपातं,
पुत्रो मुमूर्षुः शरणं गतस्ते।
यद्यस्मि पापो नितरां तथापि
माता कुपुत्रे विमुखी भवेत् किम्॥ ९॥

দয়া করি ওহে হরি! দাও দরশন,
মুমূর্ষু সন্তান তব মাগিছে শরণ;
মহাপাপী যদি হই, তোমারি সন্তান,
মাতা কি কুপুত্রে কোলে নাহি দেয় স্থান?। ৯।

करालवदनोऽन्तकः पुरतएव मे जृम्भते
निरीक्ष्य हृदयं महाभयविविग्नमुत्कम्पते।
कुतोऽसि करुणानिधे सकलभीतिहारिन् हरे
प्रयच्छ चरणाश्रयं शरणहीनदीनाय मे॥ १०॥

শিয়রে শমন ওই বদন মেলিয়া!
হেরিয়া আতঙ্কে হিয়া উঠে শীহরিয়া;
সর্ব্বভয়হারী হরি! কোথা দয়াময়!
দীনহীন অশরণে দাও পদাশ্রয়। ১০।

हा स्वामि नाथ करुणामय रक्ष रक्ष
जीवो ममातिविधुरः करुणं विरौति।

মাং পাপিনং যদি ন রক্ষসি কীর্তয় ভূয়ঃ
সংকীর্তয়িষ্যতি নু পাতকিতারণং ত্বাম্ ॥ ১১ ॥

রক্ষ রক্ষ দয়াময় ! আছ হে কোথায় ?
আকুল পরাণি মোর করে হায় হায় ;
তুমি যদি এ পাপীরে না কর উদ্ধার,
পাতকিতারণ তোমা কে বলিবে আর ? । ১১ ।

হা কৃষ্ণ কেশব কৃপাময় দীনবন্ধো
হাত্মা জ্বলাম্যবিরতং নিজপাপতাপৈঃ ।
দাবাগ্নিলঙ্ঘিততরাবিব মেঘধারাঃ
দীনে পতন্তু ময়ি তে করুণামৃতানি ॥ ১২ ॥

দীননাথ ! হা কেশব ! কৃষ্ণ ! কৃপাময় !
পাপতাপে অবিরত জ্বলিছে হৃদয় ;
দাবানলে দহ্যমান পাদপে যেমন—
মেঘের ধারায় দেয় নূতন জীবন,
তেমতি করুণামৃত করি বরষণ,
দগ্ধ প্রাণে দাও পুন নূতন জীবন । ১২ ।

জীবো মে রোগশোকার্তশ্ছিন্নকণ্ঠ ইবাণ্ডজঃ ।
কষ্টং বিচেষ্টতে শীঘ্রং ত্রাহি মাং জীবজীবন ॥ ১৩ ॥

প্রাণ মোর ছিন্নকণ্ঠ বিহঙ্গের প্রায়
ছট্‌ফট্ করে রোগ-শোকের জ্বালায় ;
তুমি হরি ! একমাত্র জীবের জীবন,
ত্বরা করি এ যাতনা কর নিবারণ । ১৩ ।

गर्ज्जन्ति कालफणिनो विषदन्तैर्दशन्ति माम् ।
हरे हर विषज्वालां शान्तिपीयूषवर्षणैः ॥ १४ ॥

শত শত কালসর্প গর্জ্জিয়া ভীষণ
তীব্রতর বিষদন্তে করিছে দংশন ;
তাই ডাকি কোথা হরি ! বারেক আসিয়া
জুড়াও বিষের জ্বালা শান্তি-সুধা দিয়া । ১৪ ।

आहतं शोकशल्येन बाणविद्धमिवाण्डजम् ।
स्पृष्ट्वा ते पादपद्मेन विशल्यं कुरु मां हरे ॥ १५ ॥

নিদারুণ শোক-শল্যে আহত হইয়া
বাণবিদ্ধ পক্ষী সম কাঁপে মোর হিয়া ;
তব পাদপদ্ম হৃদে কর পরশন,
মরম-যাতনা হরি ! কর নিবারণ । ১৫ ।

क्षणप्रभावत् क्षणमात्रदर्शनं
हरे प्रदायैव कथं निलीयसे ।
पाथःकणो नैव तृषार्त्तिशमये
भूयः पिपासैव ततोऽभिवर्द्धते ॥ १६ ॥

হায় হায় ! ক্ষণমাত্র বিদ্যুতের প্রায়
দেখা দিয়া ওহে হরি ! লুকাও কোথায় ?
ঘোর তৃষ্ণা বিন্দুমাত্র সলিলে কি যায় ?
বরঞ্চ পিপাসা তায় আরো বৃদ্ধি পায় । ১৬ ।

हृत्पिण्डकोकनदमेव निधाय सद्य-
स्तेनैव ते पदयुगं परिपूजयामि ।

এহ্যেহি দেব করুণাময় ধৎস্ব পূজা
ত্বং মে চিরাভিলষিতং সফলীকুরুষ্ব ॥ ১৭ ॥

এখনি হৃদয়-পিণ্ড করিয়া ছেদন,
সেই রক্তপদ্মে তব পূজিব চরণ;
এস হে করুণাময়! দাও দরশন,
লহ পূজা চির-আশা করহ পূরণ। ১৭।

মাদৃশাঃ শরণাপন্নাঃ কতি নাম ন সন্তি তে।
ত্বদন্যস্তু শরণ্যো মে নাস্তি হে কমলাপতে ॥ ১৮ ॥

আমা হেন কত শত আছে এ ভুবনে;
যাহারা শরণাপন্ন তোমার চরণে;
তোমা বিনা কিন্তু ওহে কমলার পতি!
এ মহাপাপীর আর নাহি অন্য গতি। ১৮।

অদ্যাপি লভতে ত্রাণমিচ্ছাময় যদীচ্ছসি।
অন্যথাঽয়ং মহাপাপী হাহা নাথ হতো হতঃ ॥ ১৯ ॥

ইচ্ছাময়! ইচ্ছা যদি কর ভগবান্!
এখনো এ মহাপাপী পায় পরিত্রাণ;
যদি নাথ! স্থান নাহি দাও পদতলে,
গেল রে এ মহাপাপী গেল রসাতলে। ১৯।

ভবমোহঘরট্টেন পিষ্টো গোধূমবৎ সদা।
ম্রিয়ে ন সোঢ়ুং শক্নোমি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ২০ ॥

পাষাণ-যন্ত্রের মাঝে গোধূম যেমন,
এ ভব-মায়ার যন্ত্রে হতেছি পেষণ;

সহে না সহে না আর গেল রে জীবন,
ত্বরায় তরাও মোরে শ্রীমধুসূদন ! । ২০ ।

मुहुः क्रोशत्ययं पापी त्रासि हे करुणामय ।
अनुतापिमनःपीड़ामन्तर्यामिन् न वेत्सि किम् ॥ २१ ॥

আপনি আপন পাপে হ'য়ে অনুতাপী
পরিত্রাহি দয়াময়—ডাকে মহাপাপী ;
অনুতপ্ত পাতকীর কি তীব্র বেদনা !
অন্তর্যামী হরি ! কি তা জেনেও জান না ? । ২১ ।

चर्व्वयत्यनिशं मर्म्म मम-मायानिशाचरी ।
त्रासि हे पूतनाघातिन् मायाकुहकनाशक ॥ २२ ॥

এ ঘোর সংসার-মায়া রাক্ষসীর প্রায়
হৃদয়-মরম মোর চিবাইয়া খায় ;
পূতনাঘাতিন্ হরি ! এস একবার,
কুহকিনী এ মায়ারে করহ সংহার । ২২ ।

पद्मभ्रान्त्या विषमविषयव्यालभोगं श्रितोऽहं (१)
माध्वीकं वा प्रबलगरलज्वालयान्तर्ज्वलामि ।
सन्तप्तानां त्वमसि शरणं सर्व्वसन्तापहारिन्
स्वान्तं शान्तं कुरु मम हरे शान्तिसिन्धो मुकुन्द ॥ २३ ॥

(१) विषमः परिणामदारुणः, तादृशो यो विषयः रूपरसादिः इन्द्रियार्थः, स एव व्यालः क्रूरसर्पः, "व्यालो भुजङ्गमे क्रूरे श्वापदे दुष्टदन्तिनि" इति विश्वः । तस्य भोगः उपभोगः, पक्षे भोगः फणः, तम्, "भोगः सुखे स्त्र्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः" इत्यमरः । सर्पविशेषस्य फणमण्डले पद्माकारं चिह्नम् अस्ति, इति 'पद्मभ्रान्त्या' इत्युक्तम् ।

বিষয়-ফণীর চক্রে পঙ্কজ ভাবিয়া
মধু-আশে তাহা আমি সেবিলাম গিয়া ;
মধু কোথা ! জ্বলে প্রাণ বিষের জ্বালায়,
সর্ব্বতাপহারী হরি ! জুড়াও আমায়। ২৩।

সোঢ়ুং ন ভূয়ঃ প্রভবন্তি দুর্ব্বলাঃ
প্রাণা ভবক্ষোভমতীবতীব্রম্।
হরে মুরারেঽখিলশক্তিধারক
প্রযচ্ছ শক্তিং সকলং যথা সহে ॥ ২৪ ॥

এ ভব-যন্ত্রণা ঘোর এ ভব-যন্ত্রণা !
দুর্ব্বল পরাণে আর সহে না সহে না ;
কোথা আছ ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্ !
এ দুঃখ সহিতে শক্তি কর হে প্রদান। ২৪।

ঘোরেঽতিঘোরে বিষয়ান্ধকারে
নিমীলিতঃ সীদতি মেঽন্তরাত্মা।
কোঽন্যস্ত্বদন্যোঽস্তি হরে শরণ্যঃ
পদাশ্রয়ং দেহি নিরাশ্রয়ায় ॥ ২৫ ॥

বিষয়-আঁধার এ যে অতি ঘোরতর,
ডুবিতেছি অন্ধ হ'য়ে তাহে নিরন্তর ;
তোমা বিনা জগদীশ ! কে আছে শরণ ?
নিরাশ্রয়ে পদাশ্রয় দাও নারায়ণ ! । ২৫ ।

মদান্ধইব কুঞ্জরো ভবগভীরগর্ত্তে পতন্
ক্ষিপামি মুহুরাকুলাং চরমদৃষ্টিমদ্য ত্বয়ি।

विभो पतितपावन त्वमसि मृत्युहारी हरिः
समुद्धर कृपानिधे निजकृपावलम्बेन माम् ॥ २६ ॥

মত্ত মাতঙ্গের প্রায় জ্ঞান হারাইয়া
এ ঘোর সংসার-গর্ত্তে পতিত হইয়া,
অন্তিম-সময়ে আজি আকুল পরাণে
বার বার দয়াময়! চাহি তব পানে;
মৃত্যুহারী কোথা হরি! এস নারায়ণ!
পতিতে উদ্ধার কর পতিতপাবন! । ২৬ ।

मामुद्धर जगन्नाथ घोरसंसाररौरवात् ।
देहि नाथ पदे स्थानं नित्यानन्दमये तव ॥ २७ ॥

এ নহে সংসার, এ যে ভীষণ রৌরব, (১)
পড়িয়া তাহাতে সদা করি আর্ত্তরব;
জগবন্ধু জগন্নাথ! কর পরিত্রাণ,
নিত্যানন্দ পদে তব দাও মোরে স্থান। ২৭ ।

भवोऽयमुन्मत्तनिबन्धकारा
हसाम्यहो रोदिमि चात्र बद्धः ।
पदे तवेयं मम देव भिक्षा
विमोचयास्माद्भवबन्धनान्माम् ॥ २८ ॥

কভু হাসি কভু কাঁদি একি চমৎকার!
পাগলের কারাগার এ বিশ্বসংসার;

---

(১) 'রৌরব'—ঘোর নরকবিশেষের নাম।

তব পদে এই ভিক্ষা ওহে নারায়ণ!
এ কারা-বন্ধন মোর করহ মোচন। ২৮।

ভবে মমত্বং বত কুর্ব্বতা ময়া
কালঃ ফণী ক্ষীরবরেণ পোষিতঃ
জ্বলামি পশ্চাদ্গরলাগ্নিনা বিষং
কালাহিজং মে হর কালিয়ান্তক॥ ২৯॥

এ ভবে মমতা হায়! করিয়া স্থাপন,
দুগ্ধ দিয়া কালসর্প করিনু পোষণ;
বিষানলে জ্বলে প্রাণ, কালিয়দমন!
এ কালসর্পের বিষ কর হে হরণ। ২৯।

পদেঽপরাধোঽস্মি সহস্রশস্তে
দগ্ধো ততস্তীব্রতরানুতাপৈঃ।
লালপ্যমানস্য সুতস্য দীনং
ক্ষমানিধে মর্ষয় মেঽপরাধান্॥ ৩০॥

কত শত অপরাধ করেছি ও পায়,
তাই ঘোর অনুতাপে জ্বলিতেছি হায়!
তব পদে এবে পুত্র কাঁদে হাহাকারে,
ক্ষমার আধার হরি! ক্ষমহ আমারে। ৩০।

ন ধ্যাতং বিমলীকৃতেন মনসা ত্বৎপাদপঙ্কেরুহং
ত্বন্নামাখিলকল্মষাপহরণং ভক্ত্যা ন ঘোষ্টং সকৃৎ।
সম্মোহাসবঘূর্ণিতেন চ ময়া নো ত্বৎকথালাপিতা
কা মে স্যাৎ কৃপামযাখিলপতে! স্যাদন্তিমে মে গতিঃ॥৩১॥

নির্ম্মল করিয়া নিজ দেহ মন প্রাণ
তোমার চরণপদ্ম করি নাই ধ্যান ;
তব নাম অশেষ-কলুষ-বিনাশন
ভক্তিভাবে কভু নাহি করিনু গ্রহণ ;
সম্মোহ-মদিরা-পানে ঘূর্ণিত হইয়া
চিরদিন তব কথা রয়েছি ভুলিয়া ;
হে কৃষ্ণ ! করুণাময় ! অখিলের পতি !
অন্তকালে হায় ! মোর কি হইবে গতি ? । ৩১ ।

ধন্যাস্তে জগতীতলে সুকৃতিনঃ পশ্যন্তি যে ত্বাং সদা
যে ধ্যায়ন্তি তবৈব নাম সততং শৃণ্বন্তি গায়ন্তি চ ।
সেবন্তে তব যে চ পাদকমলং তে তে জগৎপাবনা-
দত্ত্বা পাদরজঃ পুনন্তু কৃপয়া দাসাধমং মামপি ॥ ৩২

ধন্য ধন্য এ জগতে সেই সাধুগণ,
কৃষ্ণ হে ! তোমারে যারা করে দরশন,
তোমারি ধেয়ানে যারা থাকে নিমগন,
করে সদা তব নাম শ্রবণ কীর্ত্তন,
সেবা করে যারা তব শ্রীপদকমল,
ভুবনপবিত্রকারী সাধু সে সকল—
এ দীন অধম দাসে করুণা করিয়া
পবিত্র করুন মোরে পদধূলি দিয়া । ৩২ ।

মাতেব পুত্রস্য সুমন্দবুদ্ধেঃ
ক্ষন্তুং যতোঽর্হসি মেঽপরাধান্ ;
সাধ্বীং চ বুদ্ধিং ননু বুদ্ধিদাতঃ
প্রযচ্ছ মহ্যং ভগবন্ সদৈব ॥ ৩৩ ॥

মাতা যথা কুপুত্রের শত শত দোষ
ক্ষমা করে নিজ গুণে নাহি করে রোষ ;
ক্ষম মম অপরাধ তুমিও তেমতি,
বুদ্ধিদাতা হরি ! সদা দাও হে সুমতি। ৩৩।

आस्तां रतिस्त्वत्पदएव गाढ़ा
मा दुष्कृते मे मतिरस्तु भूयः।
त्वां पश्यतो मेऽरुणकोटिभासं
मोहान्धकारो विलयं प्रयातु ॥ ३४ ॥

তোমারি চরণে যেন থাকে গাঢ় রতি,
আর যেন পাপে হরি ! নাহি যায় মতি ;
কোটি অরুণের ভাতি হেরিয়া তোমার,
মোহ-অন্ধকার যেন নাহি থাকে আর। ৩৪।

अज्ञाननिद्राप्रतिबोधितं मां
प्राज्ञे भवस्वप्नविमुक्तचित्तम्।
हरे विशोकं ह्यभयं पदं ते
ज्योतिर्म्मयं दर्शय दर्शय त्वम् ॥ ३५ ॥

মোহ-নিদ্রা হ'তে মোরে কর জাগরিত,
এ ঘোর সংসার-স্বপ্ন কর নিবারিত ;
শোকহারী জ্যোতির্ম্ময় অভয় চরণ
দেখাও দেখাও মোরে ওহে নারায়ণ !। ৩৫।

চৌরাষ্টকম্‌ ।

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং
গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরম্‌ ।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপচৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ১ ॥

যে, ব্রজপুরে প্রসিদ্ধ ননি-চোর, গোপনারীগণের বস্ত্র-চোর ; যে, পাপিগণের বহুজন্মসঞ্চিত পাপ চুরি করে ; সেই চোরের অগ্রগণ্য পুরুষকে নমস্কার করি । ১ ।

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং
নবাম্বুদশ্যামলকান্তিচৌরম্‌ ।
পদাশ্রিতানাং চ সমস্তচৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ২ ॥

যে, শ্রীরাধার হৃদয় চুরি করিয়াছে, নব জলধরের শ্যাম-সুন্দর কান্তি চুরি করিয়াছে এবং যে, পদাশ্রিত ব্যক্তিগণের সমস্তই চুরি করে ; সেই চোরের অগ্রগণ্য পুরুষকে নমস্কার করি । ২ ।

অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ
করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম্‌ ।
কেনাপ্যহো ভীষণচৌর ঈদৃগ্‌-
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগত্ত্রয়েঽপি ॥ ৩ ॥

যে, তাহার পদাশ্রিত জনের সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া, তাহাকে অকিঞ্চন, গৃহশূন্য ও পথের ভিখারী করিয়া ছাড়ে, এমন ভয়ানক চোর কেহ কখনও ত্রিভুবনে দেখেও নাই, শুনেও নাই । ৩ ।

यदीयनामापि हरत्यशेषं
गिरिप्रमाणानपि पापराशीन् ।
आश्चर्य्यरूपो ननु चौर ईदृग्-
दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि ॥ ४ ॥

যে চোরের নামটীও পর্ব্বতাকার রাশি রাশি পাপ চুরি করে, এমন আশ্চর্য্য চোর কখনও দেখি নাই, শুনি নাই। ৪।

धनञ्च मानञ्च तथेन्द्रियाणि
प्राणांश्च हृत्वा मम सर्व्वमेव ।
पलायसे कुत्र ? धृतोऽद्य चौर !
त्वं भक्तिदाम्नासि मया निबद्धः ॥ ५ ॥

হে চোর! তুমি আমার ধন, মান, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণ চুরি করিয়া কোথা পলাবে? আজি তোমাকে ধরিয়াছি, তোমাকে ভক্তি-রজ্জুতে বাঁধিয়াছি। ৫।

छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं
छिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् ।
छिनत्सि सर्व्वस्य समस्तबन्धं
नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् ॥ ६ ॥

তুমি লোকের ঘোর যমপাশবন্ধন ছেদন করিতে পার, ভীষণ ভবপাশবন্ধন ছেদন করিতে পার, সকলের সকল বন্ধনই ছেদন করিতে পার, কিন্তু ভক্ত তোমাকে বাঁধিলে, সে বন্ধন কিছুতেই ছেদন করিতে পার না। ৬।

मन्मानसे तामसराशिघोरे
कारागृहे दुःखमये निबद्धः ।
प्रभस्व हे चौर हरे चिराय
स्वचौर्य्यदोषोचितमेव दण्डम् ॥ ७ ॥

হে চোর হরি ! আমার হৃদয় ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন ; তুমি এই যাতনাময় হৃদয়-কারাগারে চির-রুদ্ধ থাকিয়া, নিজ চৌর্য্য-দোষের উপযুক্ত দণ্ড চিরকাল ভোগ কর। ৭।

कारागृहे वस सदा हृदये मदीये
मद्भक्तिपाशदृढ़बन्धननिश्चलः सन् ।
त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि
सर्व्वस्वचौर हृदयान्नहि मोचयामि ॥ ८ ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি আমার হৃদয়-কারাগারে অনন্তকাল বাস কর ; আমার ভক্তি-পাশের দৃঢ়বন্ধনে তোমার আর নড়িবার-চড়িবার শক্তি নাই। হে সর্ব্বস্বচোর ! শত শত কোটি মহাপ্রলয় হইয়া গেলেও আমি তোমাকে হৃদয় হইতে মোচন করিব না। ৮।

श्रीमूर्त्तिदर्शनम् ।

वासन्तचूतमुकुलेष्वलिझङ्कृतेषु
कुञ्जेषु मञ्जुकलकोकिलकूजितेषु ।
सम्पूर्णशारदसुधाकरमण्डलेषु
सौन्दर्य्यसागर हरे तव मूर्त्तिमीक्षे ॥ १

মধুমাসের চূতমুকুলে, অলিকুলের ঝঙ্কারে, নিকুঞ্জবনে কলকণ্ঠ কোকিলের মধুর কুহূরবে এবং শারদীয় সুধাকরের পরিপূর্ণ মণ্ডলে, হে সৌন্দর্য্যসাগর হরি! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ১।

প্রফুল্লপদ্মেষু সরোবরেষু
তারাবিচিত্রেষু নভস্তলেষু।
মাতুঃ স্তনে কারুণিকস্য চিত্তে
গোবিন্দ পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ২ ॥

যখন কমলকুল বিকসিত হইয়া সরোবরসকলকে সুশোভিত করে, যখন সুনীল নভোমণ্ডলে বিচিত্র তারকাপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হয়, যখন স্নেহময়ী জননীর স্তন হইতে অমৃতধারা নিঃসৃত হয়, যখন দয়ালুর হৃদয় দয়ারসে দ্রবীভূত হয়, তখন সেই সকল মধুময় দৃশ্যমধ্যে, হে গোবিন্দ! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ২।

বিচিত্রপুষ্পাসু বনস্থলীষু
সুগন্ধিমন্দানিলবীজিতাসু।
বিহঙ্গসঙ্গীতনিনাদিতাসু
গোবিন্দ পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৩ ॥

যখন বনভূমিসকল বিচিত্র কুসুমমালায় সুসজ্জিত, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত এবং মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের সঙ্গীতরবে নিনাদিত হয়, তখন সেই শান্তিময় দৃশ্যমধ্যে, হে গোবিন্দ! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৩।

স্নিগ্ধশিখিকেকা নবমেঘশব্দে
ভেকাবলিকণ্ঠাস্য নবাম্বুপাতে।

ঝিল্লীরবাঃ স্তব্ধজনে নিশীথে
উদ্বোধয়ন্ত্যঙ্গ তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৪ ॥

নব-মেঘ-গর্জ্জনে শিখিগণের কেকারব, নববর্ষাগমে ভেককুলের কোলাহল, নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে ঝিল্লীরব, হৃদয়মধ্যে তোমারি মূর্ত্তিকে উদ্বোধিত করে। ৪।

প্রত্যগ্রসিন্দূররসৈরিবার্দ্রৈ
র্বালাতপৈর্বিচ্ছুরিতেঽন্তরীক্ষে।
পশ্যামি সন্ধ্যাম্বুদবিভ্রমেষু
প্রেমাভিরামাং তব কৃষ্ণ মূর্ত্তিম্ ॥ ৫ ॥

যখন ঊষাদেবী অভিনব সিন্দুররসের ন্যায় অপূর্ব্ব অরুণালোকে গগনতলকে সুরঞ্জিত করেন, যখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আতাম্র কিরণমালা সান্ধ্য মেঘস্তবকে প্রতিফলিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নব নব বিলাসলহরী প্রকাশ করে, তখন আমি সেই ভুবনমোহন দৃশ্যপটে, হে কৃষ্ণ! তোমারি প্রেমময়ী মনোমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করি। ৫।

উদ্ভিন্নগারুত্মতসুপ্রকাশৈঃ
ক্ষেত্রেষু কীর্ণেষু নবীনশস্যৈঃ।
স্নিগ্ধেষু পশ্যামি চ পল্লবেষু
বিশ্বাভিরামং তব কৃষ্ণ রূপম্ ৬ ॥

যখন মরকতমণির ন্যায় শ্যামল নবীন শস্যসকল সমুদ্গত হইয়া ক্ষেত্রমণ্ডলকে অপূর্ব্ব বেশে বিভূষিত করে, যখন তরুলতাসকল স্নিগ্ধ নবপল্লবে সুশোভিত হয়, তখন সেই কমনীয় দৃশ্যমধ্যে হে কৃষ্ণ! আমি তোমারি বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন করি। ৬।

কঙ্কালমালাবহুলেঽতিঘোরে
শ্মশানদেশে শবধূমধূম্রে ।
প্রচণ্ডবাতক্ষুভিতেঽর্ণবে চ
প্রেক্ষে মহারুদ্র তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৭ ॥

চিতা-ধূমে ধূম্রবর্ণ, শব-কঙ্কালে সমাকীর্ণ, বিভীষিকাময় শ্মশান-মধ্যে এবং প্রচণ্ড ঝটিকায় বিক্ষোভিত সমুদ্রমধ্যে, হে মহারুদ্র! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৭।

গাঢ়ান্ধকারাসু কুহূনিশাসু
দিগ্ব্যাপিঘোরাভ্রঘটাসু চৈব ।
দম্ভোলিভীমধ্বনিতেষু বীক্ষে
মহাবিরাজস্য তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৮ ॥

যখন অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হয়, যখন ঘোরতর ঘনঘটায় গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়, যখন ভীষণ কড় কড় শব্দে বজ্রাগ্নি স্ফুর্ত্তিত হয়, তখন হে মহাবিরাট! আমি সেই লোম-হর্ষণ দৃশ্যমধ্যে তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৮।

শশাঙ্কতারাপ্রতিবিম্বগর্ভান্
তোয়াশয়ান্ স্বচ্ছজলান্ সমীক্ষ্য ।
উদেতি চিত্তে তব কাপি মূর্ত্তিঃ
অনন্তবৈচিত্র্যময়ী মুকুন্দ ॥ ৯ ॥

যখন চন্দ্রনক্ষত্রমণ্ডিত অসীম আকাশপট স্বচ্ছ সরোবরগর্ভে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সেই অপরূপ দৃশ্য দর্শনে, হে মুকুন্দ! আমার হৃদয়মধ্যে তোমার অনন্ত-বৈচিত্র্যময়ী এক অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। ৯।

পুণ্যানি তীর্থানি তপোবনানি
দৃষ্ট্বা সরিৎসাগরসঙ্গমাংশ্চ।
নাম্নাবশেষাংশ্চ পুরাণদেশান্
পুরাতনং ত্বাং পুরুষং স্মরামি ॥ ১০ ॥

পবিত্র তীর্থ সকল, তপোবন সকল, নদী সমুদ্রের সঙ্গম সকল এবং নামাবশিষ্ট প্রাচীন স্থান সকল দর্শন করিয়া, হে পুরাণ পুরুষ! আমি তোমারি মূর্ত্তি ধ্যান করি। ১০।

লীলাঃ শিশূনাং গৃহচত্বরেষু
গবাং প্রচারেষু চ বৎসলীলাঃ।
জলেষু পশ্যন্ জলপক্ষিলীলাঃ
স্মরামি লীলাময়বিগ্রহং ত্বাম্ ॥ ১১ ॥

গৃহপ্রাঙ্গণে মধুরমূর্ত্তি শিশুগণের লীলা দর্শনে, গোষ্ঠে গোবৎসগণের লীলা দর্শনে, জলাশয়ে জলপক্ষিগণের লীলা দর্শনে, হে ভগবন্! তোমার অনন্তলীলাময়ী মূর্ত্তি আমার হৃদয় মন্দিরে নৃত্য করিতে থাকে। ১১।

স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে
মধুব্রতানাং মকরন্দপানে।
দানে দয়ালোরথ ভক্তগানে
পশ্যামি মূর্ত্তিং করুণাময়ীং তে ॥ ১২ ॥

যখন স্তন্যপায়ী শিশুসন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেখি, যখন মধুকরকে মকরন্দ পান করিতে দেখি, যখন দয়ালু ব্যক্তিকে

দান করিতে দেখি, যখন ভক্তের মুখে ভগবৎসঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন, হে ভগবন্! আমি তোমারি করুণাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করি। ১২।

सतीषु नारीषु च सर्व्वभूत-
प्रकामसन्तर्पणदीक्षितासु।
पूर्णान्नपूर्णास्विव लक्षयेऽहं
मूर्त्तिं हरे सत्त्वमयीं तवैव॥ १३॥

যাঁহারা পতিব্রতা, সর্ব্বজীবের পরিপূর্ণ তৃপ্তিসাধনব্রতে দীক্ষিতা, গৃহস্থাশ্রমে পূর্ণ অন্নপূর্ণারূপে বিরাজমানা, সেই সকল রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিলে জ্ঞান হয়, হরি হে! যেন তোমারি সত্ত্বময়ী মাতৃমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি। ১৩।

माणिक्यखण्डैरिव दीप्यमानैः
खद्योतपुञ्जैर्निचितानगण्यैः।
वनद्रुमान् वीक्ष्य घनान्धकारे
स्मरामि ते मूर्त्तिमपूर्व्वरूपाम्॥ १४॥

গাঢ় অন্ধকারে অগণ্য মাণিক্যখণ্ডের ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতমালায় যখন বনবৃক্ষসকল আপাদমস্তক প্রদীপ্ত হইতে থাকে, তখন আমি হৃদয়মধ্যে তোমারি অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করি। ১৪।

वनस्थली भूभृति निर्झरे वा
कूले समुद्रस्य सरित्तटे वा।
यत्रैव चित्ते समुदेति भक्तिः
तत्रैव पश्यामि तवैव मूर्त्तिम्॥ १५॥

কি বনস্পতি, কি ভূধর, কি নির্ঝর, কি সমুদ্রকূল, কি নদীতট, যখন যে দৃশ্য দর্শনে মনে ভক্তির উদ্রেক হয়, তখন সেই দৃশ্যমধ্যেই তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ১৫।

কীটে পতঙ্গে চ সরীসৃপে চ
মীনে পশৌ পক্ষিণি মানবে চ।
স্থূলে চ সূক্ষ্মে চ জলে স্থলে খে
পশ্যামি তে রূপমনন্তরূপ॥ ১৬॥

কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্য, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, যাহাতেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, হে অনন্তরূপ! তোমারি রূপ দর্শন করি। ১৬।

ভূতেষু সর্ব্বেষু চরাচরেষু
দূরে সমীপে চ পুরশ্চ পশ্চাৎ।
বিলোকয়াম্যূর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
হে কৃষ্ণ তে রূপমনন্তরূপ॥ ১৭॥

চরাচর সমস্ত পদার্থে, দূরে, সমীপে, অগ্রে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, তির্য্যক্ ভাগে, হে অনন্তরূপ কৃষ্ণ! আমি তোমারি রূপ দর্শন করি। ১৭।

অহো নিমগ্নস্তব রূপসিন্ধৌ
পশ্যামি নান্তং ন চ মধ্যমাদিম্।
অবাক্ চ নিস্পন্দতরো বিমূঢ়:
ক্বাস্মি কোঽস্মীতি ন বেদ্মি দেব॥ ১৮॥

অহো! আমি তোমার রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া, আদি, অন্ত, মধ্য, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; আমি অবাক্, স্পন্দহীন ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছি; হে দেব! কে আমি? কোথা আছি? কিছুই জানিতে পারিতেছি না। ১৮।

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে হরেঽচিন্ত্যশক্তে।
নমস্তে নমস্তেঽখিলাশ্চর্য্যসিন্ধো
মহাদেব শম্ভো নমস্তে নমস্তে ॥ ১৯ ॥

হে বিভো! বিশ্বমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে অচিন্ত্য-শক্তিধারিন্ হরি! তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে নিখিল আশ্চর্য্যের আধার! তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে মহাদেব শম্ভো! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। ১৯।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥"

परिशिष्टम् ।

ग्रन्थकर्तो वंशाख्यानम् ।

गोत्रे पवित्रेऽजनि कौशिकानाम्
आचार्य्यचूड़ामणिनामकः ।
विप्रः पवित्रीकृतजीवलोको
दिवश्च्युतो गाङ्ग इव प्रवाहः ॥ १ ॥

পবিত্র কৌশিক গোত্রে আচার্য্যচূড়ামণি নামে বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেন গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় দিব্যলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া জীবলোককে পবিত্র করিয়াছিলেন। ১।

श्रीरामनारायणतर्कपञ्चा-
ननोऽभवत् सिद्धकुले तदीये ।
यदीयपुण्यार्ज्जितकीर्त्तिराशिः
प्रोल्लासयामास दिशः शशीव ॥ २ ॥

সেই আচার্য্যচূড়ামণির সিদ্ধবংশে শ্রীরামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন নামে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুণ্যকর্ম্মজনিত যশোরাশি চন্দ্রমার ন্যায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়াছিল। ২।

यस्मिन् दिव्यमहोराशौ दीप्यमाने रवाविव ।
नान्ये सदःसु विद्वांसो दीपा इव दिदीपिरे ॥ ३ ॥

অলৌকিক তেজোরাশি সেই তর্কপঞ্চানন যখন যে সভা আলোকিত করিতেন, তথায় আর সকল পণ্ডিত, সূর্য্যের নিকট দীপমালার ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেন। ৩।

नवद्वीपाधिपाद्या यं गुणज्ञाः ख्यातकीर्त्तयः ।
विद्वद्वरमसामान्यैर्दानमानैरपूजयन् ॥ ४ ॥

নবদ্বীপাধিপতি প্রভৃতি প্রখ্যাতকীর্ত্তি গুণজ্ঞ মহোদয়গণ সেই পণ্ডিতবরকে, সর্ব্বোচ্চ দান ও সর্ব্বোচ্চ সম্মান দ্বারা পূজা করিতেন (১)। ৪।

व्यासनाम्ना जगुः केचित् केचिद्यस्येश्वराख्यया ।
यं दाक्षिणात्या मनुजा यत्प्रभावेण विस्मिताः ॥ ५ ॥

দাক্ষিণাত্য সমাজের লোকেরা তাঁহার প্রভাবদর্শনে বিস্মিত হইয়া,

(১) তদানীন্তন নবদ্বীপাধিপতির সভায় বঙ্গের ৫ জন পণ্ডিত সর্ব্বোচ্চ বিদায় পাইতেন। তাঁহাদের একজন পরলোক গমন করায়, সেই পদ কাহাকে দেওয়া যায় এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। অনেকে অনেক পণ্ডিতের নাম করিলেন। কিন্তু কলিকাতার রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর প্রভৃতি তর্কপঞ্চাননকেই যোগ্যপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। নবদ্বীপাধিপতি স্বয়ং গুণের বিচার করিবার জন্য সমস্ত পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া সভা করিলেন। সভায় তর্কপঞ্চানন উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার মহাপুরুষোচিত অসামান্য মূর্ত্তি দেখিয়াই রাজা সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর, দর্শনশাস্ত্রঘটিত অতি দুরূহ বিষয়ের মীমাংসার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। তিন দিন সকলে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তদবধি সর্ব্বোচ্চ বিদায় তাঁহাকেই প্রদত্ত হইত।

কেহ তাঁহাকে 'ব্যাসদেব' নামে, কেহ বা তাঁহাকে 'যজ্ঞেশ্বর' নামে কীর্ত্তন করিতেন (১)। ৫।

যং যান্তমনুযান্তি স্ম পরিবার্য্য স্থিতাঃ স্থিতম্।
শতশো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ সাক্ষাদিব যুধিষ্ঠিরম্॥ ৬॥

সমাজের মান্য গণ্য শত শত ব্রাহ্মণ, তিনি গমন করিলে, সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতেন, এবং তিনি বসিলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন। ৬।

যস্যাজ্ঞা বেদবাণীব ন ব্যাহন্যত কুত্রচিৎ।
মালেব সাদরং সর্ব্বৈর্ধ্রিয়তে স্ম স্বমৌলিভিঃ॥ ৭॥

তাঁহার আদেশ বেদবাক্যের ন্যায় সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত ছিল; সকলে তাহা মালার ন্যায় সাদরে শিরোধার্য্য করিতেন। ৭।

---

(১) কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণে রাজপুর ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য গ্রামে বহুসংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। তর্কপঞ্চানন ঐ অঞ্চলের বৈদিক-সমাজের দলপতি ছিলেন। রাজপুরের অনতিদূরে কোদালিয়া গ্রামে তিনি বাস করায়, এবং গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী 'গোঘাটা' নামক ভূতপূর্ব্ব-গঙ্গার ঘাটে তিনি স্নান করায় সকলে বলিত,—

"কোদালিয়া পুরী কাশী গোঘাটা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো রামনারায়ণঃ স্বয়ম্॥"

অর্থাৎ—যথায় সাক্ষাৎ ব্যাসদেব রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অধিষ্ঠান, সেই কোদালিয়া গ্রাম কাশীক্ষেত্র, এবং তত্রত্য গঙ্গার ঘাট মণিকর্ণিকা তীর্থ। এ প্রবাদ অদ্যাপি বৃদ্ধলোকের মুখে শুনা যায়। কোনও ক্রিয়া-বাটীতে তর্কপঞ্চাননের আগমনমাত্রেই সকলে পরমানন্দে বলিয়া উঠিতেন,—যজ্ঞেশ্বরের অধিষ্ঠান হইয়াছে, এক্ষণে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে। তাঁহার নিজ বাটীতে মহা-সমারোহে অবিশ্রান্ত ক্রিয়াকলাপ চলিত।

श्रीकृष्णमोहनशिरोमणिरित्यनर्घ्यो
व्यासस्य तस्य शुकदेववदात्मजोऽभूत् ।
नारायणः सुविमले सरसीव चन्द्रो
यस्यान्तरात्मनि सदा प्रतिविम्बितोऽभूत् ॥ ८ ॥

ব্যাসদেবের পুত্র যেমন শুকদেব, তেমনি সেই রামনারায়ণের অমূল্য পুত্ররত্ন শ্রীকৃষ্ণমোহনশিরোমণি। যেমন স্বচ্ছ সরোবরগর্ভে পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি তদীয় হৃদয়মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম সদা প্রতিবিম্বিত ছিলেন। ৮।

यो लोकोत्तरया भक्त्या श्रीकृष्णमपि मोहयन् ।
श्रीकृष्णमोहनाख्यां स्वामन्वर्थां कृतवान् भुवि ॥ ९ ॥

তিনি অলৌকিক ভক্তিগুণে শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণমোহন' এই নিজ নাম সার্থক করিয়াছিলেন। ৯।

सर्व्वेषु भूतेषु दयार्द्रचेताः
मूर्त्तिः क्षमाया वशिनां वरिष्ठः ।
यो योगदृष्ट्याखिलमेव विश्वं
चराचरं विष्णुमयं ददर्श ॥ १० ॥

তাঁহার হৃদয় সর্ব্বভূতে দয়ারসে সদাই আর্দ্র ছিল; তিনি ক্ষমাগুণের মূর্ত্তি এবং জিতেন্দ্রিয়গণের অগ্রগণ্য ছিলেন; তিনি যোগ-নেত্রে চরাচর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিষ্ণুময় দর্শন করিতেন। ১০।

निपीय यस्याननचन्द्रनिःसृताम्
अपूर्व्वगोविन्दकथासुधां जनः ।

নিরস্তসংসারসমস্তযাতনো
ন্যমজ্জদানন্দমহোদধৌ মুহুঃ ॥ ১১ ॥

লোক সকল তাঁহার মুখচন্দ্র-বিনিঃসৃত অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণকথারূপ সুধা পান করিয়া, সংসারের সমস্ত যাতনা বিস্মৃত হইয়া, বারংবার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইত। ১১।

সচ্চিদানন্দযোগেন নিলীনঃ সচ্চিদাত্মনি।
নিত্যানন্দময়ং ধাম বৈকুণ্ঠং যোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥

তিনি সচ্চিদানন্দ-যোগে নিমগ্ন হইয়া, সেই সচ্চিদানন্দময় নারায়ণে বিলীন হইয়া, এক্ষণে নিত্যানন্দময় বৈকুণ্ঠধামে বিরাজ করিতেছেন। ১২।

তারাকুমারেণ তদাত্মজেন
তৎপাদপদ্মার্পিতমানসেন।
প্রীত্যৈ মুকুন্দস্য মুকুন্দভক্তি-
রসাত্মকং কাব্যমিদং নিবদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥

তাঁহার পুত্র শ্রীতারাকুমার, সেই পিতৃদেবের পাদপদ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকামনায়, এই কৃষ্ণভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ প্রণয়ন করিল। ১৩।

ওঁ

"জয় জগদীশ হরে"